গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইমার্জেন্সী মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (ইএমসিআরপি)

এনভায়রনমেন্টাল এণ্ড সোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ইএসএমএফ)

(পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো)

জানুয়ারি ২০১৯

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিলিফ, এমওডিএমআর)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, এলজিইডি)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপিএইচই)

সারসংক্ষেপ

২৫শে আগস্ট, ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হওয়া মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান চরম সহিংসতা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আনুমানিক ৭২০,০০০ মানুষকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এই গণপ্রস্থানের ফলে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যার (ডিআরপি) মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯,১৯,০০০ জন যা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বর্ধমান জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির সংকটগুলির মধ্যে অন্যতম। ৮৫% বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণ যূথবদ্ধ স্থানে বসবাস করছেন, ১৩% স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে যূথবদ্ধ স্থানে বসবাস করছেন, এবং ২% স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছেন। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা দুটোতে সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণ আশ্রয়গ্রহণ করেছেন এবং উভয় স্থানেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তুলনায় তিনগুণ।

প্রায় সকল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণকেই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করতে হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে কুতুপালংয়ের ‘বৃহদায়তনের আশ্রয়-শিবির’।এই আশ্রয়শিবিরটি বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়শিবির। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যা কক্সবাজারের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। জেলাটি ইতোমধ্যেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। অস্থায়ী ঘর বানিয়ে তারা মারাত্মক ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে অবকাঠামো খুব দুর্বল, মৌলিক সেবার প্রাপ্যতার ঘাটতি প্রকট, এবং ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি বিদ্যমান। ক্যাম্প স্থাপনের দরুন বনাঞ্চল দ্রুত ধ্বংস হয়েছে যার ফলে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ভূমিধ্বসের ঝুঁকি ও বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চল পরিস্কার করে প্রতিষ্ঠা করা কুতুপালং ক্যাম্প বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প হিসেবে বিবেচিত। ভুমিধ্বস ও বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ স্থানে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে স্থানান্তর করার কাজ চলমান, কিন্তু ভুমির অপ্রতুলতার দরুন সবচেয়ে ঝুঁকিপুর্ন পরিবারগুলিকে ও স্থানান্তর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বাস্তুচ্যুত মানুষের এই প্রবাহ বিদ্যমান অবকাঠামোর উপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করছে এবং তা ইতোপূর্বের সীমিত সম্পদের সামজিক সেবা বিতরণ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একইসাথে, কক্সবাজারের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন অভিবাসী প্রবাহের ফলে বিদ্যমান পানির পয়েন্টগুলিতে চাপ ২০ গুণ বেড়ে গেছে যার ফলে অনেকগুলি অতিব্যবহারের ফলে অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং একই সাথে পয়ঃবর্জ্য পরিস্কার করা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহস্থালীতে সংরক্ষিত পানির ৭০ শতাংশের বেশি দুষিত। সেখানে ডিপথেরিয়া, হাম এবং ডায়রিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে।নতুন অভিবাসী প্রবাহের ফলে জেলা হাসপাতাল ও দুটি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের আগমন ও ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে যা হাসপাতালগুলির সেবাদান প্রক্রিয়ায় চাপ সৃষ্টি করছে।

অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী টেকনাফ উপজেলার অধীনস্ত ৫টি ও উখিয়া উপজেলার অধীনস্ত ৬টি ইউনিয়নে বসবাস করছে, যেগুলি অধিকাংশই গ্রামীণ এলাকা। এছাড়াও, কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলাতেও কিছুসংখ্যক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রয়েছেন। টেকনাফ ও উখিয়া এই দুটি উপজেলাতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংখ্যায় স্থানীয় জনগণের তিনগুণ। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বসবাস করছে উখিয়াতে যেখানে রোহিঙ্গার সংখ্যা ৭০০,০০০। স্বল্প সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার এমন দ্রুত বৃদ্ধি অবকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবা কাঠামোর উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করেছে যা এই সংকট শুরু হওয়ার পূর্বেই নাজুক অবস্থায় ছিল।

প্রাথমিকভাবে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশ্ব ব্যাংক তার সহায়তাপুষ্ট চলমান কার্যক্রমগুলিকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় করছে। দুটি পৃথক চলমান কার্যক্রমকে অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে- চলমান ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্বাস্থ্য সেবা সহায়তা প্রকল্পে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক জুন ২৮, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়; এবং চলমান ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রিচিং আউট স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

একইসাথে আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগণ বা হোস্ট কম্যুনিটিকে চলমান আইডা(IDA) কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। আশ্রয় প্রদানকারী জনগণকে আইডা অপারেশনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম নিম্নরূপ - ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সহায়তা করছে, ৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মিউনিসিপাল গভর্নেন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) অংশগ্রহণকারী শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলির (ইউএলবি) মাধ্যমে পৌর প্রশাসন এবং শহুরে মৌলিক পরিষেবায় উন্নয়ন করছে, ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প (এলজিএসপি) ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যকার (ইউপি) আর্থিক স্থানান্তর ব্যবস্থাটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছে, এবং পৌরসভাগুলির মধ্যে পাইলট ভিত্তিক একটি আর্থিক স্থানান্তর ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে, এবং নতুন আইডা সহায়তা ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের টেকসই বন ও জীবিকা প্রকল্প (সুফল) বন ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সম্প্রদায়কে সহায়তা করছে এবং নির্ধারিত স্থানে বন-নির্ভর সম্প্রদায়গুলির জন্য জীবিকা সুবিধা বৃদ্ধি করছে। প্রস্তাবিত মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে উপরিল্লিখিত প্রকল্পগুলির পরিপূরক হবে।

পরিবেশগত এবং সামজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কাঠামো (ইএসএমএফ) এর যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান এবং ডিজাইনগুলি সুনির্দিষ্ট নয় এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী ইএসএমএফ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রকল্পের সুরক্ষা কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ইএসএমএফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও

ত্রাণ মন্ত্রণালয়,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের (ডিপিএইচই) কে পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ) পদ্ধতি পরিচালনে সহায়তা করা, প্রস্তাবিত উপ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ নির্দেশ করা, যদিও উপ-প্রকল্পসমূহের অবস্থান এবং ডিজাইন এখনো সুনির্দিষ্ট নয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আরো পরিবর্তন আসতে পারে । ইএসএমএফ প্রতিটি প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং এবং সেগুলোর পরিবেশগত শ্রেণী বা ক্যাটাগরী নির্ণয়, পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা সমূহ (যেমন, সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বা পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা) প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পের জন্য একটি পৃথক পূনর্বাসন নীতিমালা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এই ইএসএমএফ অবকাঠামো সম্পর্কিত প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য (পিডিও) অর্জন করা যায়। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা নীতি ৪.০১ অনুযায়ী পরিবেশগত শ্রেণীবিভাগ 'এ' এর অধীন এবং যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সাইট এবং অবস্থানগুলি এখনও সনাক্ত করা হয়নি, তাই একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) তৈরি করা প্রয়োজন। এই ইএসএমএফের মাধ্যমে, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রকল্পের নির্বাচন, প্রস্তুতি, নকশা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ের সমস্ত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করবে। ইএসএসএফ নথি অবশ্যই ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়িত হওয়ার আগে প্রস্তুত ও অনুমোদিত হতে হবে, এবং বাস্তবায়ন সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত হতে হবে।

প্রকল্পের বিবরণঃ

প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য (পিডিও) হচ্ছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির অভিগম্যতার উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা (রেসিলিয়েন্স) বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাকে আরোও শক্তিশালী করা।

ইএমসিআরপিতে নিম্নলিখিত কম্পোনেন্ট এবং উপ- কম্পোনেন্ট রয়েছে:

কম্পোনেন্ট ১ – মৌলিক সেবা, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী সাড়াদান কর্মসূচী এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধ শক্তিশালী করা

> উপ- কম্পোনেন্ট ১.কঃ স্থিতিশীল পানীয়-জল, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা
>
> উপ- কম্পোনেন্ট ১.খঃ মৌলিক সেবাসমূহ, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী/আপদকালীন সাড়াদান এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ

কম্পোনেন্ট ২ – সামাজিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ

> উপ- কম্পোনেন্ট ২.কঃ কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম
>
> উপ- কম্পোনেন্ট ২.খঃ কমিউনিটি ভিত্তিক ওয়ার্কফেয়ার কার্যক্রম

কম্পোনেন্ট ৩ - বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য পরিষেবা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

> উপ- কম্পোনেন্ট ৩.কঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, সেন্টার ইন চার্জ, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শক্তিশালীকরণ
>
> উপ- কম্পোনেন্ট ৩.খঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা পরিষেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

কম্পোনেন্ট ৪ – আকস্মিক জরুরী/আপদকালীন সাড়া দান সম্পর্কিত কম্পোনেন্ট

এই প্রকল্পের বহুখাতভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকল্পের উপকারভোগীদের পরিচয় অনেকটা জটিল। প্রকল্পটির উপকারভোগী হচ্ছে ইতোপূর্বে নিবন্ধিত ক্যাম্পের পাশে অনানুষ্ঠানিক ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ৯০০,০০০ রোহিঙ্গা। উখিয়ার কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্পের পাশে প্রায় ৭২০,০০০ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে, টেকনাফের নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্পের পাশে আশ্রয় নিয়েছে ১৩০,০০০ জন, এবং টেকনাফের তিনটি ছোট ক্যাম্পে ৫০,০০০ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা উপ-প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হবে। যদিও কিছু কার্যক্রম (যেমন- নলকূপ, পায়খানা) নির্ধারিত স্থানে হবে, তবে অন্যান্যগুলি হবে না (যেমন-প্রস্তাবিত স্থানান্তরযোগ্য নির্লবণিকরণ প্ল্যান্ট)। একইসাথে, যদি শুধু প্রত্যক্ষ প্রভাব বিবেচনা করা হয় তাহলে উপ-প্রকল্পের কিছু কার্যক্রমের এমন পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে যা বৃহত্তর প্রকল্প এলাকাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের নির্মাণ-পূর্ব, নির্মাণকালীন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর পর্যায়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় এনে প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

নীতিমালা, আইনি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, বিধি, কৌশল ও নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছেঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)
২. বন আইন (১৯২৭, সংশোধিত ১৯৯০ এবং ২০০০)
৩. জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা (১৯৯২)
৪. বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৪ সালে সংশোধিত)
৫. জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনইএমএপি, ১৯৯৫)
৬. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫)
৭. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর, ১৯৯৭)
৮. জাতীয় পানিসংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯)
৯. পরিবেশ আদালত আইন (২০০০, ২০১০ সালে পরিমার্জিত)
১০. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত)
১১. উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (সিজেডপিও) (২০০৫) এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬)
১২. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২)
১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২)
১৪. বাংলাদেশ পানি আইন (২০১৩)
১৫. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬)
১৬. বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭)
১৭. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭
১৮. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬
১৯. বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫

এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের নিম্নলিখিত সুরক্ষা নীতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- পরিবেশগত মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১)
- প্রাকৃতিক আবাসস্থল (ওপি/বিপি ৪.০৪)
- বন (ওপি/বিপি ৪.৩৬)
- ভৌত সংস্কৃতিক সম্পদ (ওপি/বিপি ৪.১১) এবং
- অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ওপি/বিপি০ ৪.১২)

উপ-প্রকল্পের শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের নিম্নোক্ত পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুসৃত হয়েছেঃ

১. সাধারণ পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা
২. নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ /উত্তোলন করার জন্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা
৩. পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিষয়ক পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা

বাংলাদেশ এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি স্বাক্ষর করেছে;

- রামসার কনভেনশন ১৯৭১
- ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন ১৯৭২
- বন্যপ্রাণী ও প্রাণিসম্পদ (সিআইটিইএস) ১৯৭৩ এর বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কনভেনশন
- ১৯৭৯ সালের বন্য প্রাণীদের পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণে কনভেনশন
- বায়ো ডাইভার্সিটি কনভেনশন (জীব বৈচিত্র্য সম্মেলন)১৯৯২

প্রত্যাশিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহঃ

উপরে বর্ণিত উপ-প্রকল্পে এর বিভিন্ন কার্যক্রম এর উপর ভিত্তি করে, নিম্নে উল্লেখিত প্রভাবগুলি ভৌত এবং জৈব পরিবেশে প্রত্যাশিত হতে পারে:

- শব্দ দূষণ এবং বিরক্তি উৎপাদন: যানবাহন, যন্ত্রাদি এবং সরঞ্জাম ব্যবহারের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পাইলিং বা ড্রিলিং অত্যধিক শব্দ সৃষ্টি করতে পারে যা প্রকল্পের কাছাকাছি মানুষের এবং প্রাণির বিরক্তির কারণ হতে পারে।
- বায়ু দূষণঃ ধুলা বা গ্যাসীয় নিঃসরণের মাধ্যমে বায়ু দূষণ ঘটতে পারে। গাড়ি চলাচল এবং ভূমি পরিস্কার দ্বারা সৃষ্ট ধুলা প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মাণ যানবাহন এবং মোটর চালিত সরঞ্জাম থেকে গ্যাস নির্গমন সাময়িকভাবে স্থানীয় বায়ুর মান প্রভাবিত করতে পারে। পায়খানা কিংবা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থা হতে উৎপন্ন দুর্গন্ধ এবং দূষণের ফলে পার্শ্ববর্তী জলাধার, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত বায়ু নির্গমনের ফলে পার্শ্ববর্তী প্রাণীকুলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ।
- মাটির উপর প্রভাবঃ রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থের অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও নিঃসরণ দ্বারা মৃত্তিকা দূষণ ঘটতে পারে। বর্জ্য উপকরণ (ফেকাল স্লাজ) ল্যাট্রিন; নির্মাণ সামগ্রী/স্থান; বাজার বর্জ্য ইত্যাদি থেকে নিঃসরণ হতে পারে। বর্জ্য পদার্থের প্রভাব পরিবেশের জন্য গুরুতরভাবে বিপদজনক হতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নিঃসৃত বর্জ্য অনুপযুক্তভাবে ব্যবস্থা এবং নিষ্পত্তি করা হলে মাটি দূষণ হতে পারে।
- কম্পন প্রভাবঃ ড্রিলিং, পাইলিং এবং ভারী যানবাহনের চলাচলের সময় কম্পন ঘটতে পারে। খাড়া ঢালের কাছাকাছি কম্পন ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে (বর্ষা মৌসুমে, এবং নির্মাণ স্থানে নির্মাণ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরেও)। নির্মাণ সাইট বা কাছাকাছি বন এলাকায় অত্যধিক কম্পন স্থানীয় প্রাণীকুলের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে ।
- ভূপৃষ্ঠের পানির উপর প্রভাবঃ পানির পরিমাণ বা মানের পরিবর্তনের কারণে ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইট থেকে অশোধিত এবং অপরিকল্পিতভাবে নিষ্কাশিত পানি আশেপাশের জলাধার দূষণ, জলীয় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে । এছাড়াও পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহার (উদাঃ মোবাইল ডেসিলিনেশন প্ল্যান্ট) উৎস জলাধার এর পানির প্রবাহকে পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়াও, প্রকল্প কার্যক্রম যেমন ব্রিজ এবং কালভার্ট নির্মাণ প্রাকৃতিক প্রবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মোবাইল ডেসিলিনেশন প্ল্যান্ট থেকে এবং অনুপযুক্তভাবে নির্মিত ল্যাট্রিনগুলি থেকে পানি বের হয়ে ভূপৃষ্ঠের পানির দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। নির্মাণ সাইট থেকে সঠিকভাবে বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা না হলে পানির দূষণ হতে পারে।
- ভূগর্ভস্থ পানির উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম এর কারণে ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পানি পানের উদ্দেশ্যে অত্যধিক পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির তলদেশে পানির স্তরের অবনমন ঘটতে পারে। এছাড়াও, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সাইট থেকে আসা বর্জ্য এর অনুপ্রবেশের কারনে জলীয় দূষণ হতে পারে।
- উদ্ভিদের উপর বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে গাছপালা সাফ করা, গাছ কাটা, ইত্যাদির মাধ্যমে।
- প্রাণির উপর বিরুপ প্রভাব আবাসস্থলের ক্ষতি বা ধ্বংসের মাধ্যমে ঘটতে পারে - ভূমি পরিষ্কার / রূপান্তর এবং / অথবা গাছ কাটার কারণে প্রাণির আবাসস্থল অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে ক্ষতি হতে পারে। সেতু/কালভার্ট নির্মাণের সময় নদীতীরস্থ এলাকা এবং জলীয় বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হতে পারে। উপ-প্রকল্প সাইট সঠিকভাবে নির্বাচিত না হলে মানুষের সাথে হাতির দ্বন্দ্ব হতে পারে।

সারণী ১ - সাব-প্রজেক্ট অনুযায়ী প্রত্যাশিত পরিবেশগত প্রভাব

পরিবেশগত উপাদান (ভৌত এবং জৈব)	সাব-প্রজেক্ট								
	পানি ও স্যানিটেশন			বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র			সংযোগ ও বহিষ্করণের জন্য ব্যবহার উপযোগী রাস্তা, সেতু, স্থানীয় বাজার, রাস্তার আলো এবং বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা		
	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর
শব্দ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
বায়ু দূষণ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
মাটি	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
কম্পন	✓			✓		✓	✓	✓	
ভূপৃষ্ঠের পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ভূগর্ভস্থ পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
উদ্ভিদ	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
প্রাণী	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

প্রকল্পের অধীনে সবগুলি ক্যাম্পে অবকাঠামো সেবা এবং পরিষেবা বিধানের উদ্দেশ্যে কিছু কাঠামোগত স্থানান্তর বা পুনঃনির্মাণ করা দরকার হতে পারে (এ সংখ্যা সীমিত এবং ক্যাম্পের কাছাকাছি বা আশেপাশে দ্রুত পুনঃনির্মাণ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ) । ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনও স্থাপনা ও আশ্রয়স্থলের স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিকভাবে সম্পন্ন হতে হবে (যথাযথ পরামর্শ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে) এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কাঠামোগুলি অন্যত্র স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই করতে হবে (তাঁবু, বাঁশের এবং প্লাস্টিকের শিটের কাঠামোগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা যায়)। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোন জমি অধিগ্রহন করা হবেনা। তবে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য রাস্তা/সেতু নির্মান ও পরিবর্ধন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের ফলে কিছু অস্থায়ী আবাসস্থল /স্কোয়াটার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। নির্মানকাজের সময় কিছু কৃষিজমি ও সম্পদেরও ক্ষতি হতে পারে। যদি নতুন জমির প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় প্রদান করা জমি গ্রহনের চেষ্টা করবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জমি না পাওয়া গেলে অ.পি. ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী জমি গ্রহন করা হবে। বিশেষতঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য (শস্য বিনষ্ট হলে, নির্মাণসামগ্রী পরিবহণ ও মজুতকরণ এর কারনে ক্ষতি প্রভৃতি) পূর্বসতর্কতা হিসেবে অ.পি. ৪.১২ ব্যবহার করা হবে।

সাব-প্রজেক্টের নির্মাণকাজ ধাপে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সহ প্রত্যাশিত সামাজিক প্রভাব সমূহ হচ্ছেঃ

- টয়লেট, পানির পাইপলাইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নির্মাণের জন্য ক্যাম্পের ভিতর তাবু বা আশ্রয় কেন্দ্রগুলি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা প্রয়োজন হতে পারে (তবে স্থানান্তর কেবল ক্যাম্পেরই ভিতরে অন্যত্র এবং পূর্বে শলাপরামর্শ করে এবং স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে)।
- ক্যাম্পের ভিতরে এবং পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে ক্ষুদ্র পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণের সময়ে কিছু বসতবাড়িতে এর প্রভাব পড়তে পারে।
- ক্যাম্পে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণে ক্যাম্প এরিয়ার বাইরে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে।
- নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে অস্থায়ীভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।
- পরিস্থিতি বিবেচনায় রোহিঙ্গারা অরক্ষিত জনগোষ্ঠী। কিন্তু তাদের মধ্যেও নারী, শিশু, এতিম, আহত ও অক্ষম প্রভৃতি ব্যক্তিশ্রেণী আরো বেশী অরক্ষিত। তুলনামূলক অধিক অরক্ষিত এই সকল মানুষের উপর এই প্রকল্পের প্রভাব পূর্ণরূপে নির্ণয় ও নিরসনের ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তাদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এর কার্যক্রমের প্রভাব পড়তে পারে।
- শব্দদূষণঃ প্রজেক্টের প্রভাবিত এলাকায় অতিরিক্ত শব্দদূষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী/রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং নির্মাণশ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।
- লিঙ্গবৈষোম্যের প্রভাব সতর্কতার সাথে নির্ণয় করা প্রয়োজন।
- নির্মাণস্থলের এলাকায় বিভিন্ন নির্মাণকাজ ও ভারি যানবাহনের চলাচলের ফলে দূর্ঘটনাবশত হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে।
- ভারি যানবাহনের চলাচলের ফলে প্রকল্প এলাকায় স্বাভাবিক যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
- নির্মাণস্থলে উচ্চ শব্দের ফলে নির্মাণকর্মীদের শ্রবণের ক্ষতি হতে পারে।
- কর্মক্ষেত্রের অনিরাপদ অবস্থা নির্মাণকর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।
- দুষিত পানি ও অস্বাস্থ্যকর শৌচব্যবস্থা কর্মীদের রোগ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।
- নির্মানস্থল হতে/নির্মানস্থলের দিকে ভারী যানবাহনের চলাচলের ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও সঠিক নির্দেশক/ নির্দেশনা সাইন ও পরিবেষ্টনী না থাকলে জনসাধারণ বা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকজন নির্মাণস্থলে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং এর ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

অপারেশন/ পরিচালন ধাপে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য প্রভাব সমূহঃ

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্টসমূহ বৃহৎ পরিমাণে বিস্ফোরক ও বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে; ক্রটিপূর্ণ নকশা, উপকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ফলে অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ অথবা শ্বাসরোধের ঝুঁকি থাকে। প্লান্টে কোন দূর্ঘটনা ঘটলে মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে।
- পায়খানা ও নির্লবণীকরণ প্ল্যান্টসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের সময় এগুলির অনিরাপদ অবস্থা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে বিস্ফোরক অথবা বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়ে পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে আগুন, বিস্ফোরণ, হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে এবং/অথবা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে।
- পায়খানা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর অবশেষ এবং নির্লবণীকরণ প্লান্টের উদ্ভুত আবর্জনা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রস্তাবিত সাব-প্রজেক্টসমূহ যাতে কোন সৌন্দর্যমন্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক, স্থাপত্যশৈলির নিদর্শন, ঐতিহ্যমন্ডিত, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থান বা স্থাপনার উপর কোনরূপ প্রভাব না ফেলে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন স্থানের নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, স্থাপত্য, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক কোনো তাৎপর্য নেই বা প্রকল্প স্থান বিশেষভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, প্রকল্প এলাকা স্থানীয় সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপুর্ণ স্থান (যেমন পবিত্র স্থান, কবরস্থান) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের কাছাকাছি হওয়ার (এখনও

অন্বেষণযোগ্য) সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, সুযোগ-সন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত (পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

বাছাইকরণ এবং ঝুঁকির প্রভাব হ্রাসকরণ

প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রাথমিকভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। বাছাইকরনের লক্ষ্যগুলি হল - (১) সামাজিক ও পরিবেশগত বিরুপ প্রভাবগুলি এবং উপ-প্রকল্পের ঝুঁকিগুলি প্রদর্শন করা; এবং (২) নিরীক্ষণ ব্যবস্থা নির্ধারন, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুরক্ষার ব্যবস্থা বাছাইকরনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা। বাছাইকরণ প্রক্রিয়াটি গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহনযোগ্য উপ-প্রকল্প সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব একটি চেকলিস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে করা হবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক যাচাই ফর্ম পরিশিষ্ট ২ এ দ্রষ্টব্য।

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এর এই অধ্যায়ে উপ-প্রকল্পগুলির বিরুপ প্রভাব হ্রাস পদ্ধতির বর্ণনা এবং সম্ভাব্য প্রকল্প সুবিধাগুলি বাড়ানোর জন্য কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায়ের সর্বশেষ উপ-ধারাতে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে ঠিকাদারদের বিভিন্ন ভূমিকা এবং দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সারণী ২ - বাছাইকরণ পদ্ধতি, দায়িত্ব এবং সময়কাল

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ (পরিশিষ্ট ১ এ প্রদত্ত ফর্ম)	বাস্তবায়ন সংস্থা (পিআইইউ) এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ফর্ম পূরণ করবে।	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য স্থানসমূহ সনাক্ত করার পরে
উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব বাছাইকরণ (পরিশিষ্ট ২ এ প্রদত্ত ফর্ম)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এবং পিআইইউ (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) প্রকল্প-স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়/রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এর সাথে পরামর্শ সভা এবং প্রকল্প-স্থানে কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থার সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার রিপোর্ট প্রস্তুত করবে পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান । বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষা দল ফলাফলের নমুনা পর্যালোচনা করবে, বিশেষত এমন সব উপ-প্রকল্পের জন্য যাতে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন/পরিকল্পনা প্রয়োজন।	উপ-প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য অবস্থানগুলি চিহ্নিত করার ২ সপ্তাহের মধ্যে
উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ(যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এবং পিআইইউ (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) উপ-প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা মূল্যায়ন করবে (যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার নমুনা পর্যালোচনা করবে।	প্রভাব বাছাইকরনের ১ সপ্তাহের মধ্যে
উপ-প্রকল্পগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, ইত্যাদি) - যেখানে বিস্তারিত পরিবেশগত ও সামাজিক গবেষণা দরকার (পরিশিষ্ট ৩, ৪ , ৫ এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান এবং পিআইইউ (পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, এবং পরামর্শকগণ) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রকল্পের বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত প্রভাব এবং মানুষ হাতি দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা (লিঙ্গ ভিত্তিক সনহিংসতা, বৃদ্ধ, শিশু, অনাথ, অক্ষম ব্যক্তিদের, ও অন্যান্য চিহ্নিত দুর্বলতার জন্য	ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা নির্ধারণের ১ সপ্তাহের মধ্যে, কোনও দরপত্র নথি জারি, চুক্তি স্বাক্ষর, বা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
	ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন) প্রয়োজনীয় কিনা সে সিদ্ধান্ত নিবে। নির্দিষ্ট সুরক্ষা পরিকল্পনা- পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা এর সাথে সংযুক্ত টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে।বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল সুরক্ষা বিষয়ক নথিগুলি পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করবে।	
প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ঠিকাদাররা যাচাই বাছাই ফর্ম এবং অন্যান্য সুরক্ষা নথির ভিত্তিতে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা/পদ্ধতি প্রস্তুত করবে যা পিআইইউ এবং ঠিকাদারের মধ্যে আইনি চুক্তির অংশ হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময়
পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্টিং	পিআইইউ পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা / ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা / পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করবে।পিআইইউ মাসিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময় নিয়মিতভাবে

উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজ যাথাযথভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বাছাইকরণ প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়ে করতে হবে যখন উপ-প্রকল্পের জন্য মোটামুটিভাবে সঠিক অবস্থানগুলি সনাক্ত হয়ে যাবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ ফর্মটি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাবগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসনে নির্দেশনা দেয়। পরিশিষ্ট ১ এবং ২ এ প্রদত্ত ফর্ম উপ-প্রকল্প স্থান অনুসন্ধানের সময় যাচাই করা বিষয়গুলি সনাক্ত করতে এবং পরবর্তী পর্যায়গুলিতে পরিচালিত হওয়া পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি, পরিমাণ এবং সময় সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে সহায়তা করবে। এটি প্রকল্পের শুরুতে ঝুঁকি নিরসন/এড়ানোর সুযোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করবে, যা একই সঙ্গে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন নকশা প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে ।

যাচাই বাছাইকরণ ফর্ম প্রয়োজন সাপেক্ষে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং অনুমোদন (যদি থাকে) প্রাপ্তির সময়সীমা নিরুপন করতে সহায়তা করবে। যদি আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন (যেমন ইএসআইএ, ইএসএমপি, আরএ পি, আআর পি ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় (উচ্চ ঝুঁকি উপ-প্রকল্পগুলির জন্য), সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এর (পরিশিষ্ট ৪ এবং ৫) এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে। যদি বাছাইকরণ ফলাফল নির্দেশ করে যে একটি বিশেষ উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ কম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে পরিশিষ্ট ২ (পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা বাছাইকরণ সারাংশ) অনুযায়ী নিরসন ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই প্রকল্পে একটি ঝুঁকি নিরসন অনুক্রম অনুসরণ করতে হবে। ঝুঁকি নিরসন অনুক্রম এর প্রথম ধাপে উপ-প্রকল্পটি সনাক্ত করা বা এটি এমনভাবে নকশা করা যাতে বিরুপ প্রভাবগুলি এড়ানো সম্ভব হয়। তথাপি, কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে এই প্রকল্প পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলিতে বা স্থানগুলির কাছাকাছি এবং ঝুঁকিপ্রবণ সম্প্রদায়গুলির এলাকায় বাস্তবায়ন হবে, তাই প্রকল্পের ঝুঁকি এবং বিরুপ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়। অতএব, অনুক্রমের দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন বিকল্প নকশা বিবেচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলিকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখতে হবে। যখন কোনও নকশাতে সমাধান পাওয়া যাবে না এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বা প্রভাব উল্লেখযোগ্য, তখন অনুক্রমের তৃতীয় স্তম্ভ অনুসারে সম্ভাব্য এবং প্রয়োজনীয় নিরসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করবে। প্রস্তাবিত নিরসন ব্যবস্থা এই পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এর অধ্যায় ৮ এ নির্দেশিকারুপে দ্রষ্টব্য । ঝুঁকি পরিমাপক অনুক্রমে চূড়ান্ত ধাপটিতে যে কোন অদৃষ্টপূর্ব ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রায়োগিকভাবে এবং আর্থিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। এটা ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে পারে বা অন্য কোনো স্থানে একই রকম পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি ও উন্নয়নের (বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা) মাধ্যমে করা যেতে পারে। ঝুঁকি নিরসন পদক্ষেপের ব্যয় এবং বর্ধিতকরণ ব্যবস্থার প্রত্যাশিত খরচ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। একই সাথে, এই বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে এর উপকারগুলি উপলব্ধ হচ্ছে সেটার যথাযথ নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাজেটে পর্যবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং বিরুপ প্রভাব কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার এই প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তারা শুধুমাত্র তাদের কর্মীদের জন্য নয় বরং আশেপাশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ঠিকাদারের ভূমিকা এবং দায়িত্ব দরপত্র প্রস্তুতির পর্যায়ে শুরু হবে এবং সমস্ত পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে, যা নির্মাণ পর্যায়ের পরেও বিদ্যমান থাকতে পারে।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ উল্লেখযোগ্য এবং অপ্রচলিত ভাবে পরিবেশের ক্ষতির কারণ হবে না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ঠিকাদারের। বাছাইকরণ ফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে উল্লেখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং যথাযথভার পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাক নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে যখন ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া, গাছপালা অপসারণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যেমন নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জরুরী প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি প্রস্তুত করা ঠিকাদারের দায়িত্ব। এছাড়া, সকল শ্রমিককে যথাযথ পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল স্থানে/এর কাছাকাছি বাস্তবায়ন হবে এমন উপ-প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন এনভায়রনমেন্টাল সুপারভাইজার (ওএইচএস দিকগুলিও দেখভাল করবে) নিয়োজিত থাকতে হবে।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদারদের জন্যও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হবে।

সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব হ্রাস করার জন্য ঠিকাদারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে। প্রকল্পস্থল এর কাছাকাছি বসবাসকারী এবং কর্মরত সম্প্রদায়ের অসুবিধা নিরসন করার জন্য ঠিকাদার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়াও, ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এর মধ্যে তাদের কাজ/শ্রমের বিষয়ে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সুযোগ তৈরী হবে না । উপযুক্ততা সাপেক্ষে ঠিকাদার প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে স্থানীয় লোকেদের নিয়োগের চেষ্টা করবে। ঠিকাদার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং প্রকল্প স্থানে/এর আশেপাশের জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ। প্রকল্প এলাকায় সব সময় সঠিক সাইনেজ এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবহার করতে ঠিকাদার বাধ্য থাকবে।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদারদের জন্যও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হবে।

ঠিকাদার পিআইইউর সক্রিয় সহায়তায় অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াটির কার্যকরীতা নিশ্চিত করবে, যাতে সম্ভাব্য বিরোধ এড়ানো সম্ভব হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দাবিগুলি সঠিকভাবে সমাধান করা হয়। ঠিকাদারের ফোকাল পয়েন্টকে জিআরএম এর উপর প্রশিক্ষিত হতে হবে। আরও বিস্তারিত বিভাগ ৭.২ এ প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাম্প অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, লিঙ্গ ভিত্তিক, অক্ষমতা, অনাথ এবং অরক্ষিত শিশু, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক) একটি বিপন্নতা সংক্রান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার সমস্যাগুলি (ধর্ষণ, পাচার, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি) মূলধারার কার্যক্রমের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কাজ হিসাবে প্রকল্পটির আওতাধীন করা হয়েছে। এছাড়াও, ডিআরপিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত অন্য দুটি প্রকল্পের অধীনে একই রকম মূল্যায়ন করা হচ্ছে; এই মূল্যায়নগুলি প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহৃত হবে।

পিআইইউকে দরপত্র নথি এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি বিল অফ কোয়ান্টিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই বাছাই ফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো দরপত্র নথিগুলিতে সরবরাহ করতে হবে যাতে বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক খরচ প্রস্তাব সুনিদৃষ্ট থাকবে। এটি বাস্তবসম্মত দরপত্র প্রস্তুত করতে ঠিকাদারদের সহায়তা করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অযথা সময় বিলম্ব এবং আলোচনার সময় কমিয়ে দেবে।উদাহরণস্বরূপ দরপত্রে যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, প্রভৃতি;
- নির্মাণ কাজে সৃষ্ট বর্জ্যের নিরাপদ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা খরচ ;
- নিরসন ব্যবস্থার খরচ (সাইট রান-অফ ব্যবস্থাপনা; ধুলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; ইত্যাদি);
- নিয়মিত শব্দ, বায়ু মান, জলমান এবং মাটির মানের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত খরচ;
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন (পিপিই, নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি);
- সেফগার্ড ফোকাল পয়েন্ট ও ওএইচএস ফোকাল পয়েন্ট এর নিয়োগ সম্পর্কিত খরচ; এবং
  ঠিকাদার এবং তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

অংশীদার সম্পৃক্তকরণ এবং পরামর্শ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া:

সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রকল্পের ধরন বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেহেতু এই প্রকল্পের ৪ টি কম্পোনেন্ট আছে এবং এর বাস্তবায়ন সংস্থাগুলি ভিন্ন, তাই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পিআইইউর সাথে অন্ত:যোগাযোগ উন্নয়ন করাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের নির্ঝঞ্ঝাট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে অংশীদারদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকল্পের কাজের মধ্যে ছোট পরিসরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রবেশ রাস্তা নির্মাণ, দুর্যোগের আশ্রয়স্থল নির্মাণ, ওয়াশ (WASH) ইন্টারভেনশন, জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস সম্পর্কিত কর্মকান্ড ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত।এসবনির্মাণ করার উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগুনের বিপদ থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বা বিপদাপন্নতা হ্রাস করা, রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় কমিউনিটির নিকট মৌলিক নাগরিক সুবিধা সরবরাহ করা এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসা।

প্রকল্পের পুরো সময় ব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে এবং উপপ্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকে কমিউনিটির লোকজন বা অংশীদারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে। মূলত: সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা, সামাজিক (এবং পরিবেশগত) যাচাইকরণ, স্বেচ্ছায় জমি প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়ন, প্রভাব নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাথেই অধিকতর আনুষ্ঠানিক পরামর্শ গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপের সাথে আলোচনা, এবং স্থানীয় প্রাজ্ঞ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়াদি শুরু হবে। পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের সব লোকের কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে প্রকল্পের সাথে যাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে এরূপ সুনির্দিষ্ট গ্রুপের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে।

সুরক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের মূল অংশীদারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা যেসব লোক/কমিউনিটি সরাসরি প্রভাবিত;
- প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা প্রকল্পের প্রভাব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেসব লোক/কমিউনিটি/সংগঠন পরোক্ষভাবে প্রভাবিত;
- স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে);
- সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহ: পরিবেশ ও বন অধিদপ্তর
- উন্নয়ন অংশীদার;
- স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক যে সকল এনজিও স্থানীয় কমিউনিটি/বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে কয়েকটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে। এই স্টেইকহোল্ডারের মধ্যে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, উন্নয়ন অংশীদার, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন , বাংলাদেশ সরকার, ইন্টার সেক্টর কোওর্ডিনেশিন গ্রুপ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে হওয়া পরামর্শ সভার ভিত্তিতে একটি 'পরামর্শ ও যোগাযোগ কৌশল' প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে পরামর্শের সময় সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আওতা এবং তাৎপর্য, আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং সেইসাথে খাস এবং অন্যান্য সরকারি জমির ব্যবহারকারী এবং ব্যক্তিগত ভূমি মালিকদের উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব।
- নির্মাণ কাজ চলার সময় ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কোন ধরনের ভূমি অধিগ্রহণ চলবে না। যদি হোস্ট কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জমি ব্যবহার করতে দেয় কিনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সে মর্মে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের বিষয়টি ভূমির মালিক এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে কার্যকর হবে। যদি হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে, অপি ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন – ২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারে। যদি কমিউনিটির কারো কাছ থেকে জমি নিতে হয়, তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট অবশ্যই উক্ত জমি ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ করবে।
- নেতিবাচক প্রভাবগুলি কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এর মতামত সংগ্রহ করা; এবং এজন্য স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী, প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি, যেমন বাংলাদেশ সরকার , বিশ্বব্যাংক, পরামর্শদাতা ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির অধিকার এবং দায়িত্বগুলি নিরুপণ করা ।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সহায়তার জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের স্থান এবং কার্যক্রমের সাথে সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব এবং তাদের উত্সগুলি নিরুপন।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি, অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিকার কমিটি এবং তার সদস্যপদ ও গঠন, কার্যাবলী এবং সীমাবদ্ধতা এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাতে হবে। এই অভিযোগ নিরসন কমিটি স্থানীয় এবং প্রকল্প উভয় পর্যায়েই গঠন করা হবে।

- প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়েই চিহ্নিত করা সম্ভব হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্থানীয় নারী, রোহিঙ্গা নারী, ও অন্যান্য ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর সাথে প্রয়োজন সাপেক্ষে পৃথক আলোচনায় মিলিত হবে। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় মহিলাদের এবং রোহিঙ্গা নারীদের কল্যাণের জন্য কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাবনার অন্বেষণ করা।

চারটি কম্পোনেন্টের জন্যই গৃহীত অভিযোগসমূহের সময়মত ও সন্তোষজনক পদ্ধতিতে সমাধানের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কম্পোনেন্ট ৩ এর অধীনে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার এবং নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করা হবে। নিম্নলিখিত পরিচালনা নীতি মালার অধীনে জিআরএম বাস্তবায়ন করা হবেঃ (১) প্রাপ্ত সকল অভিযোগ রেকর্ড করা হবে; (২) অভিযোগকারীদের অভিযোগের সমাধান সম্পর্কে অবগত করতে হবে; এবং (৩) সমস্ত অভিযোগ নিরসন পর্যন্ত বা পাল্টা-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করতে হবে। এই জিআরএমটি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা হবে ক্যাম্পের ভেতরে ঝুকিপূর্ণ এবং নাজুক পরিবেশে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ করে নারী ও কিশোরী মেয়েদের জন্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার হয়েছে এবং এখনো লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এই জিআরএম এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে সমঝোতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব অভিযোগের সমাধান করা এবং যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী বিবেচনার জন্য স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এবং স্থানীয় লোকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করা হবে এবং অভিযোগের প্রতিকার পদ্ধতি বিস্তারিত এবং কার্যকর রূপে তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হবে। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার মধ্যে চারটি ধাপ অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগগুলি প্রথম দুই ধাপের মধ্যে সমাধা করে ফেলা হতে পারে।

প্রথম স্তর (কেমিউনিটি এবং ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ পেশ): অভিযোগ সমাধানের প্রথম এবং সহজ মাধ্যম হলো ক্যাম্প বা কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা। কম্পোনেন্ট ১ ও ২ এর অধীনস্থ ক্ষোভ ও অভিযোগগুলি এই ধাপে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী প্রথম ধাপে ক্ষোভ জানানোর ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

১. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা (ডিআরপি) কর্তৃক অভিযোগ: রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিযোগসমূহ লিখিত কিংবা মৌখিক উভয়প্রকারেই দাখিলের জন্য মাঠপর্যায়ে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে।মাঠ পর্যায়ের ডিআরপি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি ও কর্মধাপগুলি শেখানো হবে। সব স্বেচ্ছাসেবককে রোহিঙ্গা ভাষা ও বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে হবে। অভিযোগ লেখা এবং নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে। এ বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষায়িত সংস্থার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করা হবে । প্রতিটি গ্রুপে অন্তত ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী থাকবে। অভিযোগ গ্রহণ, সমাধা করা এবং রেকর্ড করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ ৩০০ থেকে ৫০০ ডিআরপি পরিবারকে সহযোগিতা করবে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগ সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে।

২. হোস্ট কমিউনিটি কর্তৃক অভিযোগ: ক্যাম্পের বাইরে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এবং এলজিইডি ও এর ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে হোস্ট কমিউনিটি থেকেও অভিযোগ উঠতে পারে। বিশেষায়িত সংস্থার অভিযোগ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও/এনজিওর প্রতিনিধি (যদি থাকে), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর / জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট এবং তাদের প্রতিনিধির নিকট এসব অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগগুলি সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) অবস্থান/সংঘটনের স্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

দ্বিতীয় স্তরের জিআরএম (ক্যাম্প পর্যায়ে): স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তাহলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিশেষায়িত সংস্থার এ সম্পর্কিত ফোকাল পয়েন্ট ক্যাম্প পর্যায়ের ক্ষোভ প্রতিকার/প্রশমন কমিটির নিকট সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জানাবেন। এই কমিটির প্রধান থাকবেন ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি)। মাঝিগন(রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতা), সংশ্লিষ্ট রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনে বিশেষায়িত সংস্থার দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট -এর সদস্যরা এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন। অভিযোগের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী প্রযোজ্য ব্যক্তিকে এই কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিকপক্ষ থেকে যদি কোন অভিযোগ জানানো হয়, তাহলে শুনানির সময় ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে ডাকা হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষোভের প্রতিকার করা হবে এবং ফোকাল পারসন পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু সহ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং ক্ষোভ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অভিযোগ প্রক্রিয়া সহজতর করতে একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি হটলাইন চালু করা হবে। সিআইসি অফিস সময়ে সময়ে অভিযোগগুলি একীভূত করবেন এবং তা নথিভুক্ত করবেন। প্রতিটি ক্যাম্পে একটি ক্যাম্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন করা হবে। প্রতিটি অভিযোগ পর্যালোচনা এবং সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উক্ত কমিটি দায়ী থাকবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট অধিকতর বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। স্থানীয় পর্যায়ে হোস্ট কমিউনিটির অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে, পরিবেশ/সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) এলজিইডি কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলীল অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের জিআরসি - এর নিকট উক্ত অভিযোগ তুলে ধরবে। ডিপিএইচইর হস্তক্ষেপের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অমীমাংসিত অভিযোগগুলি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হস্তান্তর

করা হবে। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অভিযোগ প্রতিকার কমিটির (জিআরসি) আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করবেন । হোস্ট কম্যুনিটির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের পাশাপাশি অন্য স্টেইকহোল্ডার, যেমন: স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা দল (পরামর্শক), এবং সুশীল সমাজের সদস্য নির্বাচন করা হবে। সেফগার্ড/ সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) সংঘটনের স্থান /অবস্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি। জিআরসির গঠন এবং এর সদস্যপদ নিচের নিয়মে হবে:

আহবায়ক	নির্বাহী প্রকৌশলী
সদস্য সচিব	এনভাইরনমেন্ট/সোশ্যাল সেইফগার্ড স্পেশালিস্ট (পিআইইউ)
সদস্য	স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রতিনিধি
	এনভাইরনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল টিম (ইএসটি) কনসালটেন্টের প্রতিনিধি
	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি

তৃতীয় স্তর (জেলা পর্যায়- আরআরআরসি জিআরসি): ক্যাম্প পর্যায় বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পিআইইউ ক্ষোভ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ অনুসরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ লিখে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়ের 'অভিযোগ প্রতিকার কমিটি'-র নিকট তা জানাবে। এই কমিটি অভিযোগ বিবেচনা করে দেখার পরে উপ প্রকল্প পরিচালক, সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শক, কর্মসূচি পরামর্শক এবং অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত পরামর্শকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে উক্ত অভিযোগ সমাধান করবেন। আরআরআরসির অফিসে কোন কমিটি থাকলে এই কমিটি তার সহায়তা নিবে এবং প্রয়োজন হলে আরআরআরসি, জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর প্রতিনিধিদেরকে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সম্পৃক্ত করবে। পর্যালোচনা এবং নিষ্পত্তির জন্য এই কমিটি জেলা পর্যায়ে গঠন করা হবে। অভিযোগের মামলাগুলি নিবন্ধিত করা এবং ফলো-আপ করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার ভিত্তিক সিস্টেম উন্নয়ন করা হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। আকস্মিক সংকটের ক্ষেত্রে বিকল্প উপায় হিসেবে এই ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। জিআরএম পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, অভিযোগের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং তা সমাধা করার জন্য কয়েকটি অভিযোগ ক্যাটাগরি ঠিক করা হবে। এর মধ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত অভিযোগ, সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ এবং সে মর্মে প্রত্যুত্তর দানের জন্য সফ্টওয়্যার ভিত্তিক হটলাইন ব্যবহার করা হবে।

চতুর্থ স্তর (জাতীয় পর্যায়): জেলা পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে উক্ত অভিযোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর নিকট, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর নিকট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর প্রতিটি সংস্থা তাদের কাছে বিদ্যমান অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা অনুসারে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ সমাধা করার ব্যবস্থা করবেন। স্তর ১ থেকে ৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণী শুনানিতে উত্থাপন করতে হবে। শুনানি এবং প্রামাণিক দলিলের উপর ভিত্তি করে কমিটি উক্ত অভিযোগগুলি সমাধা করবেন। অধিকন্তু, শ্রম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আসলে শ্রমিকরা সরাসরি ঠিকাদারদের নিকট তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে ঠিকাদাররা শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। শ্রমিক, ডিআরপি এবং হোস্ট কমিউনিটি সরাসরি যে কোন স্তরে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

তাছাড়া যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনে করে যে, তারা বিশ্ব ব্যাংক সমর্থিত বা পরিচালিত প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তারা প্রকল্প পর্যায়ে বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা বিশ্ব ব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার সার্ভিস (জিআরএস) ব্যবহার করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। জিআরএস -এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা কমিউনিটি বিশ্ব ব্যাংকের স্বাধীন অনুসন্ধানী প্যানেল এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম এবং কর্মধাপ অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বা ক্ষতি হতে পারে কিনা তা এই প্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের নজরে কোন বিষয় আনার পরে এবং ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার পর যে কোন সময় অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) সম্পর্কিত নীতিমালা:

বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয়ে ইএসএমএফ'র নির্দেশনা রয়েছে। নিম্ন থেকে মাঝারি মাত্রার ঝুঁকির উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে অথবা পরবর্তী ধাপের এসেস্মেন্ট বা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দরকার হয় এরূপ উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থার নিরিখে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এসব নির্দেশিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ধাপের (প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রত্যাহারকালীন সময়ে) কার্যাবলীর উপর ইএসএমপি দৃষ্টি

নিবদ্ধ করে। প্রকল্পের প্রভাব যাতে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা যায় সে বিষয়টি ইএসএমপি নিশ্চিত করে। তাই প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব অঞ্চলের পরিবেশগত মান উন্নয়ন বা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে পূর্বের সকল বিশ্লেষণ ব্যবহার করার বিষয়টি ইএসএমপি নিশ্চিত করবে।

ইএসএমপিতে সুনির্দিষ্টভাবে, স্পষ্টতঃই এবং সংক্ষেপে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের সময় নেতিবাচক প্রভাবগুলি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের পরিবেশগত ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যকলাপ পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা ইএসএমপি এর উদ্দেশ্য। যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটি উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, তা নিম্নরূপ:

১. সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবসমূহ সনাক্তপূর্বক গৃহীতব্য প্রশমন ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করা, যা বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং একইসাথে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের (যেমন: নির্মাণপূর্ব, নির্মাণকালীন, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং হস্তান্তর) কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ।

২. ইতিবাচক প্রভাবের জন্য উন্নত পরিকল্পনা

৩. সূচক, প্রক্রিয়া, ফ্রিকোয়েন্সি, এবং অবস্থানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

৪. উল্লেখিত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ

৫. প্রতিটি কার্যক্রম এবং প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

৬. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য বাস্তবায়ন সময়সূচীর সমন্বয় সাধন

৭. পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলির সমাধানসম্বলিত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পদ্ধতি।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণিক ব্যবস্থাপনা

এ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য সরকারের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার, সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (এমওএলজিআরডিএবংসি) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর)।

প্রকল্পটি তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর - ডিপিএইচই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় - এমও ডি এমআর) বাস্তবায়ন করবে। সমস্ত কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) দ্বারা সমন্বয় করা হবে। প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন কাঠামোটি সরকারি সংস্থাগুলির ম্যান্ডেট এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সাহায্য ও সমন্বয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সরকারি সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরীণ ফিডুশিয়ারি ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে সবচেয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে, পিআইইউ তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) কাছে রিপোর্ট করবে। একটি পিএসসির সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব / সচিব, এলজিডি, এমওএলজিআরডিএবংসি এবং আরেকটি পিএসসির সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব / সচিব এমওডিএমআর। প্রতিটি পিআইইউ প্রতিনিধিরা পিএসসির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

ডিপিএইচই কম্পোনেন্ট ১-ক এবং কম্পোনেন্ট ৩-খ অংশের বাস্তবায়নকারী সংস্থা। ডিপিএইচই পিআইইউতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক এবং একজন উপ- প্রকল্প পরিচালক থাকবেন।

এলজিইডি কম্পোনেন্ট ১-খ এবং কম্পোনেন্ট ৩-খ অংশের বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে, এলজিইডি ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে । এলজিইডি সম্মত হয়েছে যে বিদ্যমান এমডিএসপি প্রকল্প পরিচালক হবে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক। বর্তমান এমডিএসপি পিআইইউ এবং প্রকিউরমেন্ট প্যানেল প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এমডিএসপির সফল বাস্তবায়নে কোনও প্রভাব ফেলবে না। প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান এমডিএসপি পিআইইউকে শক্তিশালী করা হবে। এমডিএসপি এবং এই প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পৃথক উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) থাকবে।

এমওডিএমআর কম্পোনেন্ট ২ এবং ৩ ক জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার জন্য যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার একজন প্রকল্প পরিচালক, এবং দুইজন ডিপিডি নিয়োগ করা হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করার জন্য উদ্বাস্তু সেল এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে একটি পিআইইউ স্থাপন করা হবে।

একটি দক্ষ বিশষায়িত সংস্থা রেফিউজি সেল এবং তার মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধি – ক্যাম্প ইন চার্জ ও শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারকে (আরআরআরসি) প্রাত্যহিক সমন্বয় ও পরিচালনা করার জন্য এই কম্পোনেন্টের অধীনে সহায়তা করবে।

এই ইএসএমএফ এ একটি পর্যবেক্ষণ কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ কাঠামোর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের পুরোটা সময় জুড়েই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির যেকোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিকূলতা প্রতিরোধ, হ্রাস করা এবং যেখানে সম্ভব সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব নিরসনে কার্যকর সমতাবিধান করার যে সকল উপায়সমূহ নির্দেশিত হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ।

পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ ফলাফল সংরক্ষণের জন্য পিএসসির সহায়তায় পিআইইউ দ্বারা একটি ডাটাবেস বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। এটি নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তালিকাকারে সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে তৈরি করতে সক্ষম হবে:

- নমুনা সংগ্রহের স্থান;
- নমুনা সংগ্রহে তারিখ এবং সময়;
- পরীক্ষার ফলাফল;
- নিয়ন্ত্রণ সীমা;
- কর্মসীমা- নিয়ন্ত্রণসীমা লঙ্ঘন প্রতিরোধে যে পর্যন্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত ; এবং
- নিয়ন্ত্রণসীমার কোনো লঙ্ঘন ঘটলে তার ব্যাখ্যা, যদি থাকে। ।

নিরীক্ষণের তথ্য পিআইইউ প্রতিনিয়ত যাচাই করবে, যাতে এটি অযাচাইকৃত তথ্যসংরক্ষণ এড়াতে পারে। পিআইইউ পর্যবেক্ষণের তথ্য নিয়মিতভাবে প্রক্রিয়া করবে, যাতে কোন অননুমোদিত তথ্য তৈরি না হয়। পিআইইউ মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে; এবং পিএসসি বরাবর জামা দিবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণগুলি ইএসএমএফ এবং পরবর্তী ইএসআইএ এবং ইএসএমপি এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে বুঝতে এবং প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে সকল প্রকল্প কর্মীদের দ্বারা যেন অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। পিআইইউ প্রকল্পের সকল কর্মীদের পিএসসি র সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তা নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের শুরু হওয়ার আগেই পরিবেশ ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে। প্রশিক্ষণটি এলজিইডি, ডিপিএইচই, এমওডিএমআর কর্মীদের, নির্মাণ ঠিকাদার, এবং প্রকল্পে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মীদের প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্মকর্তা থেকে দক্ষ এবং অদক্ষ সকল শ্রেণীর সকল কর্মীদের প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা এবং ইএসএমএফ, ইএসআইএ (যেখানে প্রাসঙ্গিক) এবং ইএসএমপি এর প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত প্রকল্প কর্মীদের প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং লিঙ্গভিত্তিক বিষয়সমূহের প্রতি সংবেদনশীল করতে বিশেষ জোর দেয়া হবে। সারণী ৯.৩ এ পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিকগুলির সারসংক্ষেপ দ্রষ্টব্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিএসসি/পিআইইউ পরিকল্পনাটি প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করতে পারে।

সারণী ৩ - পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণ

বিষয়	অংশগ্রহণকারীরা	দায়িত্ব	কখন
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ও সামাজিক সংবেদনশীলতা; ই এন্ড এস স্ক্রিনিং; ইএসআইএ এর মূল ফলাফল (যেখানে প্রাসঙ্গিক); প্রশমন ব্যবস্থা; ইএসএমপি; স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।	এলজিইডি ও ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআর এর নির্বাচিত কর্মকর্তা; পিএসসি; পিআইইউ, ঠিকাদার	পিএসসি	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার আগে। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ও সামাজিক সংবেদনশীলতা; ই & এস স্ক্রিনিং; ইএসআইএ এর মূল ফলাফল (যেখানে প্রাসঙ্গিক); প্রশমন ব্যবস্থা; ইএসএমপি; স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।	পিএসসি; পিআইইউ; নির্বাচিত ঠিকাদারের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী	পিএসসি	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার আগে। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)
ইএসএমপি; আবর্জনা ব্যবস্থাপনা; এইচএসই	ঠিকাদারের নির্মাণ শ্রমিক	পিএসসি	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার আগে। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)
সড়ক নিরাপত্তা; আত্মরক্ষামূলক ড্রাইভিং; আবর্জনার ব্যবস্থাপনা; সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা।	ড্রাইভার	ঠিকাদার	নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে এবং চলার সময়। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)

বিষয়	অংশগ্রহণকারীরা	দায়িত্ব	কখন
পুনরূদ্ধার প্রয়োজনীয়তা; আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	পুনরুদ্ধারকারী দল	ঠিকাদার	পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার আগে।
অপারেশন ফেজের সময় (পরিচালনা পর্যায়ে) এইচএসই	এলজিইডি ও ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআর এর নির্বাচিত স্টাফ	পিএসসি	প্রজেক্ট অপারেশন শুরু হওয়ার আগে এবং অপারেশন পর্যায়ে যখন প্রয়োজন হয়

প্রশমন ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনাগুলি নিয়মিত এবং কার্যকরভাবে যাতে প্রয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণ করা হবে (সারণী ৯-১)। পিআইইউর পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা প্রশমন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিয়মিতভাবে মাঠ পরিদর্শন করবে।

সারণী ৪ - ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের পর্যায়	কি	কখন	কে	কিভাবে
প্রস্তুতি	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরী কার্যক্রম	দরপত্র নথি প্রস্তুত করার আগে	পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা করে
প্রস্তুতি	পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলির স্ক্রীনিং নিশ্চিত করা	অবস্থান এবং এ্যালাইনমেন্ট প্রকল্প পরিচালক দ্বারা নিশ্চিত করা পর	পরিবেশ ও সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে পিআইইউ	স্ক্রিনিং শীট (সম্পন্ন)পর্যালোচনা করে
নির্মাণ	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরী কার্যক্রম	মাসিক	পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা করে
নির্মাণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক	জিআরএম নিবন্ধন পর্যালোচনা করে
নির্মাণ	ইএসএমপি এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রশমন / পরিবর্ধন ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ) এবং দরপত্র এবং অনুমোদিত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা।	মাসিক	পিআইইউ	ইএসএমপি পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করে
অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	পিআইইউ	জিআরএম নিবন্ধন পর্যালোচনা করে
অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ	ইএসএমপি এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রশমন/পরিবর্ধন ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ)	মাসিক	পিআইইউ	ইএসএমপি পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করে

পিআইইউ পিএসসিকে জমা দেয়ার জন্য মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে:

- ইএসএমএফ এবং পরবর্তী ইএসআইএ, ইএসএমপি, ইত্যাদি বাস্তবায়নে অগ্রগতি;
- পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল, বিশেষত নিয়ন্ত্রণ মান, কর্মের মাত্রা, বা সাধারণ সাইট পরিচালনায় মানমাত্রার বিচ্যুতির উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত ;
- যে কোনো উদ্ভূত বিষয়সমূহ, যেখানে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা উপাত্ত পরিবেশগত/সামাজিক মূল্যায়নের সময় সংগৃহীত তথ্য বা উপাত্ত থেকে যথেষ্টপ্রকারেই ভিন্ন।;
- বহিরাগত সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহীত কোন অভিযোগের সারসংক্ষেপ এবং গৃহীত পদক্ষেপ; এবং

- আইন, প্রবিধান এবং আন্তর্জাতিক অনুশীলনের প্রাসঙ্গিক বা সম্ভাব্য পরিবর্তন।

সারণী ৫ - ইএসএমএফ এর প্রয়োজনীয় রিপোর্টিং

প্রতিবেদন / ডকুমেন্ট	বিবরণ	প্রস্তুতকারক	জমা দেওয়ার ব্যক্তি	কখন
প্রশিক্ষণ রেকর্ড	প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমস্ত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরী কার্যক্রম নিবন্ধন	পিআইইউ বা কনসালট্যান্টের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	প্রকল্প পরিচালক	প্রশিক্ষনের তিন সপ্তাহের মধ্যে
সম্পূর্ণ সুরক্ষার স্ক্রিনিং ফর্ম	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা সনাক্ত করণ	পিআইইউ বা কনসালট্যান্টের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	প্রকল্প পরিচালক	ফর্ম পূরণ করার পরে
অভিযোগ রেকর্ড	অভিযোগ গ্রহণ এবং কর্ম গ্রহণ নিবন্ধন	নির্মাণের সময়ঃ জিআরসি বা কনসালট্যান্ট এবং তারপরে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা	প্রকল্প পরিচালক	মাসিক
ইএসএমপি মনিটরিং রেকর্ড	ইএসএমপি সংজ্ঞায়িত হিসাবে তথ্য মনিটরিং	ঠিকাদার, পরিবেশ ও সামাজিক পিআইইউ এবং / অথবা পরামর্শদাতাদের সামাজিক সেল	প্রকল্প পরিচালক	মাসিক অথবা ইএসএমপি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী
নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/ উপকরণ	অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ উপ-প্রকল্পে বিশেষ মূল্যায়ন/ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/ উপকরণ প্রয়োজন হলে তা করতে হবে/প্রদত্ত হবে	পিআইইউ এর পরিবেশ ও সামাজিক সেল এবং ই অ্যান্ড এস সহায়তা প্রতিষ্ঠান	প্রকল্প পরিচালক	প্রয়োজন অনুসারে

আদ্যক্ষরাসমূহের তালিকা

এডিবি	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
এডিসি	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
এ সিএ ফ (ফ্রেঞ্চ)	অ্যাকশন অ্যাগেইন্সট হাঙ্গার
এ এফ	অতিরিক্ত অর্থায়ন
এ আর এ পি	সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
এ আর আই পি ও	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো
বি সি সি	আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ
বি পি	ব্যাংক নীতিমালা
সি এন্ডএ জি	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
সি ই আর সি	ঘটনাসাপেক্ষ জরুরী সাঁড়াদান কম্পোনেন্ট
সি ই এস আই এ	সর্বাঙ্গীণ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
সি আই সি	ক্যাম্প ইন চার্জ
কনটাসা	রূপান্তরযোগ্য টাকা বিশেষ হিসাব
সি পি এফ	দেশ অংশীদারি ফ্রেমওয়ার্ক
সি পি পি	সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচী
সি পি টি ইউ	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট
সি জেড পি	উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা
ডি এ	মনোনীত হিসাব
ডি সি	জেলা প্রশাসক
ডি এন্ড এস	নকশা প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান
ডি ডি এম	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ডি এল আই	ব্যয়ন-সংযুক্ত সূচক
ডি ও আই	পরিবেশ অধিদপ্তর
ডিপিডি	উপ প্রকল্প পরিচালক
ডি পি এইচ ই	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ডি আর সি	ড্যানিশ শরণার্থী পরিষদ
ডি আর এম	দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ডি আর পি	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
ই সি এ	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
ইসিসি	পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট
ই সি এইচ ও	ইউরোপীয় নাগরিক সুরক্ষা এবং মানবিক সহায়তা অপারেশন

ই সি আর	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি
ই এন্ড এস	পরিবেশগত ও সামাজিক
ই এস এম এফ	পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
ই আর ডি	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
ই এস	পরিবেশগত সুপারভাইজার
ই ডব্লিউ এ আর এস	প্রাথমিক সতর্কতা এবং সাঁড়াদান ব্যবস্থা
এফ এ ও	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
ফাপাড	বেদেশী সহায়তা প্রকল্প নিরীক্ষা পরিচালক
এফ এস সি ডি	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স
এফ এস এম	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা
জি বি ভি	লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা
জি ডি পি	মোট দেশজ উৎপাদন
জি ও বি	বাংলাদেশ সরকার
জি আর এম	অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি
জি আর এস	অভিযোগ সমাধান সেবা
এইচ ই সি	মানব হাতি সংঘর্ষ
এইচ আই ই এস	গৃহ আয় এবং ব্যয় জরিপ
এইচআর	ঘন্টা
এইচ এস এস পি	স্বাস্থ্য খাত সহায়তা প্রকল্প
এইচ ডব্লিও সি	মানব বন্যপ্রাণী সংঘর্ষ
আই এ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
আইসিটি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
আইডা	ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
আই ডি পি	অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত মানুষ
আই ই সি	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ
আই এন জি ও	আন্তর্জাতিক অসরকারী সংস্থা
আই ও এম	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন
আই পি এফ	বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন
আই আর আর	ইন্টার্নাল রেট অফ রিটার্ন
আই এস সি জি	ইন্টার সেক্টর কোওর্ডিনেশিন গ্রুপ
আই ইউ এফ আর	অন্তর্বর্তী অনিরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন
আই ওয়াই সি এফ	ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়ং চাইল্ড ফিডিং
জে আর পি	জয়েন্ট রেসপন্স প্লান
কেএল	কিলোলিটার (১০০০ লিটার)

কেএম	কিলোমিটার
এল জি ডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ
এল জি ই ডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এল জি আই	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
এল আই পি ডব্লিও	শ্রম নিবিড় পাবলিক ওয়ার্কফেয়ার
এল পি জি	তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস
এম এন্ড ই	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
এম ডি এস পি	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় প্রকল্প
এম ই বি	নূন্যতম ব্যয় বাস্কেট
এম আই এস	ম্যানেজমেন্ট তথ্য সিস্টেম
এম ও ডি এম আর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
এম ও ই এফ সি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এম ও এফ এ	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
এম ও এইচ এ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এম ও এইচ এফ ডব্লিও	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়
এম ও এল জি আর ডি সি	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
এ মও পি	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
এম ও পি এম ই	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এম ও ইউ	সমঝোতা স্মারক
এম ও ডব্লিও সি এ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এন বি এস এ পি	জাতীয় জীব বৈচিত্র্যে কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা
এন সি বি	জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক বিডিং
এন ই এম এ পি	জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
এন এফ আই	অ-খাদ্য আইটেম
এনজিও	অ-সরকারী প্রতিষ্ঠান
এন পি ভি	নিট বর্তমান মূল্য
এন টি এফ	জাতীয় টাস্ক ফোর্স
এন ডব্লিও এ মপি	জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ও এন্ড এম	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
অ পি	পরিচালনা নীতি
পি এ ডি	প্রকল্প মূল্যায়ন নথি
পি ডি	প্রকল্প পরিচালক
পি ডি ও	প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য
পি আই এ	প্রকল্প প্রভাব এলাকা

পি আই সি	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
পি আই ইউ	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
পি এম ইউ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
পি এস সি	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি
আর এ পি	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
আর অ এস সি	রিচিং আউট স্কুল চিলড্রেন
আর আর আর সি	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার
এস সি ডি	সিস্টেমেটিক কান্ট্রি ডায়গনস্টিক
এস ই জি	কৌশলগত নির্বাহী গ্রুপ
এস সি আই	সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল
এস এম সি	স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি
এস টি ই পি	সিস্টেমেটিক ট্রাকিং অফ এক্সচেঞ্জ ইন প্রকিউরমেন্ট
এস ডব্লিও এম	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
টি এ	প্রযুক্তিগত সহায়তা
টিবিসি	নিশ্চিত করা হবে
টি ও আর	টার্মস অফ রেফারেন্স
টি ও টি	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
টি পি পি	উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পরিকল্পনা
টি ডব্লিও এস	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
ইউ এন	জাতিসংঘ
ইউ এন ডি পি	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
ইউ এন এফ পি এ	জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল
ইউ এন হ্যাবিটেট	জাতিসংঘ মানব বসতি কর্মসূচি
ইউনিসেফ	জাতিসংঘের শিশু তহবিল
ইউ এন এইচ সি আর	শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাই কমিশনার
ইউ এন ওম্যান	লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা
ইউ এস ডি	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার
ওয়াস	পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি
ডব্লিও বি	বিশ্ব ব্যাংক
ডব্লিও বি জি	বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ
ডব্লিও এইচ ও	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
ডব্লিও এফ পি	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী

সূচিপত্র

আদ্যক্ষরাসমূহের তালিকা xvii

সূচিপত্র xxi

১ সূচনা 1

১.১ পটভূমি 1

১.১.১ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সংকট 1

১.১.২ বিশ্ব ব্যাংকের সাড়া দান 1

১.২ ইএসএমফ এর যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য 3

১.৩ ইএসএমফ এর কাঠামো 3

২ প্রকল্প বিবরণী 4

২.১ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা 4

২.২ প্রকল্প কম্পোনেন্ট 4

২.৩ প্রকল্প সুবিধাভোগী 8

২.৪ প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা 9

৩ নীতিমালা, আইন এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো 14

৩.১ বাংলাদেশের আইন ও বিধি 14

৩.১.১ প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি 14

৩.১.২ প্রাসঙ্গিক সামাজিক আইন ও বিধিমালা 16

৩.২ বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতিমালা এবং ইএইচএস নির্দেশিকা 18

৩.২.১ নিরাপত্তা নীতিমালা 18

৩.২.২ পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা 18

৩.৩ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি 19

৪ পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইন 20

৪.১ ভৌত পরিবেশগত বেসলাইন 20

৪.১.১ জলবায়ু 20

৪.১.২ হাইড্রোলজি 20

৪.১.৩ হাইড্রজিওলজি 21

৪.১.৪ পানির উৎস 21

৪.১.৫ বাতাসের প্রকৃতি 21

৪.১.৬ মাটি এবং ভূমিরুপ 21

৪.১.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ 21

৪.২ বেসলাইন জৈব পরিবেশ 22

৪.২.১ স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী 22

৪.২.২ জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী 23
৪.৩ সামাজিক-অর্থনৈতিক বেসলাইন....24
৪.৩.১ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা 24
৪.৩.২ ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ....25
৪.৪ সামাজিক বেসলাইন....26
৪.৪.১ জনমিতিক পরিস্থিতি 26
৪.৪.২ অবকাঠামো 26
৪.৪.৩ অবকাঠামোর উপর প্রভাব....26
৪.৪.৪ শ্রম বাজারের উপর প্রভাব 27
৪.৪.৫ শ্রম ও মজুরি উপর প্রভাব 27
৪.৪.৬ পুরুষ এবং নারী প্রধান পরিবারগুলির উপর প্রভাব 27
৪.৪.৭ স্বাস্থ্য, পানি এবং স্যানিটেশন এর উপর প্রভাব....27
৪.৪.৮ শিক্ষার উপর প্রভাব....28
৪.৪.৯ সম্ভাব্য সামাজিক সংঘাত....28
৫ প্রত্যাশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব 29
৫.১ পরিবেশগত প্রভাব....30
৫.২ সামাজিক প্রভাব....31
৫.২.১ স্থিতিশীল পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সাব-প্রজেক্ট 31
৫.২.২ জলবায়ু স্থিতিশীল ও জরুরী অবস্থার জন্য নির্গমণ সড়ক, সেতু, স্থানীয় বাজার, রাস্তার আলো এবং বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা 32
৫.৩ অতিরিক্ত বিবেচ্য বিষয় 32
৫.৩.১ মানব হাতি সংঘর্ষ....32
৫.৩.২ জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি....34
৫.৩.৩ লেবার ইনফ্লাক্স এর প্রভাব....37
৫.৩.৪ পুনর্বাসন সমস্যা 39
৫.৩.৫ নিরাপত্তা কর্মী....39
৬ বাছাইকরণ এবং ঝুঁকির প্রভাব হ্রাসকরণ 41
৬.১ সামগ্রিক পদক্ষেপ....41
৬.২ উপ -প্রকল্প বাছাইকরণ নির্ণায়ক....43
৬.৩ ঝুঁকি নিরসন....43
৬.৪ ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব....44
৬.৪.১ পরিবেশগত দিক 45
৬.৪.২ সামাজিক দিক 45
৬.৪.৩ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি....46

৬.৪.৪ দরপত্র এর কাগজপত্র প্রনয়ন......46

৭ স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ প্রক্রিয়া পরিচালনা......48

৭.১ পরামর্শ কৌশল......48

৭.১.১ মূল স্টেকহোল্ডার......48

৭.১.২ পরামর্শ এবং প্রকাশের দায়িত্ব এবং নীতিমালা......49

৭.২ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি......52

৮ পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা......59

৮.১ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা......59

৮.২ বহুমুখী উদ্দেশ্যে নির্মিত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা......68

৮.৩ প্রবেশ রাস্তা, নির্গমন রাস্তাও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা......76

৮.৪ সড়ক বাতি, গ্রামীণ হাট-বাজার, বজ্রপাত প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতি (লাইটনিং প্রটেকশন সিস্টেম) এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইএসএমপি নির্দেশিকা......84

৮.৫ বহিরাগত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা......92

৮.৬ বিড ডকুমেন্টের জন্য নির্দেশিকা......95

৮.৭ ভবিষ্যৎ গবেষণা......95

৮.৮ ইএসএমপি খরচ (প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন)......96

৯ প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণিক ব্যবস্থাপনা......99

৯.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা......99

৯.২ নির্মাণ পর্ব......102

৯.৩ পরিচালন পর্ব......103

৯.৪ মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক......103

৯.৪.১ মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক......103

৯.৪.২ লেবার ইনফ্লাক্স এর ক্ষেত্রে নিরীক্ষণ......105

৯.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি......106

পরিশিষ্ট ১: উপ-প্রকল্পের বিবরণী ফরম......108

পরিশিষ্ট ২: পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং ফরমঃ......109

পরিশিষ্ট ৩: স্বেচ্ছায় জমি দান ফর্ম......120

১ সূচনা

১.১ পটভূমি

আগস্ট ২৫, ২০১৭ থেকে মায়ানমারের রাখাইনে তীব্র সহিংসতার দরুন ৭২৭০০০ জন রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে প্রবেশ করেছে। এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির আগমনের দরুন বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৯১৯০০০, বর্তমানে যা বিশ্বে সর্বাধিক দ্রুত বর্ধনশীল বলপুর্বক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠি সংকট। সম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির আগমনের সংখ্যা অনেক কমে আসলেও এখনো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ৮৫% নির্ধারিত স্থানে বসবাস করছে, ১৩% স্থানীয় আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের সাথে নির্ধারিত স্থানে বসবাস করছে, এবং ২% আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের সাথে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে। সর্বাধিক সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি রয়েছে উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায়, যেখানে তাদের সংখ্যা আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের তিনগুন।

১.১.১ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সংকট

বর্তমানে কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির অনুমিত সংখ্যা ৯০০,০০০ এবং এটি বিশ্বে সর্বাধিক দ্রুত বর্ধনশীল বলপুর্বক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠি সংকট। উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় (চিত্র ১.১) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সংখ্যা আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের তিনগুন। প্রায় ৯০ শতাংশ ডি আর পি বর্তমানে অপরিকল্পিত ক্যাম্পগুলিতে এবং বাকিরা আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করছে। অত্যন্ত ঘনবসতিপুর্ণ এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে অবকাঠামো খুব দুর্বল, মৌলিক সেবার প্রাপ্যতার ঘাটতি প্রকট, এবং ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দুরেযাগের ঝুঁকি বিদ্যমান। ক্যাম্প স্থাপনের দরুন দ্রুত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে যার ফলে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ভুমিধ্বসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে প্রতিষ্ঠা করা কুতুপালং ক্যাম্প বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প হিসেবে বিবেচিত। ভুমিধ্বস ও বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ স্থানে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে স্থানান্তর করার কাজ চলমান, কিন্তু ভুমির অপ্রতুলতার দরুন সবচেয়ে ঝুঁকিপুর্ন পরিবারগুলিকে স্থানান্তর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

অধিকাংশ ডি আর পি নারী যৌন সহিংসতা, পাচার, এবং সহিংসতা থেকে সুরক্ষার জন্য বেশিরভাগসময় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করে। এটি নারীপ্রধান পরিবারগুলির যা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মোট ১৬ শতাংশ, জন্য বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয়, এবং আন্তর্জাতিক এন জি ও কর্তৃক প্রদত্ত ত্রান এবং সেবার প্রাপ্যতার প্রধান অন্তরায়। এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি স্থানীয় অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে এর ফলে আশ্রয় প্রদানকারী এবং আশ্রিত জনগোষ্ঠির মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা বাড়ছে। ৯০ শতাংশেরও বেশী বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির কোন আয়ের উৎস নেই। অন্তত ৮০ শতাংশ সহায়তার উপর নির্ভরশীল, বাকী ২০ শতাংশ নিজেদের চাহিদা আংশিকভাবে পুরণ করতে পারে। যদিও তাদের ক্যাম্প এর বাইরে বের হওয়া এবং কাজ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি, প্রধানত পুরুষ, স্থানীয় পর্যায়ে নির্মাণ, কৃষিকাজ, মৎস চাস, এবং খাবারের দোকানে স্বাভাবিক মজুরির চেয়ে অর্ধেক মজুরিতে কাজ করছে। ক্যাম্প সংলগ্ন হোস্ট কমিউনিটিতে জনসংখ্যা ৩৩৬,০০০, শুরুর দিকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে গ্রহন করলেও, তাদের দীর্ঘ অবস্থান দুই জনগোষ্ঠি মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে।

১.১.২ বিশ্ব ব্যাংকের সাড়া দান

প্রাথমিকভাবে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশ্ব ব্যাংক তার সহায়তাপুষ্ট চলমান কার্যক্রমগুলিকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় করেছে। দুটি পৃথক চলমান কার্যক্রমকে অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে- চলমান ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্বাস্থ্য সেবা সহায়তা প্রকল্পে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক জুন ২৮, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়; এবং চলমান ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রিচিং অউট স্কুল চিলড্রেন প্র প্রকল্পে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

একইসাথে আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগণ বা হোস্ট কম্যুনিটিকে চলমান আইডা(IDA) কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। আশ্রয় প্রদানকারী জনগণকে আইডা অপারেশনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম নিন্মরুপ - ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সহায়তা করছে, ৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মিউনিসিপাল গভর্নেন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) অংশগ্রহণকারী শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলির (ইউএলবি) মাধ্যমে পৌর প্রশাসন এবং শহুরে মৌলিক পরিষেবায় উন্নয়নকরছে, ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প (এলজিএসপি) ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যকার (ইউপি) আর্থিক স্থানান্তর ব্যবস্থাটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছে, এবং পৌরসভাগুলির মধ্যে পাইলট ভিত্তিক একটি আর্থিক স্থানান্তর ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে, এবং নতুন আইডা সহায়তা ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থায়ী বন ও জীবিকা প্রকল্প (সুফল) বন ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সম্প্রদায়কে সমর্থন করছে এবং নির্ধারিত স্থানে বন-নির্ভর সম্প্রদায়গুলির জন্য জীবিকা সুবিধা বৃদ্ধি করছে। প্রস্তাবিত মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে উপরিল্লিখিত প্রকল্পগুলির পরিপূরক হবে।

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) এর সাথে সঙ্গতি রেখে, ব্যাংকের মূল্যায়ন মাঝারি মেয়াদের (৩ বছর) জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা চিহ্নিত করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত: পানীয় এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সেবা প্রাপ্যতা; স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি পরিষেবা প্রাপ্যতা এবং সম্ভাব্য রোগ প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা; আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা; জ্বালানির অভিগম্যতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট পরিবেশগত অবনতি এবং ক্ষয় রোধ; এবং উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ও বিনিময়ে মৌলিক পরিষেবাদি অর্জন এবং নারী ও শিশুদের দুর্দশা এবং ঝুঁকি হ্রাস এবং মনোজাগতিক সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা প্রদান। এই চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে বেশিরভাগই আন্তঃ-সম্পর্কিত, এবং সম্পদ ও সংস্থানের উপর চাপ, পরিষেবা সরবরাহের অপ্রতুলতা, এবং উভয় জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত ঝুকির মধ্যে বসবাস আশ্রিত ও আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

সামগ্রিক ভাবে ব্যাংকের কার্যক্রম সাতটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে কাজ করবে সাথে যা ডিআরপি এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের বিভিন্ন মূল্যায়নের ভিত্তিতে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে: (১) স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি; (২) পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি; (৩) সামাজিক সুরক্ষা; (৪) দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; (৫) পরিবেশ; (৬) লিঙ্গ; এবং (৭) শিক্ষা। প্রস্তাবিত কর্মসূচীটি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রকল্পগুলির পুনর্গঠন/অতিরিক্ত অর্থায়ন, সমন্বয়ের মাধ্যমে এই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করবে, একই সাথে মাল্টি সেক্টর প্রকল্প অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করবে।

এই পরিস্থিতির কারনে উদ্ভূত তাত্ক্ষণিক ও মাঝারি মেয়াদী প্রভাব এবং প্রয়োজনগুলি মোকাবেলার জন্য ব্যাংক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত দুটি অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রকল্প এবং এই মাল্টি-সেক্টর প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে: (১) জীবন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃনির্মাণ এবং প্রাথমিক পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ, এবং সামাজিক দুর্বলতা মোকাবেলা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যহত রাখা; এবং (২) মৌলিক সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি, উৎপাদনশীলতা, পরিবেশগত পরিষেবাদি, এবং সামাজিক অবকাঠামো এবং সরকারী ব্যবস্থা ও সমন্বয়কে শক্তিশালীকরণের মধ্য দিয়ে মধ্যমেয়াদি পুনরুদ্ধার এবং স্থিতিস্থাপকতা অর্জন। প্রস্তাবিত কর্মসূচি রোহিঙ্গা পরিস্থিতির পাশাপাশি দারিদ্র্য ও ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সরকারের সাথে সংলাপের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি প্রতিফলিত হওয়ার জন্য এবং ইউএনএইচসিআর সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার জন্য সময়ের সাথে সাথে সংলাপের প্রয়োজনীয় বিবর্তন নিশ্চিত করা হবে।

এই নীতি সংলাপে বিশেষায়িত সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাযর মাধ্যমে পর্যাপ্ত সুরক্ষা কাঠামো নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভূক্ত থাকবে; সুরক্ষা কাঠামো আরও বাড়ানোর উদ্দেশে সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং সংকট পরিচালনা করার জন্য তার কর্ম পরিকল্পনা উন্নয়ন; কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরনের মাধ্যমে সাহায্য; এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে দারিদ্র্য নিরসন করার জন্য সরকারকে এমনভাবে উত্সাহিত করা যেন তা পরবর্তীকালে প্রত্যাবাসন (যেমন, শিশু এবং যুবকদের জন্য শিক্ষা, সামাজিক মূলধনের পুনর্নির্মাণ) সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল না করে।

ইএমসিআরপিতে নিম্নলিখিত কম্পোনেন্ট এবং উপ- কম্পোনেন্ট রয়েছে:

কম্পোনেন্ট ১ – মৌলিক সেবা, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী সাড়াদান কর্মসূচী এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধ শক্তিশালী করা

উপ- কম্পোনেন্ট ১.কঃ স্থিতিশীল পানীয়-জল, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা

উপ- কম্পোনেন্ট ১.খঃ মৌলিক সেবাসমূহ, , স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী/আপদকালীন সাড়াদান এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ

কম্পোনেন্ট ২ – সামাজিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ

উপ- কম্পোনেন্ট ২.কঃ কমিউনিটি সেবা কার্যক্রম

উপ- কম্পোনেন্ট ২.খঃ কমিউনিটি ওয়ার্কফেয়ার কার্যক্রম

কম্পোনেন্ট ৩ - বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য পরিষেবা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

উপ- কম্পোনেন্ট ৩.কঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, সেন্টার ইন চার্জ, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শক্তিশালীকরণ

উপ- কম্পোনেন্ট ৩.খঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা পরিষেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

কম্পোনেন্ট ৪ – আকস্মিক জরুরী/আপদকালীন সাড়া দান সম্পর্কিত কম্পোনেন্ট

আরও বিস্তারিত ২য় অংশে বর্ণিত।

১.২ ইএসএমফ এর যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন স্থান এবং ডিজাইনগুলি সুনিদিষ্ট নয় এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী ইএসএমএফ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রকল্পের সুরক্ষা কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ইএসএমএফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের (ডিপিএইচই) কে পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ) পদ্ধতি পরিচালনে সহায়তা করা, প্রস্তাবিত উপ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ নির্দেশ করা, যদিও উপ-প্রকল্পসমূহের অবস্থান এবং ডিজাইন এখনো সুনির্দিষ্ট নয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আরো পরিবর্তন আসতে পারে । ইএসএমএফ প্রতিটি প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং এবং সেগুলোর পরিবেশগত শ্রেণী বা ক্যাটাগরী নির্ণয়, পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা সমূহ (যেমন, সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বা পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা) প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পের জন্য একটি পৃথক পূনর্বাসন নীতিমালা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ভৌত ও অবকাঠামো সম্পর্কিত প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই ইএসএমএফ প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য (পিডিও) অর্জন করা যায়। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত শ্রেণীবিভাগ 'এ' এর অধীন এবং যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সাইট এবং অবস্থান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি, তাই এ প্রকল্পের জন্য একটি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) তৈরি আবশ্যক। এই ইএসএমএফের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রকল্পের নির্বাচন, প্রস্তুতি, নকশা এবং বাস্তবায়নে সমস্ত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করবে। ইএসএসএফ নথি অবশ্যই ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়িত হওয়ার আগে প্রস্তুত ও অনুমোদিত হতে হবে, এবং বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত হতে হবে।

ইএসএমএফ নথিটি প্রকল্পের সকল অংশীদারদের জন্য একটি নির্দেশিকা এবং সিদ্ধান্ত সহায়তা নথি। একটি নির্দেশিকা নথি হিসাবে, ইএসএমএফ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে:

- উপ-প্রকল্প সকল সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে গ্রহণ করা হবে, বিশেষ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য যারা উপ-প্রকল্প দ্বারা সরাসরি (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) প্রভাবিত হতে পারে;
- উপ-প্রকল্প সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এমন এলাকায় পরিবেশগত মান বিবেচনা করে গ্রহণ করা হবে;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও নকশা চলাকালীন, নির্মাণ ও বাস্তবায়নের পর্যায়গুলির সময় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব দেখা দিতে পারে এবং যথাযথ প্রশমন/ পরিবর্ধন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সাইট-নির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নত পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা নিশ্চিত করবে;
- পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে প্রস্তুত এবং অনুসরণ করা হবে; এবং
- সুরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন কার্যকরী নীতি ও পদ্ধতির, এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

এই ইএসএমএফ প্রস্তুত করার সময় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, হোস্ট কমিউনিটি এবং যথাযথ অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং প্রকল্প কার্যকর হওয়ার আগে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১.৩ ইএসএমফ এর কাঠামো

এই ইএসএমফ নিম্নোক্তভাবে সংগঠন করা হয়েছেঃ

- অধ্যায় ২ - প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বিবরণ
- অধ্যায় ৩ - এই প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক নীতি, আইনী এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো রূপরেখা
- অধ্যায় ৪ - প্রত্যাশিত প্রকল্প কার্যকলাপ এলাকায় বেসলাইন সম্পর্কিত তথ্য
- অধ্যায় ৫ - প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির প্রত্যাশিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহের বিবরণ
- অধ্যায় ৬ - উপ-প্রকল্প এবং এগুলির ক্রিয়াকলাপগুলির যাচাই বাছাইয়ের দিকনির্দেশনা এবং প্রশমন পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির রূপরেখা
- অধ্যায় ৭ - বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিচালিত স্টেকহোল্ডার পরামর্শসমূহ এবং প্রকল্পটির জন্য প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ
- অধ্যায় ৮ - বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের জন্য নির্দেশনা প্রদান
- অধ্যায় ৯ - প্রকল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রূপরেখা

২ প্রকল্প বিবরণী

২.১ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য (পিডিও) হচ্ছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির অভিগম্যতার উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা (রেসিলিয়েন্স) বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাকে আরোও শক্তিশালী করা। এই প্রসঙ্গে, এই ইএসএমএফ এ যেসব মূল সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে -

- "প্রাথমিক পরিষেবা" হিসাবে পানি, স্যানিটেশন, রাস্তা, সড়কবাতি এবং বজ্রপাত হতে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়।
- দুর্যোগ সহনশীল বলতে জলবায়ু সহনশীল বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, টেকসই সড়ক এবং জরুরি অপসারণ পথে বর্ধিত প্রবেশাধিকারকেই সংজ্ঞায়িত করেছে, যা জলবায়ুর পরিবর্তনে বিপদাপন্নতা এবং বহুমুখী ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি বর্ধিত অভিগম্যতা এবং অভিযোজ্যতা নির্দেশ করে।
- "সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে লিঙ্গ সংবেদনশীল পরিষেবাদিগুলিতে প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নেতিবাচক প্রতিবন্ধক আচরণ, নাগরিক সেবা, এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়াতে অংশগ্রহণের ঝুঁকি হ্রাস করার ক্রিয়াকলাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
- দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী সংকটের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থার কাঠামো, দক্ষতা এবং সমন্বয় ক্ষমতা কাঠামো রূপে ‘‘সরকারী ব্যবস্থা’’ কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে নিম্নলিখিত প্রকল্প উন্নয়ন লক্ষ্য (পিডিও) সূচক ব্যবহার করা হবে:

- প্রকল্পের ফলে উন্নত পরিকাঠামো প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা (লিঙ্গ ভিত্তিক তথ্য)।
- প্রকল্পের ফলে জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এর সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা (লিঙ্গ ভিত্তিক তথ্য)।
- সম্প্রদায়ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক ওয়ার্কফেয়ার কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পরিবার সংখ্যা ।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্প ব্যবস্থাপণা পদ্ধতি উন্নয়ন।

২.২ প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রস্তাবিত প্রকল্পের চারটি উপাদান নিচে বর্ণনা করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট ০১ - মৌলিক সেবা, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী সাড়াদান কর্মসূচী এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধ শক্তিশালী করা

কম্পোনেন্ট ০১ (ক) - স্থিতিশীল পানীয়-জল, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা

এই উপ- কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি এবং পরিচ্ছন্নতা বা স্যানিটেশন সুবিধা (জলবায়ু স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভূক্তিকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা) প্রদান করা এবং সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার।

এই উপ-কম্পোনেন্টটি পাইপযুক্ত ও বৃষ্টির পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয়ে উন্নত জল সরবরাহ পরিষেবা স্থাপন করবে। পানি সরবরাহ প্রকল্প গঠিত হবে- ১) রেজিলিয়েন্ট মিনি পাইপড পানি সাপ্লাই স্কিম (বিদ্যমান টিউব ওয়েলসগুলি বন্যার স্তর থেকে উপরের প্ল্যাটফর্মে পুনঃস্থাপন এবং সৌর চালিত ফোটোভোল্টিক (পিভি) পাম্পিং সিস্টেম সাথে সংযুক্তকরণ) ২) রেজিলিয়েন্ট টিউব ওয়েলস (বিদ্যমান টিউব ওয়েলসগুলিকে বন্যার স্তর থেকে উপরের প্ল্যাটফর্মে পুনর্বাসন) ৩) মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট। ৪) জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্নতা এবং চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি বিবেচনার মাধ্যমে জল সম্পদ সুনির্দিষ্টকরণ এবং জলমানের পর্যবেক্ষণসহ জল সম্পদের প্রাপ্যতা নির্ধারণ, এবং ৫) পয়নিস্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং নকশা প্রণয়ন। এই কার্যক্রমগুলি জলসেবার গুণমান, স্থিতিস্থাপকতা, এবং স্থায়িত্ব উন্নত করার পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য পানির অভাব কমাবে।

এই সাব-কম্পোনেন্টটি স্থিতিশীল এবং পরিবেশ বান্ধব টেকসই স্যানিটেশন পরিষেবাও নিশ্চিত করবে। এটি নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য স্যানিটেশন পরিষেবাদিকে অর্থায়ন করবে যা সমগ্র স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যবস্থা যেমন, বদ্ধ স্থানে ধারন, সংগ্রহ, পরিবহন, এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে। এই সাব-কম্পনেন্টের মাধ্যমে নিম্নোক্ত অবকাঠামোগুলিতে সহায়তা প্রদান করা হবেঃ ১) উন্নীত প্ল্যাটফর্মে (বন্যা স্তরের উপরে) জলবায়ু স্থিতিশীল একক এবং কমিউনিটি ল্যাট্রিন (লিঙ্গ ভিত্তিক পৃথকীকরণের ব্যবস্থাসম্পন্ন, গোসল এবং কাপড় ধোয়ার সুবিধা, সেপ্টিক ট্যাংক, এবং সৌর আলো সিস্টেম সহ)। ২) বন্যা থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ ক্যাম্পে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ। ৩) সমন্বিত বর্জ্য এবং ফিকাল স্লাজ ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (কো-কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট এবং সৌর শক্তি ব্যবস্থা যুক্ত বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা, স্থিতিশীল উপরিকাঠামো এবং উত্থিত প্ল্যাটফর্ম) ৪) স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, স্যানিটেশন সচেতনতা কর্মসূচি, পয়নিস্কাশন

ব্যবস্থাপনা, এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার, জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি সহ পানি এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ।

কম্পোনেন্ট ০১(খ) - মৌলিক সেবাসমূহ, , স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী/আপদকালীন সাড়াদান এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ

এই সাব- কম্পোনেন্টটির লক্ষ্য হচ্ছে লিঙ্গ এবং সামাজিকভাবে সমন্বিত পদ্ধতিতে মৌলিক পরিষেবাদি, জলবায়ু স্থিতিশীল অবকাঠামো, উন্নত জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচি স্থাপন করা।

এই সাব- কম্পোনেন্টটি অর্থায়ন করবে- ১) প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং সহনশিলতা বৃদ্ধি করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বলিত জলবায়ু স্থিতিশীল সংযোগ ও জরুরী বহিষ্করনে সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ; ২) জলবায়ু সহনশীল কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ (ঝড়বৃষ্টির জল নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক অংশ হিসেবে); ৩) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য গ্রামীণ বাজার মেরামত, পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ; ৪) নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন; ৫) ফুটপাত তৈরী; ৬) বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ঝুঁকির তীব্রতা হ্রাস করা। স্থায়ীত্ব বাড়ানোর জন্য ও বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে সড়ক অবকাঠামো, ঝড়বৃষ্টির জল নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক, কালভার্ট ও সেতু, ঢাল সুরক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠ পাকা করে দেয়া হবে; এর ফলে ক্যাম্পে লজিস্টিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই কার্যক্রম মাটি ক্ষয় এবং ভূপৃষ্ঠতঃ পানির দূষণ হ্রাস এবং স্বাস্থ্যবিধি অবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করবে।

সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, ঝড়ো বাতাস থেকে রক্ষার জন্য জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বহুমূখীদুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা, সৌর চালিত আলো এবং জলবায়ু স্থিতিশীল সংযোগ সড়ক (বন্যার স্তরের উপরে) অর্থায়ন করবে এই উপ-কম্পোনেন্টটি।

এই উপ-কম্পোনেন্টটি জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদ, ও দূর্যোগ-প্রস্তুতির জন্য উন্নত জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিষেবাকে সমর্থন করবে- ১) জরুরী প্রস্তুতি ও দুর্যোগকালীন জরুরী প্রস্থানের জন্য কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা; ২) জল-আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগগুলির জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক-সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; ৩) দুর্যোগকালীন প্রথমিক সাড়াদান সংস্থাগুলি ও ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করার মাধ্যমে।

এই উপ-কম্পোনেন্ট উচ্চতর প্ল্যাটফর্মে (বন্যা স্তর উপরে) নারী এবং কিশোরীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করবে যা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) রেফারাল ব্যবস্থা সাথে যুক্ত হবে এবং এগুলোর পরিচালনায় অর্থায়ন করবে। এটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা, কর্মশালা আয়োজন, একটি রেফারাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে যা ব্যাংক এর চলমান স্বাস্থ্য সহায়তা প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারের বিদ্যমান রেফারাল ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হবে এবং কিশোরদের জন্য একটি জিবিভি প্রতিকার কর্মসূচী অর্থায়ন করবে।

১) লিঙ্গ ভিত্তিক একটি অবহিতকরণ পদ্ধতিতে নারী ও মেয়েদের জন্য পরিষেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; ২) সেবা সরবরাহের জন্য শিশু বান্ধব এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী বান্ধব পদ্ধতি অনুসরণ; ৩) কম্পোনেন্ট ২ এ উল্লেখিত স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনসংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সেচ্ছাসেবীদের দ্বারা ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভূক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পানি ও স্যানিটেশন কমিটি গঠন; ৫) জ্বালানীর জন্য কাঠের সংগ্রহ- এ ধরণের কাজ থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার জন্য নারীদের জন্য স্থিতিশীল ও জলবায়ু-বান্ধব কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাগুলি সমেতভাবে সবার কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হবে।

কম্পোনেন্ট ০২- সামাজিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ

এই কম্পোনেন্টটি কমিউনিটি পরিষেবাদি এবং ওয়ার্কফেয়ার স্কিমে ঝুকিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা সমাধান করবে। এই কম্পোনেন্ট এর অধীনে - বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পরিবারগুলি সাব প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে যা ঝুকিগ্রস্তদের (মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধ) অবস্থার উন্নয়ন করবে; তাদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া জোরদার (জোট, প্রচার এবং জিআরএম কার্যক্রম মাধ্যমে) করবে; জলবায়ু এবং পরিবেশ ঝুঁকি নিরসনে অবদান রাখবে; পরিস্কার পরিবেশের মাধ্যমে ক্যাম্পে জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি, এবং সমাজবিরুদ্ধ আচরণ প্রতিরোধ করবে।

চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে সাব প্রজেক্টগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা হবে। যেসব অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিউনিটি পরিষেবাগুলি দুর্বল গোষ্ঠীগুলির জন্য উপ-প্রকল্প নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এবং ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান চাহিদার ভিত্তিতে ওয়ার্কফেয়ার স্কিমসুহ সানাক্ত করবে। অংশগ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে – ওয়ার্কফেয়ার স্কিমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি/সম্প্রদায়ের জনসংযোগ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ – এবং অংশগ্রহণের উপর নজর রাখা হবে। তাদের অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং সহজগম্য পদ্ধতির মাধ্যমে ভাতা সরবরাহ করা হবে যেন পরিবারগুলি নিরাপদ ও সম্মানিত পরিবেশে খাদ্য এবং অ-খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করতে সক্ষম হয়।

কম্পোনেন্ট ০২(ক)- কমিউনিটি সেবা

এই সাব-কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য হল ঝুকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী যেমন শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কম্যুনিটিভিত্তিক পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা। রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে জনসংযোগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং প্রায় ৬০,০০০ সুবিধাভোগী পরিবারকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এটি - ১) অংশগ্রহণকারীদের ভাতা; ২) সহায়ক উপকরণ; ৩) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (যার মধ্যে পরিকল্পনা, সুবিধাভোগী নির্বাচন, অংশগ্রহণের তত্ত্বাবধান এবং ভাতা বিতরণ) অর্থায়ন করবে।

এই উপ-কম্পোনেন্টটির সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমগুলির জন্য যে সকল অংশগ্রহমূলক কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করবে তার মধ্যে রয়েছে: জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি এড়ানো বা প্রশমন; ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে কম্যুনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা; রান্নার জন্য দূষণমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার যা জ্বালানী কাঠের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করবে; পুষ্টি, শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, জিবিভি, যৌন হয়রানি, এবং নারী ও শিশুদের পাচার প্রতিরোধ; অবৈধ/মাদক বাণিজ্য প্রতিরোধ। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিশু যত্ন এবং বৃদ্ধ সহায়তা সেবা; সামাজিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার জন্য কম্যুনিটিভিত্তিক গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ, এবং অন্যান্য যোগাযোগ এবং প্রচার কার্যক্রম। এই কর্মকাণ্ডগুলি অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয় যেন তা ফলপ্রসূ হয়। অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলিকে বিশ্ব খ্যাদ্য সংস্থা দ্বারা সমর্থিত ই-ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে। জাতিসংঘের একটি সংস্থা এবং একটি সুশিল সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে এবং বিস্তারিত সেশন (অধিবেশন), লজিস্টিকস এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রকল্প পরিচালনা সংক্রান্ত পুস্তিকার (ম্যানুয়াল) মধ্যে বর্ণনা করা হবে।

কম্পোনেন্ট ০২(খ)- কমিউনিটি ওয়ার্কফেয়ার

এই সাব-কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজবিরোধী কাজে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা যুবকদের মৌলিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন, ক্যাম্প পরিষ্কার করা এবং অন্যান্য রক্ষনাবেক্ষন কাজে অনর্ভুক্ত করে ঝুঁকির সম্ভাব্যতা হ্রাস করা এবং এই কার্যক্রম প্রকারন্তরে জলবায়ু বিপন্নতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। শ্রমঘন কার্যক্রমগুলিতে এ যুবকরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নত মানসিক অবস্থা অর্জন করবে যা ক্যাম্পের বসবাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতেও সহায়তা করবে। এটি অর্থায়ন করবে- ১) সুবিধাভোগীদের জন্য মজুরি, এই মজুরি দেওয়া হবে তারা যেখানে বসবাস করে সেই ক্যাম্পের সম্পদ এবং পরিবেশের পুনর্গঠন অথবা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিনিময়ে; ২) উপপ্রকল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ; এবং ৩) অংশগ্রহণ ও বেতন বিতরণ কাজ তত্ত্বাবধান। মজুরি হার বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরিতে নির্ধারণ করা হবে এবং এটি জেলা কর্তৃপক্ষ এবং আইএসসিজি দ্বারা নির্ধারিত হবে। প্রতিটি সুবিধাভোগী পরিবারের প্রতিনিধি তিন বছরের মধ্যে সর্বাধিক ১২০ দিন কাজ করবে। এই কজগুলো হচ্ছে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাজ যেমন ঢাল সুরক্ষামূলক কাজ, ঝড়ের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ব্যাগ বাগান / মাটি ধারনের জন্য গাছপালা এবং বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি। এই কার্যক্রমগুলি ভূমিধস এবং মাটির ক্ষয়জনিত বিপদাপন্নতা হ্রাস করবে, ক্যাম্প এলাকাতে গাছের ছায়া দিবে ও কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করবে, এবং ক্যাম্প এলাকায় অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ নিষ্কাশন করবে। শ্রমঘন কাজগুলি অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে মেশিন-নির্ভরতা কমাবে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে অবদান রাখবে।

প্রতিটি ক্যাম্পে সুবিধাভোগী সংখ্যা ওই কাম্পের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচন করা হবে। বিদ্যমান মজুরি হারে প্রায় ৪০,০০০ পরিবারের সক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের (প্রায় ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী) থেকে পাপ্তবয়স্করা কাজ করতে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত হবে। যদি যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা অংশগ্রহণের সুযোগপ্রাপ্তির সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়, তবে সুবিধভোগী নির্বাচন করার জন্য আগে আসলে আগে পাওয়া যাবে পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। একটি অংশগ্রহণ তালিকা রাখা হবে। প্রতিটি পরিবারকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে দুইজন যোগ্য প্রাপ্তবয়স্কদের নিবন্ধন করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী বিকল্প কাজকর্মগুলিতে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ এবং অর্থপ্রদান নিশ্চিত করার জন্যও বিকল্প কেউ তার পক্ষে কাজ করতে পারে।

জাতিসংঘ সংস্থা / সিএসও-এর সাথে মিল রেখে সিআইসি উপ-প্রজেক্টগুলিকে চিহ্নিত করবে ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা করবে। আরআরআরসি সেসব প্রজেক্টগুলিকে বাস্তবায়ন করার অনুমোদন দেবে যেগুলিতে ন্যূনতম ৮০ শতাংশের মজুরি ই-ভাউচার ব্যবহার করে প্রদান করা হবে। ক্যাম্প এর জন্য নির্বাচিত যোগ্য সাবপ্রোজেক্ট সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা এবং স্বার্থ রক্ষা করবে। যোগ্যতার পূর্বনির্ধারণ হিসাবে, ক্যাম্পগুলি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং স্থান পরিচালনার জন্য রেকর্ড ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যা পরিবারগুলির জন্য আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সিএসও সম্পদের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য নিযুক্ত হবে। অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলিকে অর্থ প্রদান বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দ্বারা সমর্থিত ই-ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে করা হবে। সাব প্রজেক্ট এবং যোগ্যতা মানদণ্ডের মেনুর বিশদ বিবরণ প্রকল্প অপারেশন ম্যানুয়ালে বিস্তারিত জানানো হবে।

কম্পোনেন্ট ০৩- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রতিষ্ঠানীয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

এই কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাড়াদান (দুর্যোগকালে প্রতিক্রিয়া সহ) পরিকল্পনা এবং সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন করা। এতে জলবায়ু দুর্বলতা এবং

দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরঞ্জাম, সিস্টেম এবং জনবল বৃদ্ধিসহ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনগুলি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কম্পোনেন্ট ০৩(ক)- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এনটিএফ, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, সিআইসি, এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে অনুরূপ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রবাহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর রেফিউজি সেলটি উদ্বাস্তু সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ে নেতৃত্ব দেয় এবং তা *শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার*ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকে (জেলা পর্যায়ে আরআরআরসি এবং ক্যাম্প স্তরে সিআইসি প্রতিনিধিত্ব করে)। বাংলাদেশ সরকারের অ্যালকোশন অফ বিজনেস (ডিসেম্বর ২০১৪ এ সংশোধিত) অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ছাড়া জরুরি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দায়িত্বশীল। তবে, বর্তমান রোহিঙ্গা সংকটে এই কেন্দ্রীয় সমন্বয় ভূমিকা শক্তিশালী করতে, জাতীয়, জেলা ও ক্যাম্প পর্যায়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে এমওডিএমআর এর সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ঃ জাতীয় পর্যায়ে, এই সাব-কম্পোনেন্টটির লক্ষ্য হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এনটিএফের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চরম হাইড্রোমেট জাতীয় দুর্যোগ হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতি; এর অন্তর্ভূক্ত - ১) জরুরী এবং উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনা, প্রতিক্রিয়া এবং সমন্বয় নীতি সংলাপ; ২) শরণার্থী ব্যবস্থাপনা এবং সাড়া দান কার্যক্রমের উপর সেরা অনুশীলন উপর একই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য দেশের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়; ৩) উদ্বাস্তু সংকট উন্নয়ন তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পাশাপাশি সুবিধা স্থানান্তর প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ এবং ৪) কেন্দ্রীয় স্তরের যোগাযোগ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনঃ এই ইউনিটটির সমন্বয় সক্ষমতা জোরদার করতে কক্সবাজারে (বিপর্যয়কালীন/ বিপর্যয়পরবর্তী) বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপর নজরদারি এবং রিপোর্ট করা সহ - ১) ক্যাম্পগুলিতে মাল্টি-এজেন্সী কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করার প্রযুক্তিগত পরামর্শ; ২) তথ্য ব্যবস্থা, সরঞ্জাম এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া পরিচালনা, সুবিধা স্থানান্তর প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান এবং ডিআরপি রেজিস্ট্রি পরিচালনা; ৩) উন্নত সমন্বয়ের জন্য পন্য সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা; ৪) এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনে সমন্বয়কারীর পরামর্শদাতাদের বেতন প্রদান ইত্যাদি করা।

ক্যাম্পস্তরেরঃ সিআইসির গভর্নেন্স এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য জনসংযোগ সক্ষমতা (দুর্যোগের জরুরী প্রতিক্রিয়া সহ) শক্তিশালী করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কের উন্নয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগণকে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা এর উদ্দেশ্য। এই ক্রিয়াকলাপ অর্থায়ন করবে: ১) সিআইসি স্তরে ২ জন কর্মচারী (একজন জিআরএম এবং একজন স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক সুপারভাইজার); ২) কমিউনিটি সংসৃষ্টতা, এবং জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংসৃষ্টতার কাঠামো (স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক); বর্তমানে সিআইসি কর্মীরা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতাদের (মাঝি নামে পরিচিত) একটি স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে একত্র করে। এই প্রকল্পটি স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ককে সরকারের প্রধান বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট জনসংযোগ কাঠামো হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে যা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এর আউটরিচ, আচরণ পরিবর্তনগত যোগাযোগ (ট্রেইনিং অফ ট্রেইনারস কৌশলের মাধ্যমে) মধ্যম এবং সর্বশেষ ডেলিভারি ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করবে। নারী ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে যথাযথভাবে বিবেচনায় রেখে একটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবকদের নির্বাচিত করা হবে এই প্রক্রিয়াতে। এই ডিআরপি সংযোগ কাঠামো শুধুমাত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক স্থিতিশীলতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে না বিশেষ করে নারীদের (উপ-কম্পোনেন্ট ২(ক) এর কমিউনিটি পরিষেবার অন্তর্গত) জন্য, বরং এটি প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষাকে প্রাসঙ্গিক করার ও প্রয়াস করবে। এই উদ্দেশ্যে, এই সাব-কম্পোনেন্টটি একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে (এসসিও) কে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জনসংযোগ ও অন্তর্ভূক্তি কাঠামো ব্যাবস্থা কার্যকর এবং সহজতর করার জন্য অর্থায়ন করবে। এসসিও অভিযোগের রেকর্ডিং এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মতামত প্রদানের জন্য সিআইসি অফিসে অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োগ দেবে। সংস্থাটি ডিআরপি জনসংযোগ ও অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি সহজতর, তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে: ১) স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ; ২) পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং কার্যক্রম; ৩) নির্দিষ্ট মেয়াদে সিআইসি-স্বেচ্ছাসেবক বৈঠক; এবং ৪) আইইসি উপকরণ বিতরণ।

কম্পোনেন্ট ০৩(খ)- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিষেবাদি শক্তিশালীকরণ

এই সাব-কম্পোনেন্টটি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য সরকারি সংস্থাগুলির সক্ষমতা শক্তিশালী করবে এবং বিশেষত কক্সবাজার এলাকায় সম্ভাব্য জরুরী অবস্থা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত চরম ঘটনাগুলির পটভূমিতে সাড়াদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে। সাব-কম্পোনেন্টটি জাতিসংঘ, অন্যান্য বিশেষ সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে মৌলিক পরিষেবাগুলি, অবকাঠামো উন্নয়ন

এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিষেবাদি প্রদানের ক্ষেত্রে, পদ্ধতি ও ক্ষমতাগুলির সমন্বয় বা স্থানান্তরকে উত্সাহিত করবে এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিষেবা সরবরাহ পদ্ধতির মানবিক অবস্থান থেকে রাষ্ট্রীয় অবস্থানে ক্রমবর্ধমান রূপান্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় ওয়াটার অ্যান্ড স্যুয়ারাজ অথরিটি (ওয়াসা) এর আধিকারিক এলাকা ছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের অন্যসব স্থানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য দায়ীত্বশীল। উন্নত জলবায়ু স্থিতিশীল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাগুলি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে অবদান রাখবে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য এই সাব-কম্পোনেন্টটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নত করবেঃ ১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ; ২) ক্যাম্প স্যানিটেশন, পনিস্কাশন ব্যবস্থাপনা, এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারের উন্নতির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; ৩) মাঠপর্‍যায়ের জনস্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ; ৪) কমিউনিটি ওয়াশ পরিচালনার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো এবং ছোট পর্যায়ে পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানতম সংস্থা। এ ছাড়া সংস্থাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ এবং ব্যাংক-অর্থায়নে সকল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রগুলির জন্য বাস্তবায়ন সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সংস্থাটি দুর্যোগের পরে সড়ক, সেতু, কালভার্টের মেরামত, জরুরি নির্মাণ, ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও দায়ীত্বশীল। এই সাব-কম্পোনেন্টটি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্যাম্পের এবং এর আশেপাশের এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে: ১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ; ২) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্যাম্পে এবং আশেপাশের সড়ক ও সংশ্লিষ্ট পানি নিষ্কাশন নেটওয়ার্কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; ৩)অতিরিক্ত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাগুলি মূল্যায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর জন্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা তৈরির কর্মসূচি এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ক্যাম্পের মধ্যে এবং আশপাশে রাস্তার কাজগুলির ডিজাইনে ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকি (ভূমিকম্প এবং ভূমিধ্বস) সংক্রান্ত স্থিতিশীলতা বিবেচনা করার জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করন; ৪) এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য নতুন সাইট পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে কৌশলগত সহায়তা সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (অভ্যন্তরীণ সড়ক, সৌরচালিত সড়কবাতি , বজ্রপাত হতে সুরক্ষা ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, বাজার) সনাক্ত করন। জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়ের ঝুঁকি বিবেচনা করে এই উপ-কম্পোনেন্ট ১) বিপত্তি, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরসনে সক্ষমতা তৈরির সেশন প্রদান করবে; এবং ২) ডিআরপি ক্যাম্পে জরুরি সংকটের সময় সাড়া দান করবে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য পরিষেবা শক্তিশালীকরণঃ এই উপ-কম্পোনেন্টটির অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার মূল্যায়ন পরিচালনা করার জন্য লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে পরিষেবাগুলির জন্য বর্তমান চাহিদা, আওতা এবং গুণগতমান, এবং ঘাটতি নির্ধারণ করে একটি বিশেষ সংস্থা নিয়োগ করবে, এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করবে। এই মূল্যায়ন প্রকল্প কার্যক্রমগুলিতে বিস্তৃত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও চিকিত্সা পদ্ধতির নকশা, স্থানীয় শ্রম অংশগ্রহণ কৌশল, এবং শ্রম নিয়োগ / পরিচালনার কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এ জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই কার্যকলাপটি সরাসরি কম্পোনেন্ট ১(খ) কার্যক্রম, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পরিষেবা কর্মসূচীর সাথে যুক্ত।

কম্পোনেন্ট ০৪- আপদকালিন জরুরী সাড়াদান কম্পোনেন্ট (সিইআরসি)

এই কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য অপ্রত্যাশিত জরুরী প্রয়োজন পূরণ করা। একটি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে, সরকার ডিআরপির সুবিধার জন্য প্রতিক্রিয়া এবং পুনর্গঠনকে সহায়তা করার জন্য এই কম্পোনেন্টের অধীনে (বর্তমানে বরাদ্দ শূন্য) প্রকল্প তহবিলের পুনঃ-বরাদ্দ করতে অনুরোধ করতে পারে। নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণের সাপেক্ষে সিইআরসি-র অধীনে বিতরণ চলবে: ১)বাংলাদেশ সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এমন যে কোন উপযুক্ত সংকট বা জরুরী অবস্থা ঘটেছে, যা সরকার ব্যাংককে অবহিত করেছে এবং ব্যাংক সম্মত হয়েছে; ২) অর্থ মন্ত্রণালয় আপদকালিন জরুরী সাড়াদান (সিইআর) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং গ্রহণ করেছে এবং ব্যাংক সম্মত হয়েছে; ৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সিইআরসি এর অধীনে যোগ্য অর্থায়নের জন্য সিইআর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা থেকে সমস্ত কার্যক্রমের জন্য ব্যাংক নির্দেশনা অনুসারে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত, গ্রহন এবং প্রকাশ করেছে; এবং ৪) কম্পোনেন্টের অধীনে ব্যয়গুলি হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

২.৩ প্রকল্প সুবিধাভোগী

এই প্রকল্পের বহুখাতভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকল্পের উপকারভোগীদের পরিচয় অনেকটা জটিল। প্রকল্পটির উপকারভোগী হচ্ছে পূর্বের নিবন্ধিত ক্যাম্পের পাশে অনানুষ্ঠানিক ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ৯০০,০০০ রোহিঙ্গা। উখিয়ার কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্পের পাশে প্রায় ৭২০,০০০ জন্ আশ্রয় গ্রহণ করেছে, টেকনাফের নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্পের পাশে আশ্রয় নিয়েছে ১৩০,০০০ জন, এবং টেকনাফের তিনটি ছোট ক্যাম্পে ৫০,০০০ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

কম্পোনেন্ট ১ এবং ২ এর অধীনে বিনিয়োগের জন্য উপ-প্রকল্প নির্বাচন নিন্মোক্ত বিবেচনায় করা হবে: ১) প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কি না ; ২) সরাসরি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী কি না; ৩) প্রকল্পের সময়ের মধ্যে উন্নয়ন দৃষ্টিগোচর

হবে কি না; ৪) বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ। সামাজিক ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাবগুলি প্রশমন করার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক (ইএসএমএফ) -এ সংজ্ঞায়িত পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রীনিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ সুনির্দিষ্ট করা হবে।

সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন সমন্বয়সহ আইএসএসজি এবং অন্যান্য ওয়াশ সেক্টরের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বারা বাড়ির ল্যাট্রিনগুলির নির্বাচন মাপকাঠি নির্ধারণ করা হবে। নির্বাচনের মানদণ্ডের মধ্যে পরিত্যক্ত শৌচাগারগুলি এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার রয়েছে, কিন্তু নির্বাচন কাঠামো এতেই সীমাবদ্ধ নয়। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন এর কাছে এই বিষয়ে সম্পুর্ন তথ্য রয়েছে।

২.৪ প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা

প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা উপ-প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হবে। যদিও কিছু কার্যক্রম (যেমন- নলকূপ, পায়খানা) নির্ধারিত স্থানে হবে, তবে অন্যান্যগুলি হবে না (যেমন-প্রস্তাবিত স্থানান্তরযোগ্য নির্লবণিকরণপ্ল্যান্ট)। একইসাথে, যদি শুধু প্রত্যক্ষ প্রভাব বিবেচনা করা হয় তাহলে উপ-প্রকল্পের কিছু কার্যক্রমের এমন পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে যা বৃহত্তর প্রকল্প এলাকাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের নির্মাণ-পূর্ব, নির্মাণকালীন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর পর্যায়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। সারণি ২.১ প্রধান উপ-প্রকল্প কার্যক্রম বিবেচনা করে প্রভাব এলাকা নির্বাচনের জন্য নির্দেশনা সরবরাহ করেঃ

সারণী ২.১ - প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা নির্দেশিকা

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে	প্রস্তাবিত মান (ক)
উপাদান ০১- প্রাথমিক পরিষেবাদি, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী প্রতিক্রিয়া, এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের বিতরণকে শক্তিশালী করা		
নলকূপের পুনরুদ্ধার	পানির স্তরের নিম্নগামিতা নির্ভর করে ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পানির উত্তোলনের হার এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সম্মিলিত প্রভাবের উপর । নকুপের গভীরতা প্রায় 800 ফুট হবে।	টিউবওয়েলের সংখ্যা: ৪০০ নিস্কাশন হার: ২-৪ লি./সে. প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: টিউবয়েলের চারপাশে ৩০-৫০ মি.
মোবাইল ডিস্যালিনাশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা	নদী বা বড় খালের সাথে সংযুক্ত না থাকলে ভূ -পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস হ্রাস পায়। ভূতাত্ত্বিক জলীয় উৎসের স্তরের অবনমন ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং নিষ্কাশনের হার এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সম্মিলিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারে। এছাড়াও বর্জ্য লবনপানি নিষ্কাশন লবনাক্ততার মাত্রা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে পারে, যা মৌসুমের তারতম্য এবং যে জলাশয়ে নিষ্কাশিত হবে তার অবস্থার উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। স্থানচ্যুতি এড়াতে অদখলি সরকারি জমিই হবে প্রধানতম অগ্রাধিকার। নারী, শিশু এবং বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অভিগম্যতা এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, আশেপাশের এলাকায় একটি বিস্তারিত যাচাই প্রক্রিয়া চালাতে হবে।	প্ল্যান্টের সংখ্যা: ৪ ক্ষমতা: ১০ কি.লি./দিন প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ৩০০-৫০০ মিটার জল বিমোচন বিন্দু এবং ব্রাইন স্রাব অবস্থানের প্রবাহ
মিনি পাইপে জল সরবরাহ ব্যবস্থা (টিউব ওয়েলস, পাম্প হাউস, ওএইচটি, পাইপ নেটওয়ার্ক, জল বাহক এবং সৌর প্যানেলসহ)	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে, প্রভাব এলাকাটি ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। জল বাহক কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত জমি এড়ানো প্রথম অগ্রাধিকার হবে।	সিস্টেম সংখ্যাঃ ২৮ ক্ষমতা: ৩০ কি.লি./ঘন্টা জল বাহকের সংখ্যাঃ ৫ জল বাহকের ক্ষমতাঃ ৩ কি.লি প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: পাইপ সারির উভয় পাশে ৫ মিটার, ওএইচটি এর চারপাশে ৫০মি ব্যাসার্ধে, পাম্প হাউসের চারপাশে ১০০-২০০ মি ব্যাসার্ধ, জল ক্যারিয়ার রুটের উভয় পাশে ১০ মিটার, কাঁচামালের উৎসের চারপাশের প্রায় ৫০ মি ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পার্শের ১০ মি।
পানি সম্পদ ম্যাপিং	কোন প্রভাব প্রত্যাশিত নয়	প্রযোজ্য নয়

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে	প্রস্তাবিত মান (ক)
পয়নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন	স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শের কারণে কিছু কিছু ক্ষুদ্র সামাজিক প্রভাব ঘটতে পারে।	প্রযোজ্য নয়
জল সম্পদের প্রাপ্যতা সহ জল মানের পর্যবেক্ষণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। প্রভাব এলাকাটি ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ১০ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত।	জল মানের পয়েন্ট নিরীক্ষণ: ৪২৮ টিউবওয়েল প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২০-৪০ মি ব্যাসার্ধ এলাকায়, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে
পুনর্বাসন / উন্নত পৃথক ল্যাট্রিন নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। তবে যদি ল্যাট্রিনগুলি জল-নিরোধক না হয় তবে পানি প্রবাহ ক্ষেত্রের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রভাবশালী এলাকা কয়েকশত মিটার বা তারও বেশি হতে পারে। নারী, শিশু এবং বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অভিগম্যতা এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, আশেপাশের এলাকায় একটি বিস্তারিত বাছাই অনুষ্ঠিত হবে।	ল্যাট্রিনের ক্ষমতা এবং পরিমাণঃ ৩০০০ প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0 মিটার ব্যাসার্ধ, জলাধারের ৩০০-৫০০ মিটারের মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
চেম্বার কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (জল উৎসের সঙ্গে), সেপ্টিক ট্যাঙ্ক এবং সৌর ব্যবস্থার সহায়তা	কাঁচামালের (সৌর যন্ত্রপাতি) উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। তবে জল-নিরোধক না হয় তবে পানি প্রবাহ ক্ষেত্রের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রভাবশালী এলাকা কয়েকশত মিটার বা তারও বেশি হতে পারে।	ল্যাট্রিন সংখ্যাঃ ৭০ ল্যাট্রিন ক্ষমতাঃ ২০ জন প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ, জলাশয়ের ৮০০-১০০০ মিটারের মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
একটি কম্পোস্টিং এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ	কাঁচামালের (যে সকল পদার্থ দ্বারা জৈব-সার তৈরি করা হবে সেগুলিসহ) উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা কম্পোস্ট এবং বায়োগ্যাস ব্যবহারের অবস্থান এবং বর্জ্য উৎপাদনের নিষ্পত্তি পয়েন্ট উপর নির্ভর করে কয়েক মিটার থেকে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সংখ্যাঃ ৩০ প্ল্যান্ট ক্ষমতাঃ প্রতি ৩০ টয়লেট এর জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ, জলাশয়ের ৩০০-৫০০মিটারের মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
সমন্বিত বর্জ্য এবং পয়নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা বর্জ্য নিষ্পত্তি পয়েন্ট উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।	পয়নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সংখ্যা: থোক ক্ষমতাঃ ১৫০-২০০ প্রতি টয়লেট প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ, বর্জ্য নিষ্পত্তি কেন্দ্রের ৩০০ মি-৫ কি.মি. মধ্যেকার জলাশয়
স্যানিটেশন, পয়নিস্কাশন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা কর্মসূচি	ফিল্ড ক্যাপমেইন সময় কিছু ক্ষুদ্র সামাজিক প্রভাব।	প্রযোজ্য নয়
জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে	আশ্রয়কেন্দ্র সংখ্যাঃ ২৩ আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষমতা: ১২৫০ জন পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা:

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে	প্রস্তাবিত মান (ক)
	প্রভাব এলাকা আশ্রয়কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এলাকা বিবেচনা করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।	ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায়, আশ্রয়কেন্দ্রের চারপাশের ২-৩ কিমি. এর মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র / কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র নির্মাণ	আশ্রয় কেন্দ্রগুলি মূলত বিদ্যমান স্কুলগুলির মধ্যে এবং কিছু কম্যুনিটি স্থানে তৈরি করা হবে, তাই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, কম্যুনিটির লোকজনের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করা উচিত।	সংখ্যাঃ ৩০ প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায়, আশ্রয়কেন্দ্রের চারপাশের ২-৩ কিমি. এর মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
জলবায়ু স্থিতিশীল সুগম্যতা এবং নির্বাসন রাস্তা	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা রাস্তার সংযোগ এবং ব্যবহারকারীর যাত্রার সুচনা/ গন্তব্যের উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।	রাস্তার পরিমাণ: ২০৫ কি.মি প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায়, প্রস্তাবিত রাস্তার এলাইনমেন্ট বরাবর উভয় পাশে ১০ মি, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
ক্যাম্পের অভ্যন্তরে রাস্তা এবং ফুটপাত	রাস্তা এবং ফুটপাতের বিস্তার	মোট দৈর্ঘ্য: ২৫ কি.মি
জলবায়ু স্থিতিশীল সুগম্যতা এবং নির্বাসন সেতু নির্মাণ	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। উজানে কিংবা ভাটিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব জলপ্রবাহ বিন্যাসের পাশাপাশি অন্যান্য হাইড্রোলজিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।	সেতুর সংখ্যা: ১০ প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায়, সেতু/ কালভার্টের উজানে কিংবা ভাটি বরাবর ৩০০-৫০০ মিটারের মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
স্থানীয় বাজার উন্নয়য়ন	কাঁচামালের উৎসের অবস্থান(বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদিসহ) প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে বিবেচিত হবে। নির্মাণ পর্যায়ে প্রভাব এলাকা ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের দশ মিটারের মধ্যে হওয়া উচিত। পরিচালন পর্যায়ে প্রভাব এলাকা বাজার ব্যবহারকারিদের উপর নির্ভর করে কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।	বাজারের সংখ্যাঃ ৬ প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা: ভৌত কাজের/ কর্মকাণ্ডের ২0-৪০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায়, বাজারের ১-৩ কিমি. ব্যাসার্ধের মধ্যে, কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৫০ মিটার ব্যাসার্ধ এবং পরিবহন রুটের উভয় পাশের ১০ মি এর মধ্যে।
সৌরচালিত সড়ক বাতি স্থাপন	সড়ক বাতির উপর নির্দেশিকা দেখুন।	১৫০০ টি
বজ্র সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন	ভাল আর্থিং বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত।	৩৭৫ টি প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রভাব এলাকা প্রযোজ্য নয়
অগ্নিনির্বাপন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম এর জন্য গুদাম নির্মাণ	আশ্রয়কেন্দ্রের উপর নির্দেশিকা দেখুন।	৯ টি আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত মান উপরে দেখুন
উপাদান ০২- কমিউনিটি স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ		

উপ প্রকল্প কার্যকলাপ	প্রভাব বিস্তার এলাকা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে	প্রস্তাবিত মান (*)
ওয়ার্কফেয়ার কার্যাবলী (যেমন পাবলিক কাজ)	প্রায় ৪০ হাজার ডিআরপি পরিবার উপকৃত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। ঝুকিতে থাকা ডিআরপি যুবকদের মৌলিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার কার্যক্রমের জন্য নিযুক্ত করা হবে। এটি অর্থায়ন করবে- ১) সুবিধাভোগীদের জন্য মজুরি, এই মজুরি দেওয়া হবে তারা যেখানে বসবাস করে সেই ক্যাম্পের সম্পদ এবং পরিবেশের পুনর্গঠন অথবা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিনিময়ে; ২) উপপ্রকল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ; এবং ৩)কাজ তত্ত্বাবধান।	ক্যাম্প এলাকা যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে
কমিউনিটি সার্ভিগুলি ১) সাব প্রজেক্ট অংশগ্রহণকারীদের জন্য মজুরি; ২) সহায়ক সরঞ্জাম এবং উপকরণসমুহ ; এবং ৩) সাব-প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা ক্রিয়াকলাপ)	উপ-প্রকল্পের কাজে নিয়জিত নারী, কর্মক্ষম বয়সী শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে প্রায় ৬০০০০ ডিআরপি পরিবার উপকৃত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে । কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ শিশু যত্ন এবং বৃদ্ধ সহায়তা পরিষেবাদি; সচেতনতা সৃষ্টি / অসদ-আচরণ প্রতিরোধ (পতিতাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য অপব্যবহার, পাচার, অপহরণ, ইত্যাদি); উন্নত রান্নার স্টোভ / এলপিজি, কমিউনিটি গ্রুপ-সুবিধার ব্যবহার সম্পর্কিত বিতরণ ও প্রশিক্ষণ; অভিযোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ; যোগাযোগ এবং প্রচার কার্যক্রম, পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম। বিকল্প জ্বালানি উৎস বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেসব স্থানে এলপিজি বা অন্যান্য বিকল্প জ্বালানী বিতরণ করা হচ্ছে, সেসব স্থানে আগুনের ঝুঁকি বাড়তে পারে।	ক্যাম্প এলাকা যেখানে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে এবং পার্শ্ববর্তী বনভূমি এলাকায় আগুনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রীনিংয়ের অংশ হিসাবে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শের মাধ্যমে কৌশলগত ভাবে যোগ্যতাসম্পন্নদের দ্বারা একটি প্রকল্প প্রভাব এলাকা (পিআইএ) মানচিত্র প্রস্তুত করা উচিত। এটি একটি হাত আঁকা স্কেচ হতে পারে। একটি চিত্র ২.১ এ দেখানো হল-

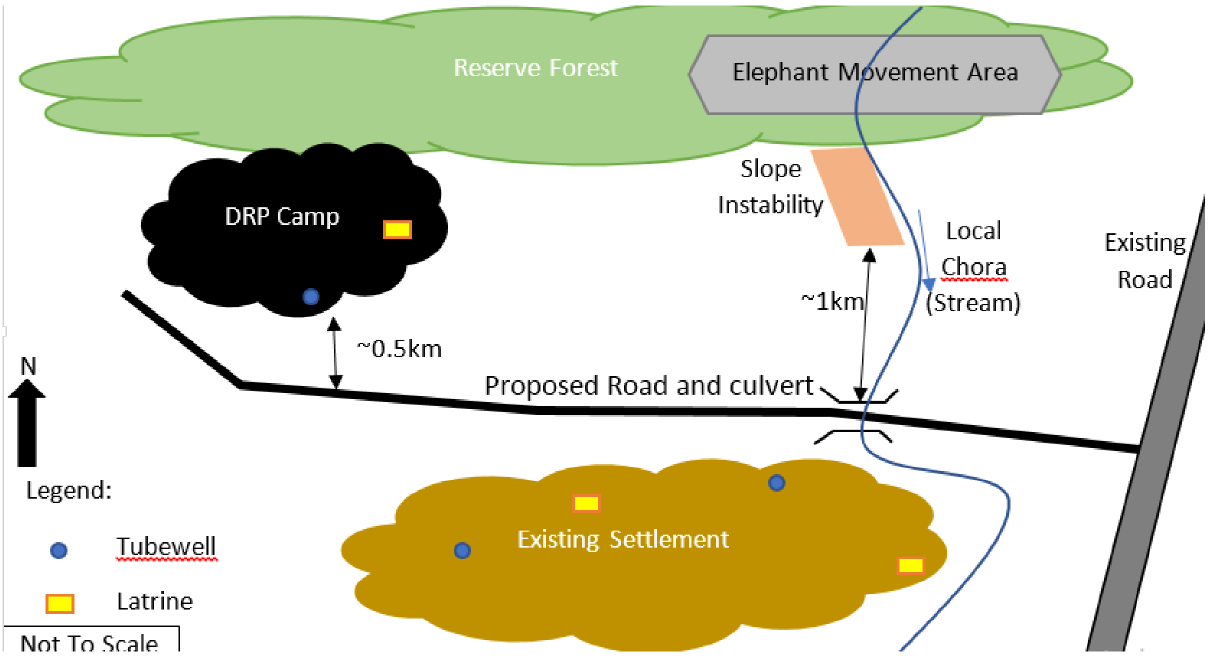

চিত্র ২.১ - উদাহরণ প্রকল্প প্রভাব বিস্তার স্কেচ মানচিত্র

৩ নীতিমালা, আইন এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

৩.১ বাংলাদেশের আইন ও বিধি

৩.১.১ প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত আইন এবং বিধি

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, বিধি, কৌশল ও নির্দেশিকার মধ্যে রয়েছেঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)
২. বন আইন (১৯২৭, সংশোধিত ১৯৯০ এবং ২০০০)
৩. জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা (১৯৯২)
৪. বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৪ সালে সংশোধিত)
৫. জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনইএমএপি, ১৯৯৫)
৬. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫)
৭. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর, ১৯৯৭)
৮. জাতীয় পানিসংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯)
৯. পরিবেশ আদালত আইন (২০০০, ২০১০ সালে পরিমার্জিত)
১০. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত)
১১. উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (সিজেডপিও) (২০০৫) এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬)
১২. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২)
১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২)
১৪. বাংলাদেশ পানি আইন (২০১৩)
১৫. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬)
১৬. বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭)
১৭. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭
১৮. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬
১৯. বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০15

পরিবেশ সুরক্ষার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং এ বিষয়গুলির নিরাপত্তা যুক্ত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮এ অনুচ্ছেদ ২০১২ সালে (১৫ তম সংশোধনী) সংশোধন করা হয়। এই অংগীকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য করা হয়।

বন আইন (১৯২৭ এবং ১৯৯০ ও ২০০০ সালে সংশোধিত) সরকারকে বনভূমির যে কোনো এলাকা সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার দেয়, যা সরকারকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে অনুমোদন করে। বেসরকারি বন অধ্যাদেশের মাধ্যমেও সরকার বেসরকারি বনগুলিতে কিছু নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে। সংরক্ষিত বা প্রাকৃতিক বনের প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ক্ষতিকর যে কোনও কাজ বর্জন বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন: বনভূমি অপসারণ, কাঠ কেটে ফেলা, দাবানল, গাছ কাটা, চাষাবাদ বা অন্য কোনো কারণে জমি বনশূণ্য করা, শিকার করা এবং পানি দূষণ।

বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা (বাংলাদেশ সরকার,১৯৯২) পরিবেশ সংরক্ষণের কাঠামো প্রদান করে থাকে। এই নীতিমালাটি পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে নজর রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলির টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও নীতিমালাটি তুলে ধরে।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে আইন হিসাবে প্রণীত এবং ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) মূলত ভারতের ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের অবলম্বনে প্রণীত। এই সংরক্ষণ আদেশটি প্রধানত বন সুরক্ষা এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের উপর দৃষ্টিপাত করে। একইসাথে এই আদেশ এবং আইন বন্য এলাকায় জমিতে চাষাবাদ, গাছপালার ক্ষতি/ ধ্বংস করা; বন্যপ্রাণী হত্যা বা শিকার করা; পানি দূষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে নিষেধারোপ করে থাকে। এছাড়াও, সংরক্ষণ আদেশ (এবং পরবর্তী আইন) বন বিভাগের মধ্যে একটি বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সার্কেল প্রতিষ্ঠার ভিত্তি আরোপ করে।

জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান, এনইএমএপি, ১৯৯৫) জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা অবলম্বনে প্রণীত। জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এই এনইএমপি কাঠামো/ নীতিমালা প্রদান করে। পরিকল্পনাটিতে উল্লেখিত কর্মকাণ্ডসমূহকে চারটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে :প্রাতিষ্ঠানিক, বিভাগীয়, অবস্থান অনুযায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলা করতে সাংগঠনিক কর্মসূচীগুলি আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতার সমন্বয়ে হয়ে থাকে। সেক্টরাল/

বিভাগীয় কার্যক্রম বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ কিভাবে সংঘটিত হয়ে প্রস্তাবিত কোনো কার্যক্রম নির্বাহের জন্য দায়িত্বশীল সংস্থা সহজে খুঁজে বের করবে তার পথনির্দেশ করে। অবস্থান-নির্দিষ্ট কার্যক্রম মূলত স্থানীয় অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যাগুলির উপর নজর রাখে। আর দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম পরিবেশগত যে সমস্যাগুলিকে অবিলম্বে গ্রহণ না করা হলে আরও গুরুতর হয়ে উঠতে পারে বলে আশংকা করা হয় সেগুলির উপর লক্ষ্য রাখে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫) এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত:

ক) সংকটপূর্ণ প্রতিবেশ এলাকা ঘোষণা, এবং উক্ত এলাকায় যে কোন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া বা শুরু করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ।

খ) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া যেসকল গাড়ি থেকে নির্গত হয় সেগুলির জন্য প্রবিধান।

গ) সমস্ত শিল্প ইউনিট এবং প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স।

ঘ) শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ – নির্গমন অনুমতি।

ই) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাতাস, পানি, শব্দ এবং মাটির গুণগত মান বা সীমা প্রবর্তন।

চ) বর্জ্য নির্গত করার জন্য নির্দিষ্ট মান বা সীমা প্রবর্তন।

গ) পরিবেশগত নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং ঘোষণা।

জ) বিধান মেনে না চলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (ইসিআর, ১৯৯৭)তে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্তঃ

ক) বিশুদ্ধ বায়ু, বিভিন্ন ধরনের পানি, শিল্প বর্জ্য নির্গমন, শব্দ, যানবাহন নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য জাতীয় পরিবেশগত মান নির্ধারণ।

খ) পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং পদ্ধতি।

গ) শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বিভাগ অনুযায়ী প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা (আইইই) এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট, ইআইএ) এর প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।

জাতীয় পানি সংক্রান্ত নীতিমালা (১৯৯৯) জলাভূমির অবক্ষয় এবং বনভূমির হ্রাস; জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, জলাভূমি ক্ষতি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের আবাসস্থলের ক্ষতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। নীতিমালাটি উপকূলীয় মোহনা অঞ্চলের বাস্তুসংস্থান যা লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে তা সংরক্ষণ করার জন্য সমুদ্র থেকে জলাভূমির চ্যানেলে উর্ধমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান রাখে। এই নীতিটি পানি দূষণ, স্যানিটেশন এবং পানযোগ্য পানি সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতিও আলোকপাত করে।

পরিবেশ আদালত আইন (২০০০, ২০১০ সালে সালে পরিমার্জিত) বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) বাস্তবায়নকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত অপরাধের নিষ্পত্তি করার জন্য এই আইন পরিবেশগত (সবুজ) আদালত প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় একটি পরিবেশ আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০০০ সালের আইনটি প্রথম শ্রেণীর বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিবেশগত অপরাধ মোকাবেলা করার নিমিত্তে দুই বছরেরও কম সময় কারাবাস বা ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতা প্রদান করে। ২০০২ সালে যুগ্ম জেলা জজকে তার সাধারণ কাজের পাশাপাশি একটি পরিবেশ আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়ার জন্য এই আইনের সংশোধন করা হয়। ২০১০ সালে, একটি নতুন পরিবেশ আদালত আইন (বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০) পাস করা হয় এবং ২০০০ সালের প্রণীত আইন বাতিল করা হয়। ২০১০ সালের আইনটি প্রতিটি জেলায় একজন যুগ্ম জেলা জজের অধীনে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করার বিধান দেয়। বিচারক তাঁর সাধারণ কার্যক্রম ছাড়াও, অনুরূপ পরিবেশ আদালতের আধিকারিকের মধ্যে যে মামলাগুলি পড়বে সেগুলো পরিচালনা করবেন। এই দুই ধরনের কোর্ট ছাড়াও, মোবাইল কোর্ট অ্যাক্ট - ২০০৯ এর অধীনে কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন। তারা যে কোন অবস্থানে অপরাধীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। প্রায় সব পরিবেশগত আইন এর আওতায় মোবাইল কোর্ট চালানোর প্রবিধান রাখা হয়েছে।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি, ২০০১, ২০০৪ সালে অনুমোদিত) বাংলাদেশে পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ, এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি কাঠামো প্রদানের জন্য প্রণীত। এনডব্লিউএমপি তাতক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী (২০০১-২০০৬), মধ্যমেয়াদি (২০০৬ - ২০১১) পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী (২০১১ - ২০২৫) পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত। এই পরিকল্পনায় আটটি ক্লাস্টারের অধীনে ৮৪ টি কর্মসূচি রয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা (সিজেডপিও) (২০০৫) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম সংগঠন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। সিজেডপিও- এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (২০০৬) মূলত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় নীতিগুলি সমন্বয় করা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের সকল উন্নয়ন কাজের জন্য একটি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল পরিচালনার কাঠামো প্রদান করে ।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন (২০১২) বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রণীত সর্বোচ্চ আইন। উক্ত আইনের অধীনে, কোনও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমি, ভূমি বা জলাভূমিকে ইকো পার্ক, সাফারি পার্ক, বোটানিকাল গার্ডেন বা প্রজনন স্থল হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে। সরকারি গেজেটের আওতায় এই ধরনের জমিকে সংরক্ষিত ভূমি হিসেবেও ঘোষণা করা যেতে পারে। এই আইনটি ৩২ প্রজাতির উভচর, ১৫৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫২ প্রজাতির মাছ, ৩২ প্রজাতির প্রবাল, ১৩৭ প্রজাতির শামুক, ২২ প্রজাতির ক্রাস্টেসিয়ান, ২৪ প্রজাতির পোকামাকড়, ৬ প্রজাতির ছত্রাক, ৪১ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড চিহ্নিত করেছে। এই আইনের আওতায় সংরক্ষিত বনে কৃষিকাজ, কাঠ কাটা বা জ্বালানো এবং নির্মাণকাজ নিষিদ্ধ এবং লজ্ঘনকারীদের দুই বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। এই আইনটিতে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যার জন্য বিশেষ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ২০০,০০০ টাকার জরিমানা এবং সাত বছর পর্যন্ত জেলের প্রবিধান রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২) দেশের দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আইনী কাঠামো প্রদান করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ঝুঁকি হ্রাসের নিমিত্তে কার্যক্রম, দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়ার কার্যকর বাস্তবায়ন; পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা; সবচেয়ে অরক্ষিত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান; কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং দেশের সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা এবং নির্দিষ্ট কমিটির দায়িত্ব এবং ভূমিকাসমূহ এই আইনের আওতায় লিপিবদ্ধ। এই আইনটিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ (এসওডি) সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নিবন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি সংক্রান্ত আইন (২০১৩) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত। "যথাযথ ব্যবহার, নিরাপদ বিভাজন, সঠিক বিতরণ, সঠিক সুরক্ষা, এবং পানি সম্পদের সঠিক সংরক্ষণ"(ধারা ৫) বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিল, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং ১২ জন মন্ত্রী সদস্য হিসেবে উপস্থিত থেকে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অনুমোদন এবং করেন। এই আইনটি পানির পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর পানি এবং পরিচ্ছন্নতাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার (সেকশন ৩, ধারা ২) দেওয়ার বিধান রাখে। নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে সরকার বেসরকারি ভূমি মালিকদের ক্ষয়ক্ষতি, অপব্যবহার, সুরক্ষা এবং পানি সংরক্ষণ (সেকশন ৩, ধারা ৩) প্রতিরোধে "সুরক্ষা আদেশ" প্রদান করতে পারে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬) পরিবেশগতভাবে দুর্বল এবং সংবেদনশীল অঞ্চলএর ক্ষেত্রে ইসিএ ১৯৯৫ এবং ইসিআর ১৯৯৭ এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। ১৯৯৯ সালে সরকার বাংলাদেশে ৮ টি অঞ্চলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বলে ঘোষণা করে। এই এলাকাগুলি হল - কক্সবাজার ও টেকনাফ উপদ্বীপ, সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর এবং মারজত বাওড়, গুলশান-বারিধারা লেক এবং সুন্দরবন। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে ঢাকার চারপাশে ৪ টি নদীকেও (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বালু এবং তুরাগ) সংকটপূর্ণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) এই ইসিএ পরিচালনা করার জন্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, তথাপি ইসিএ ২০১৬ বিধিমালা, জাতীয় থেকে গ্রাম পর্যায়ে ইসিএ পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন করেছে। ইসিএর আওতাভুক্ত জেলাগুলিতে, নিয়মিত সাইটগুলির নিরীক্ষণের জন্য, বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ডিওই দ্বারা গৃহীত সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা কমিটিগুলি প্রতি বছরে ৩ বার মিলিত হয়। যে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা, ইসিএতে লিপিবদ্ধ নিষিদ্ধ কোনো কার্যক্রম চালালে বা নিষিদ্ধ কার্যক্রম করার চেষ্টা করলে জেলা কমিটি সেটার বিপরীতে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে।

বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন (২০১৭) জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে । এই কমিটি জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত একটি তথ্য তালিকা বা রেজিস্টার প্রস্তুত করে এবং জৈব পদার্থের বিভিন্ন ব্যবহারের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে থাকে; একইসাথে জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (এনবিএসএপি) বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে; সচেতনতা বৃদ্ধি করা; জীববৈচিত্র্য এর হটস্পট সনাক্ত এবং রক্ষা করে পাশাপাশি জীব বৈচিত্র্যের যে ক্ষতি সাধন হচ্ছে তা নির্ণয় করে থাকে। উপরন্তু, যে সকল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার দ্বারা জীব-বৈচিত্রের ক্ষতি হতে পারে তাদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার কাজটি এই আইনের আওতায় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩.১.২ প্রাসঙ্গিক সামাজিক আইন ও বিধিমালা

প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির আওতায় ছোট আকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন - প্রবেশ সড়ক, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমানো প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে; যা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক

দুর্যোগ এবং অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে ডিআরপিদের বিপন্নতা হ্রাস করবে। একইসাথে ডিআরপি এবং হোস্ট কমিউনিটি উভয়কেই মৌলিক শহুরে সুবিধাদি প্রদান করবে এবং স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে।

প্রস্তাবিত অবকাঠামোর মধ্যে কয়েকটি ক্যাম্প সাইটের অভ্যন্তরে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রধান নিবন্ধিত ক্যাম্প কুতুপালং মূলত সরকারি জমির (বন বিভাগ সহ বিভিন্ন সরকারী সংস্থার জমি) উপর গড়ে উঠলেও, টেকনাফের অননুমোদিত কয়েকটি ক্যাম্প বেসরকারি জমিতে গড়ে উঠেছে। ডিআরপিরা কোন কোন ক্ষেত্রে বসবাসের জন্য নামমাত্র ভাড়াও পরিশোধ করছে। যেহেতু ক্যাম্প সাইটগুলির মধ্যে কোন ধরনের জমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের আওতাধীন নয় (প্রকল্পের জরুরী প্রকৃতি এবং আশ্রয় প্রদানকারী জনগণ এবং ডিআরপির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব বিবেচনায়), তাই সমঝোতা স্মারক অথবা ভাড়া বা লিজিংয়ের মতো ঐচ্ছিক ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে (অবশ্য যেখানে উপযুক্ত বলে বিবেচিত, কারণ কার্যক্রমগুলির সবগুলি বিচ্ছিন্ন না ও হতে পারে, নেটওয়ার্ক বিভাজন, পানি সরবরাহ পাইপ ইত্যাদি আকারে বিবেচনা করা হবে)। ক্যাম্প এলাকায় কোনও ভূমি অধিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রকল্পের কাজের কারণে কোথাও কোথাও জীবিকার উপর সাময়িক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, যেখানে প্রশমনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা ৪.১২ এ প্রণীত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

সকল ক্যাম্পে, প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো এবং পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ার জন্য কিছু কাঠামো স্থানান্তর কিংবা পুনঃসংযোগ করা প্রয়োজন হতে পারে (প্রকল্পের আকার অনুসারে কয়েকটি হওয়া উচিত, ক্যাম্পের আশেপাশে দ্রুত পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন সাপেক্ষে)। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনো স্থাপনা/ আশ্রয়কেন্দ্র অপসারণ এবং স্থানান্তরণ সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিকভাবে সম্পাদিত হবে (ভালভাবে সম্পাদিত পরামর্শ প্রক্রিয়া যা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তির ভিত্তিতে) এবং সেটাও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার দ্বারা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই সম্পাদিত হবে (তাঁবু এবং বাঁশের কাঠামোগুলির সাথে প্লাস্টিক শিটের ছাদ যা সহজে বহনযোগ্য এবং দ্রুত পুনর্গঠন করা সম্ভব)। প্রকল্প উদ্দেশ্যে যে কোনো নির্মাণ কাজের আগে এই কাঠামোর পুরোপুরি স্থানান্তর করতে হবে (পরিবার/ পরিবারগুলির জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা সাপেক্ষে)। স্থানান্তর করার জন্য নির্ধারিত এই সাইটগুলিতে (একই ক্যাম্প সাইটের মধ্যে) সমান প্রবেশাধিকার এবং সুরক্ষা থাকতে হবে, সম্ভব হলে যেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে সেই অবস্থানের তুলনায় আরও ভাল হতে হবে। সরকার যে কোনো অদৃষ্টপূর্ব প্রভাবের কথা মাথায় রেখে ডিআরপিদের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ অনুমোদন নাও করতে পারে, তাই সকল প্রতিকূল পরিবেশের কথা মাথায় রেখে ডিআরপিদের অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম/ প্রভাবগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে এই স্থানান্তর ও কাঠামো/ আশ্রয় পুনঃনির্মাণ খরচ প্রকল্প থেকে বহন করা হবে। সরকারের জারিকৃত চুক্তির অধীনে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সংস্থাগুলিকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তারা এই ইএসএমএফসহ বিশ্বব্যাংকের সকল ধরনের নিরাপত্তা নীতিমালা এবং নিরাপত্তা বিধিমালাগুলি মেনে চলবে।

জরুরী / দুর্যোগ পরিস্থিতির সময় সহজে যাতায়াত করার সুবিধার্থে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবার জন্য কিছু সহজে যাতায়াতযোগ্য সড়ক এবং বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র ক্যাম্পের বাইরে নির্মিত হতে পারে। কিছু বিদ্যমান সরকারি সুবিধা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হতে পারে। কার্যক্রমগুলি সরকারী মালিকানাধীন ভূমি/ খাসজমিতে এবং বিদ্যমান এলাইনমেন্টের ভিতরে করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে; তবে, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি এবং জনগণের উপর প্রভাব অগ্রাহ্য করা যাবে না। সড়ক, সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণের জন্য এবং বিদ্যমান সুবিধাদি সম্প্রসারণের জন্য ব্যক্তিগত জমি প্রয়োজন হতে পারে (স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে)। যতদূর সম্ভব সরকারি জমি ব্যবহার করতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটির জরুরী প্রকৃতি বিবেচনায় ভূমি অধিগ্রহণের মত সময়সাপেক্ষ বিষয়টি অনুসরণ করা অত্যন্ত দুরূহ হবে। এর পরেও, যদি বেসরকারি ভূমি কোন কার্যক্রমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা অস্থায়ীভাবে বসবাসরত মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (পাবলিক বা বেসরকারি জমিতে বসবাসরত), এআরআইপিএ ২০১৭ এর পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ অপারেশন পলিসি ৪.১২ এর সকল নীতি অনুসরণ করা হবে। অপারেশন পলিসি ৪.১২ প্রকল্পটির জন্য অনুসৃত হবে। উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমের জন্য কোন নির্দিষ্ট রাস্তা / সাইট এই পর্যায়ে নির্ধারিত হয় নি। জমি, অস্থায়ী বসবাসকারী, জীবিকা সম্পর্কিত ক্ষতি প্রশমনের লক্ষ্যে এই ইএসএমএফ এর অংশ হিসাবে একটি 'রিসেটেলমেন্ট পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক' (আরপিএফ) তৈরি করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় কিছু আদিবাসীর উপস্থিতি থাকলেও প্রকল্প এলাকায় নেই। আর তাই, অপারেশন পলিসি ৪.১০ এই প্রকল্পে অনুসৃত হবে না।

ক্যাম্প অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, লিঙ্গ ভিত্তিক, অক্ষমতা, অনাথ এবং দুর্বল শিশু, আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত) উল্লেখিত বিষয়গুলির (এবং অন্য কোনো চিহ্নিত বিষয়) প্রেক্ষিতে কতটা দুর্বল অবস্থানে আছে তা যাচাই করার ব্যবস্থা করা হবে। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার সমস্যাগুলি (ধর্ষণ, পাচার, শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা ইত্যাদি) মূলধারার কার্যক্রমের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কাজ হিসাবে প্রকল্পটির আওতাধীন করা হয়েছে। এছাড়াও, ডিআরপিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত অন্য দুটি ব্যাংক ফাণ্ডেড প্রকল্পের অধীনে একই রকম মূল্যায়ন করা হচ্ছে; এই মূল্যায়নগুলি প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহৃত হবে। সমাজের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়াবলি এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্য নির্ধারিত কার্যক্রমগুলি একটি পরামর্শ প্যাকেজের মাধ্যমে পরিচালিত হবে যা জেণ্ডার বিষয়টিকে মূলধারার ভিতরে নিয়ে আসবে এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্তি ও জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকবে। এই পরামর্শক প্যাকেজের আওতায় জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স (জিবিভি) সংক্রান্ত ঘটনার জন্য রেফারেল সিস্টেম তৈরি করবে, তবে যেহেতু ডিআরপিরা জাতীয় আইনের আওতাধীন

নয়, সেকারণে এই সমস্যাগুলি প্রশমনের নিমিত্তে প্রকল্পটি স্থানীয় পদ্ধতি এবং গোষ্ঠীভিত্তিক গড়ে ওঠা পদ্ধতি (যেমন অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থার দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি) অনুসরণ করবে।

কম্পোনেন্ট ৩ এর অংশ হিসাবে বিরাজমান প্রশাসনিক পদ্ধতি যতটা সম্ভব অনুসরণ করে একটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়া/ পদ্ধতি (গ্রিভ্যান্স রিড্রেস মেকানিজম, জিআরএম) গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে সিআইসি কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতাদের (মাঝি নামে পরিচিত) মাধ্যমে ডিআরপিদের বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে থাকে। এই প্রকল্পটি এই স্বেচ্ছাসেবকদের নেটওয়ার্ককে সরকারের প্রধান ডিআরপি সংশ্লিষ্ট কাঠামো হিসাবে গণ্য করতে সহায়তা করবে। এই কৌশল শেষ সময়ের ডেলিভারি টুল হিসাবে কাজ করবে যা এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআরকে পরিবর্তিত যোগাযোগ ব্যবস্থা (টিওটি কৌশলগুলির মাধ্যমে) ও অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়াসহ কার্যক্রমগুলিকে মূলধারার সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করবে। স্বেচ্ছাসেবকরা একটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিকর এবং প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন যেখানে এই প্রক্রিয়াতে নারী ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে যথাযথ বিবেচনার মধ্যে রাখা যায় । প্রকল্পটি ডিআরপিদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থার কাজটি সহজতর করতে একটি বিশেষায়িত সংস্থা (এসএ)কে অর্থায়ন করবে। উক্ত বিশেষ সংস্থা অভিযোগের রেকর্ডিং এবং প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য সিআইসি অফিসে অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োজিত করবে। সংস্থাটি ডিআরপিদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটি সহজতর, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে: (i) স্বেচ্ছাসেবীদের নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ; (ii) পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং কার্যক্রম; (iii) নির্দিষ্ট সময় পরপর সিআইসি এবং স্বেচ্ছাসেবক বৈঠক; এবং (iv) আইইসি উপকরণ বিতরণ। প্রকল্পটির জিআরএম প্রতিষ্ঠা, পর্যবেক্ষণ এবং মূলধারায় অন্তর্ভুক করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গৃহীত হবে:

(i) প্রোটোকল নকশা; (ii) ম্যানুয়াল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা (ম্যানুয়াল ফর্ম এবং নিবন্ধক, প্রশিক্ষণ এবং প্রসার); (iii) জিআরএম ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার উন্নয়ন; (iv) ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নয়ন (সফটওয়্যার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, টেলিফোন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ); (v) কার্যক্রম পরিচালনার স্থান (ডেস্ক এবং চেয়ার); এবং (vi) অভিযোগ হটলাইন (পরিষেবা চুক্তি)।

প্রকল্পটিতে আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু কার্যক্রম থাকবে। এলজিইডির সাইক্লোন প্রতিরক্ষায় নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ কার্যক্রম এই প্রকল্পের আওতায় চলমান থাকবে যেখানে লোকজন সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকল্পটিতে নির্মাণ কাজের স্বার্থে স্থানীয় শ্রমিকদের প্রয়োজন হতে পারে, যা শ্রম আইন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে না চলার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

এই ইএসএমএফের আওতায় ঠিকাদার শিশু শ্রমিকদের কোন ধরনের কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না, এছাড়াও শ্রমিক এবং শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ (লেবার ইনফ্লাক্স) সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধান, ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের অধীনে ঠিকাদারের বাধ্যতামূলক করণীয় কাজের মূল্যায়ন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদির পর্যালোচনা এবং নির্দেশনা না মেনে চললে তার প্রতিকার হিসেবে করণীয় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কফেয়ার কর্মসূচিটি এমনভাবে সাজানো হতে হবে যাতে ১৪-১৮ বছরের বয়স্ক শিশুদের কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা হবে না এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রম কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু এই কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩.২ বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতিমালা এবং ইএইচএস নির্দেশিকা

৩.২.১ নিরাপত্তা নীতিমালা

পরিবেশগত মূল্যায়ন (ওপি / বিপি ৪.০১), প্রাকৃতিক আবাসস্থল (ওপি / বিপি ৪.০৪), বন (ওপি / বিপি ৪.৩৬), ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ (ওপি / বিপি ৪.১১), অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ওপি / বিপি ৪.১২) এবং বিপি / ওপি ৭.৫০ (আন্তর্জাতিক জলপথ প্রকল্প) এই প্রকল্পে অনুসৃত হবে । নদীতীরের ব্যতিক্রমতা নিয়ে ব্যাংকের আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ অনুমোদন লাভ করা হয়।

৩.২.২ পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা

প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন - প্রবেশযোগ্য সড়ক নির্মাণ, দুর্যোগ প্রতিরক্ষায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বিকল্প ধরনের রান্নার চুলার অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি কাজ করা হবে; যা সামগ্রিকভাবে ডিআরপির প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্ভাব্য অগ্নি দুর্ঘটনার প্রবণতা হ্রাস করবে। একইসাথে ডিআরপি এবং হোস্ট কমিউনিটি উভয়কেই মৌলিক সুবিধাদি প্রদান করবে এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধারে কাজ করবে।

কার্যক্রমের ধরনের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত ইএইচএস এবং শিল্প খাত নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবেঃ

১। সাধারণ ইএইচএস নির্দেশিকা
২। নির্মাণ উপাদানের জন্য ইএইচএস নির্দেশিকা
৩। বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন জন্য ইএইচএস নির্দেশিকা

৩.৩ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি

পরিবেশগত বহুসংখ্যক চুক্তিতে(এমইএ) বাংলাদেশের স্বাক্ষর রয়েছে। এই চুক্তিগুলি এমইএ তার সদস্য দেশগুলিতে ধরন অনুসারে আবশ্যিক শর্ত এবং বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। তথাপিও, বেশিরভাগ এমইএ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে কম গুরুত্ব পাচ্ছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অস্তিত্বহীন। কিছু প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং কনভেনশনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ যেগুলির অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্প এলাকাতে বিপন্ন এশিয়ান হাতির মূল আবাসস্থল রয়েছে যা সিআইটিইএসের পরিশিষ্ট ১ এ তালিকাবদ্ধ। পরিশিষ্ট ১ এ সিআইটিইএস-তালিকাভুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতির তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রজাতিগুলি প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং সিআইটিইএস এই প্রজননের স্থানগুলিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে থাকে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে না হলে, যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য হলে ব্যতিক্রম হতে পারে।

- রামসার কনভেনশন ১৯৭১
- ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন ১৯৭২
- বন্যপ্রাণী ও প্রাণিসম্পদ (সিআইটিইএস) ১৯৭৩ এর বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কনভেনশন
- ১৯৭৯ সালের বন্য প্রাণীদের পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণে কনভেনশন
- বায়ো ডাইভার্সিটি কনভেনশন ১৯৯২

উপরে উল্লেখিত সকল আন্তর্জাতিক আইনি ইন্সট্রুমেন্টে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে।

৪ পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইন

প্রকল্প এলাকায় এবং প্রভাবিত মানুষের পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইন তথ্য এই অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

৪.১ ভৌত পরিবেশগত বেসলাইন

৪.১.১ জলবায়ু

এই অঞ্চলের জলবায়ু গ্রীষ্মমন্ডলীয়, বছরে ঋতু পরিবর্তন হয় ৪ বার - প্রাক মৌসুমী (মার্চ থেকে মে), মৌসুমী (জুন থেকে সেপ্টেম্বর), মৌসুমী পরবর্তি (অক্টোবর থেকে নভেম্বর), এবং শুষ্ক ঋতু (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী)। প্রকল্প এলাকাটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং জোয়ারের প্রবণতার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। বঙ্গোপ্সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলি সাধারণত এপ্রিল-মে এবং মাঝে মাঝে অক্টোবর-নভেম্বরে উপকূলে আঘাত করে এবং মানব বসতি, গাছপালা ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।

প্রকল্প এলাকা এবং দেশের সাধারণ মাসিক বৃষ্টিপাতের তুলনামূলক নমুনা চিত্র ৪.১ এ দেখানো হল।

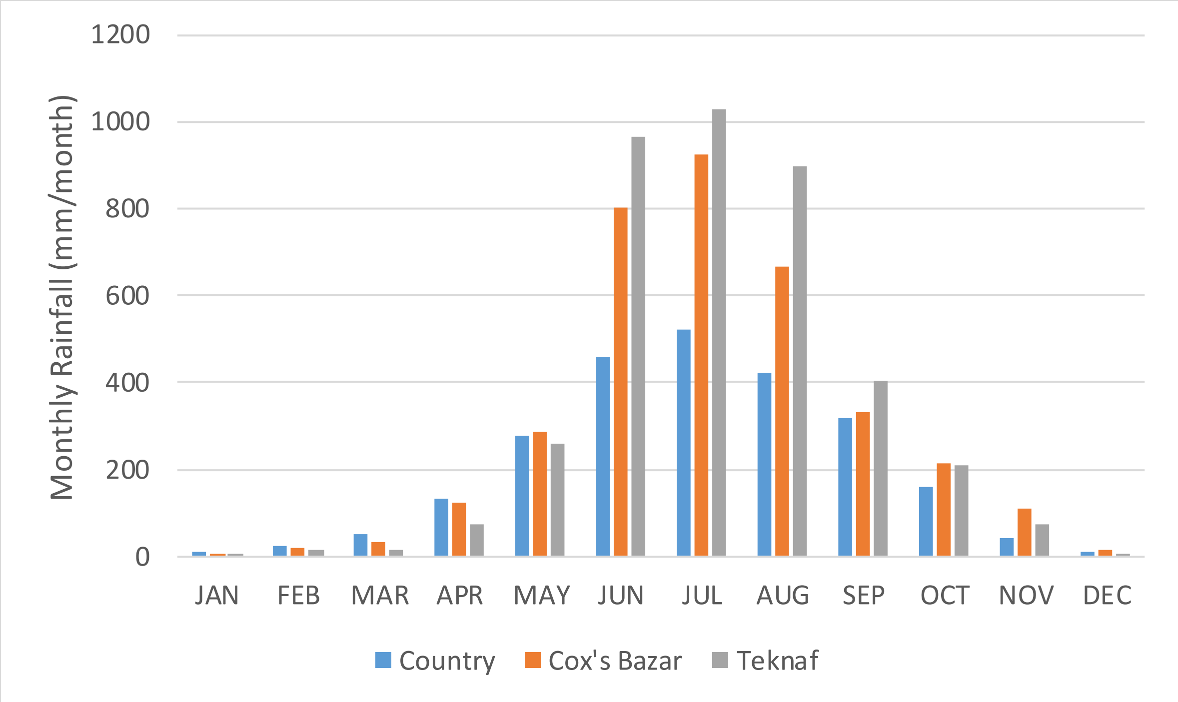

চিত্র ৪.১ - মূল্যায়নকৃত এলাকায় বৃষ্টিপাত প্যাটার্ন

কক্সবাজারে বার্ষিক বৃষ্টিপাত জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রায় ৪৫% বেশি। টেকনাফে বার্ষিক বৃষ্টিপাত জাতীয় গড়ের তুলনায় ৬৫% বেশি। উভয় স্থানেই জাতীয় গড়ের তুলনায় মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উচ্চতর তীব্রতা স্পষ্ট। আরেকটি পরিষ্কার প্যাটার্ন কক্সবাজারে বৃষ্টিপাত শুরু হয় দেশের বাকি অংশের তুলনায় কিছুটা দেরিতে এবং টেকনাফে শুরু হয় আরো দেরিতে (সাধারণত জুনে)।

৪.১.২ হাইড্রোলজি

পরিবর্তিত ভুমিরুপ এবং ভূসংস্থানের দরুন প্রকল্পের এলাকার হাইড্রোলজির প্রকৃতি জটিল। উপকূলীয় পাহাড়ী অঞ্চলগুলি থেকে প্রবাহিত সুপেয় পানি এবং বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের সময় প্রবাহিত পানির মধ্যে সংযোগ রয়েছে। বৃষ্টিপাত এবং উঁচুভূমি থেকে প্রবাহিত পানি এবং সমতলের মাঝে বিক্ষিপ্ত উঁচু-নিচু অবস্থান বনাঞ্চলে ভুপৃষ্ঠস্থ হাইড্রোলজির ধরন নিয়ন্ত্রন করে। এলাকাটি উপত্যকা, সংকীর্ণ খাত বা নালা দ্বারা আবৃত এবং ১৪৯ টি পানির প্রবাহধারা দিয়ে বৈশিষ্টপুর্ণ যা পূর্ব দিকে নাফ নদীতে পতিত হয়।

প্রকল্প এলাকার পাহাড়ী ঢাল এলাকার হাইড্রোলজির দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যেখানে অনেকগুলি ঝিরি দিয়ে পানি পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরে এবং পূর্ব দিকে নাফ নদীতে পতিত হয়। সমুদ্র উপকুলের দিকে (পশ্চিম অংশে) অনেকগুলি ছোট এবং বড় খাল রয়েছে যেগুলি পাহাড়ী ঢালুভূমি থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত। প্রধান খালগুলি হল: রেজু, ইনানী, মানখালী, রাজকোরা এবং মাঠভাঙ্গা। এখানে কিছু অগভীর খাদ এবং জলাভূমি রয়েছে যা পরিযায়ী পাখি, মাছ, এবং স্থানীয় জীবিকার উৎস।

৪.১.৩ হাইড্রজিওলজি

প্রকল্প এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশ ভিন্ন। অঞ্চলটি ইউএনডিপি এর ১৯৮২ সালের শ্রেণীবিভাগের অধীনে জোন এন এর অংশ, যা লিথোলোজি, পুরুত্ব, পাথুরে গঠন আর এর নিঃসরণ সক্ষমতা এবং জলস্তরের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির প্রকৃতি জটিল যা তলদেশের জটিল স্তরবিন্যাসকৃত টারসিয়ারি পলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যপুর্ণ। এই এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থায় কোনও আর্সেনিক সমস্যা নেই এবং জল উত্সগুলির দূষণের জন্য পঃয়নিষ্কাশণ জনিত দূষণ সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।

উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চ মাত্রায় লবণাক্ততা বিদ্যমান। টেকনাফ এলাকা সাধারণত অগভীর কুয়ার (৪০০ ফিটের চেয়ে কম) জন্য অনুপযুক্ত। সামগ্রিকভাবে, টেকনাফ এলাকায় বড়ো পরিসরে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের সম্ভাবনা কম।

৪.১.৪ পানির উৎস

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পানির প্রধান উৎসগুলি: ভুপৃষ্ঠস্থ পানি (খাল, পুকুর, রাবার বাঁধ); ভূগর্ভস্থ পানি (উৎসকূপ, কুয়া) বা হাত নলকূপ খনন করা এবং ভুপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের সমন্বয় (আর্তেজিয়ান কুয়া; খনন করা কুয়া, হাতলযুক্ত নলকূপ); ভূপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভস্থ পানি (ছরা এবং কুয়া; অথবা পুকুর এবং কুয়া)। ডিআরপিদের প্রধান পানির উৎস প্রধানত টিউবওয়েল এবং কিছু ক্ষেত্রে খাল। যেখানে পানির উৎসগুলি সাধারণ ডিআরপি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ই ব্যবহার করে, সেখানে সীমিত পানির উপর যথেষ্ট চাপ রয়েছে।

৪.১.৫ বাতাসের প্রকৃতি

সার্বিকভাবে, শিল্প এলাকা বা তীব্র যানবাহনের চাপ না থাকায় প্রকল্প এলাকার বায়ু অনেকটাই দূষণমুক্ত। কিছু ধুলোজনিত দূষণ শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মে) নির্মাণ সাইট এবং ইট ভাটার কাছাকাছি ঘটে। পর্যটন মৌসুমে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তায় শব্দদূষণ এবং যানবাহনজনিত দূষণ বৃদ্ধি পায়। বায়ু মানের বিস্তারিত বেসলাইন তথ্য অপ্রতুল।

৪.১.৬ মাটি এবং ভূমিরুপ

এই অঞ্চলের মাটি বিশেষত, পাহাড়ের মাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঙ্করযুক্ত এবং দেশের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম পরিপক্ক এবং ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধ্বস প্রবণ। এই অঞ্চলে ভূমিধসের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ক্যাম্প এলাকায় এবং আশেপাশে ভূমিধ্বসের উল্লেখ রয়েছে, উদাহরনস্বরুপ - ১৬ থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ এর মধ্যে ২১ টি ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটেছে।

মৃত্তিকা সংগঠন পলি থেকে পলি-দোআঁশ মাটির উপরের স্তরে এবং বেলে-দোআঁশ থেকে কঙ্করযুক্ত বেলে পাহাড়ী এলাকায়। বনভূমিতে, দোআঁশ এবং বেলে-দোআঁশ মাটি উর্বর, এবং বেলে মাটি খনিজ লোহাযুক্ত যার ফলে মাটি লাল বা হলুদ রংএর হয়। অসংহত পাথর থেকে জাত পাহাড়ী মৃত্তিকাস্তর সাধারণত গভীর, এবং সম্ভবত এই অঞ্চলের প্রাচীনতম মৃত্তিকা, যদিও সমৃদ্ধ পাথর থেকে গঠিত পাহাড়ি মাটি শক্ত বেলেপাথর, কর্দমশিলা, এবং পাললিক শিলা সমৃদ্ধ। শক্ত বেলেপাথর থেকে বিকাশ হওয়া মৃত্তিকা সাধারণত বেলে-দোআঁশ থেকে পলি-দোআঁশ হয়ে থাকে এবং কর্দমশিলার মাটি পলি-দোআঁশ হয়ে থাকে। সাধারণত, টিপাম সুরমা গঠনের মাটি ডুপিটিলা গঠনের মৃত্তিকার চেয়ে কম পরিমাণে অম্লীয়।

উখিয়া ও টেকনাফের বনভূমিতে বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্বলিত কম ঢালযুক্ত পাহাড় রয়েছে। এগুলি প্লায়োসিন এবং মায়োসিন যুগের। উচ্চ টারশিয়ারি শিলা পাহাড়ের তিনটি প্রতিনিধি হল সুরমা, টিপাম ও ধুপিটিলা। ডুপিটিলা প্লায়োসিন যুগের, যা স্তরীভূত শিলা পাহার, বেলে ও বেলেপাথরে গঠিত, এর সাথে সূক্ষ্ম কর্দমশিলা, পাললিক শিলা, প্লিনথিটিক এবং লেটারিকিক লেয়ার মিশে থাকে। পলল মাটি ক্ষয়প্রবণ। মায়োসিন যুগের অন্তর্ভূক্ত হলো প্রাচীনতম সুরমা গঠন যা উত্তলভঙ্গসমূহের কেন্দ্রে এবং উপত্যকায় অবস্থিত।

৪.১.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রকল্প এলাকার নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বিপদগুলির রেকর্ড রয়েছে: নদী বন্যা, ফ্ল্যাশ বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড় এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ। প্রকল্প এলাকায় নদীর বন্যা প্রধানত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ঘটে। ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভূমিধস এপ্রিল এবং মে মাসে ঘটে। জলোচ্ছাস মে, জুন, অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে হয়। লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ঘটতে থাকে।

৪.২ বেসলাইন জৈব পরিবেশ

৪.২.১ স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বনভূমি গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরহরিৎ এবং আধা-চিরহরিৎ বন দ্বারা আচ্ছাদিত, যার প্রধান বৃক্ষ গর্জন। মানব কার্যকলাপের দরুন পাহাড় বনশুন্য হয়ে তা সান-ঘাস, গুল্ম এবং ঝোপঝাড় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখনও এলাকায় সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রয়েছে, বিশেষত সুরক্ষিত এলাকায়।

গত দুই দশকে উখিয়া ও টেকনাফের বনভূমি কমে গিয়েছে অথবা মানুষের প্রয়োজনে সাফ করা হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (টিডব্লিউ) এর বনভূমি ৪৬% কমে গেছে, ৩৩০৪ হেক্টর থেকে ১৭৯৪ হেক্টরে পরিণত হয়েছে। তবে গুল্ম বনভূমি ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে 6,263 হেক্টর থেকে 7,8২4 হেক্টর হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা জীব বৈচিত্র্যে প্রচুর পরিবেশগত সম্পদ এবং সৌন্দর্য সমৃদ্ধ । এ অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ আছে। এলাকাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি হল নান্দনিক সমুদ্র সৈকত যা বিশ্বের দীর্ঘতম অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত। সমুদ্র সৈকতে পাঁচ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ রয়েছে যেমন জলপাই রাইডলি কচ্ছপ (লেপিডোচেলেস অলিভেসি), সবুজ কচ্ছপ (চেলোনিয়া মাদাস), হাক্সব্রিল কচ্ছপ (এরেটোমচেলস ইমব্রিকেট), লগারহেড কচ্ছপ (ক্যারেটা ক্যারেটা) এবং চামড়া ফিরে কচ্ছপ (ডেমোকেলিস কারিয়াছিয়া)। সমুদ্র সৈকত জুড়ে মাডফ্ল্যাট এবং বালিয়াড়ি এই এলাকার অন্যান্য দুটি পরিবেশগত সম্পদ। টেকনাফের মাধ্যমে কক্সবাজারের তীরে আইপোমিয়ায় পেস-ক্যাপ্রাই সমৃদ্ধ বালিয়াড়ি বুনো গাছ সমুদ্র সৈকতে বালু ধরে রেখে উচ্চতা বৃদ্ধি করে সমুদ্র সৈকতটিকে মাটি-ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। এটা কচ্ছপ প্রজননেও সহায়ক। কক্সবাজার অঞ্চলে রোপণ করা ঝাউ (কাসুয়ারিনা ইকুইটিটিফোলিয়া) এবং বেন (আভিসেনিয়া অফিসিয়ালিস) গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি উল্লেখযোগ্য ভূমি রয়েছে। এই গাছপালা কারণে একটি বড় বালিয়াড়ি গঠন পরিলক্ষিত হয়।

১৯৮০ সালে ঘোষিত হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের অধীনে ১৭২৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এখানে ৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ১৩ জাতের উভচর, ২৮৬ প্রজাতির পাখি, এবং ১০০ টিরও বেশি প্রজাতির গুল্ম, ঘাস, বেত, বাঁশ, ফার্ন ও ঔষধি জাতের গাছ রয়েছে। জলপ্রপাত হিমছড়ির সৌন্দর্যের একটি বড় অংশ। এখানে প্রতি বছর আরো দুই মিলিয়ন পর্যটক ভ্রমণ করে। এই পার্কটির জীববৈচিত্র্য বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কারণে হুমকির সম্মুখীন। রোহিঙ্গা সংকটের দূরবর্তী প্রভাব এই বনে লক্ষনীয় রয়েছে। বিশেষত, বাঁশ এবং জ্বালানী ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে এই বন থেকে বাঁশ ও জ্বালানি সংগ্রহ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কছে বিক্রি করে, যা বনজ বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব ফেলছে।

কক্সবাজার শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে, কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের অধীনে ইনানী সুরক্ষিত এলাকার অবস্থান, ২১°৬- ২১°১৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°৩ - ৯২°৭ পুর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এটি ৭৭০০ হেক্টর আয়তনের চিরহরিৎ এবং আধা-চিরহরিৎ গ্রীষ্মমন্ডলীয় সংরক্ষিত বনভূমি। এর মধ্যে ইনানী ও উখিয়া বনভূমি উভয়ই আন্তর্ভূক্ত। যদিও ইনানী বনভূমি পূর্বে জীববৈচিত্র্য দিয়ে সমৃদ্ধ ছিল, বর্তমানে এ বনে প্রধান গাছপালা হচ্ছে ঔষধি, গুল্ম, এবং ঝোপঝাড়। গত তিন দশকে ঘন বন ৭০% থেকে ৩০% এ কমে গিয়েছে। ঝোপের মধ্যে সান-গ্রাস এবং বাঁশ এর আধিপত্য লক্ষ্যনীয়। ইনানি সুরক্ষিত এলাকায় ৯৩ টি উদ্ভিদ পরিবারের অধীনে ৪৪৩ টি উদ্ভিদ প্রজাতির রয়েছে। একটি জিম্নোস্পার্মিক গাছ প্রজাতি, বানসপাতা (পডোকারাপাস নিরিফোলিয়া) এখনও এই জঙ্গলে পাওয়া যায় যা একটি বিরল প্রজাতির গাছ। উদ্ভিদের প্রজাতির মধ্যে ঔষধি ১৪০ (৩২%) জাতের, গুল্ম ৮৫ (১৯%) জাতের, বৃক্ষ ১৫১ (৩৪%) জাতের, বৃহৎ-বৃক্ষ ৬০ (১৩%) জাতের, এবং এপিফাইট ৭ (২%) জাতের । এই বনে ৬ টি গোত্রের ২৯ টি প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। উভচর প্রাণীগুলির মধ্যে ১২ টি বিরল প্রজাতির, ৯ টি সাধারণ প্রজাতির এবং ৮ টি খুব সাধারণ প্রজাতির । এখানে ৫৮ টি সরীসৃপের প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ৫ টি কচ্ছপ (৯%), ২১ টি গিরগিটি (৩৬%), এবং ৩২ টি সাপ (৫৫%)। আরণ্যক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা অনুযায়ী এই বনের পাওয়া ৩৪ টি সরীসৃপ (৬০%) বিরল প্রজাতির, ১৮ টি (৩১%) সাধারণ প্রজাতির এবং ৬ টি (১০%) খুব সাধারণ প্রজাতির। এই বনে ২৫৩ পাখির প্রজাতি রয়েছে যার মধ্যে ১৯৫ টি স্থানীয় প্রজাতির (৭৭%) এবং বাকি ৫৮ পরিযায়ী প্রজাতির (২৩%)। পাখির মধ্যে ৪৪ টি প্রজাতি খুব বিরল (২৩%) এবং ৬৮ টি বিরল (৩৫%)। এই জঙ্গলে মোট ৩৯ টি স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া গেছে, এদের মধ্যে ১২ টি মাংসাশী, ১১ টি শকাহারী, ৭ টি বাদুর এবং ৪ টি প্রাইমেট প্রজাতির। এই বনের ৬১% স্তন্যপায়ী বিরল বা খুব বিরল প্রজাতির (আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০১৬)। যদিও বর্তমান রোহিঙ্গা আনুপ্রবেশের ইনানী সুরক্ষিত এলাকায় সরাসরি প্রভাব নেই, তবুও অনুমান করা হয় যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জ্বালানি চাহিদা পূরনের জন্য ইনানী সুরক্ষিত এলাকা থেকে বাঁশ এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ও বিক্রি করা হচ্ছে।

আইইউসিএন (২০১৬) অনুসারে, কক্সবাজার জেলা দক্ষিণ অঞ্চলে ৫০-৭৮ বন্য হাতি রয়েছে (যার মধ্যে উখিয়ায় ৫ টি বনভূমি এবং টেকনাফে ৪ টি বন বিভাগের রেঞ্জ পরে)। আকস্মিক রোহিঙ্গা আগমনের কারণে ৪০ টি হাতি ক্যাম্পে এলাকার আশেপাশে আটকা পড়েছে। সম্প্রতি, আইইউসিএন ক্যাম্প এবং ক্যাম্পের আশেপাশে হাতির ব্যাপক উপস্থিতি নিরূপনের জন্য জরিপ সম্পন্ন করেছে (চিত্র ৪-২ এবং চিত্র ৮-৩)।

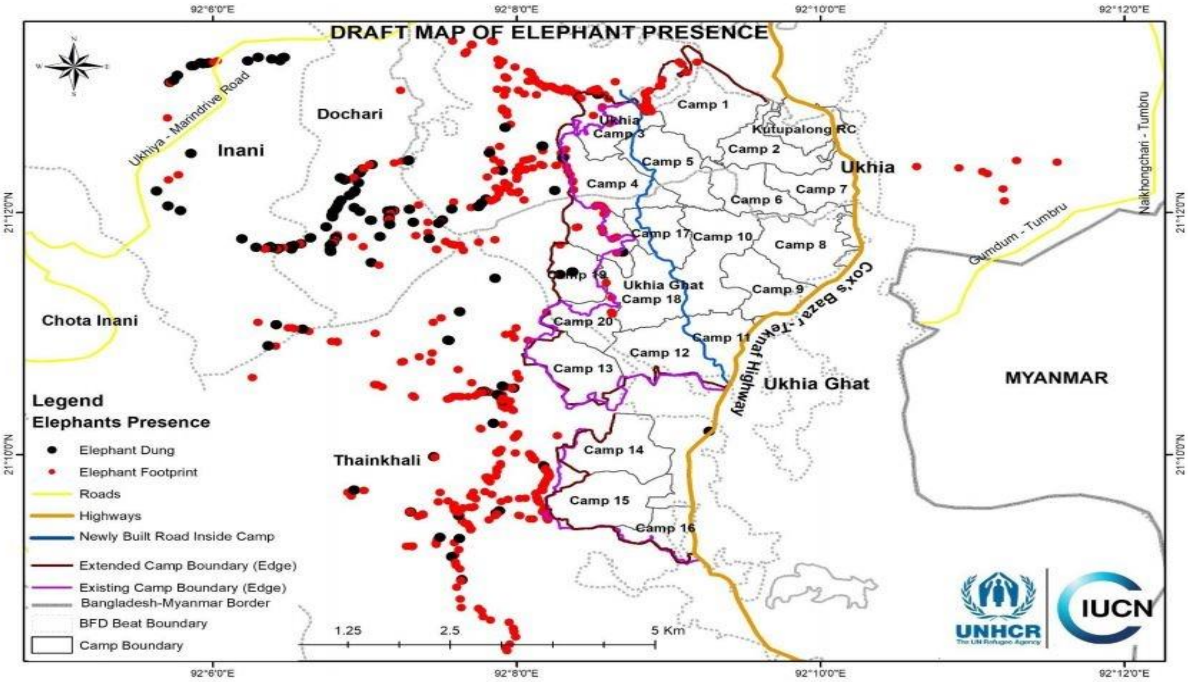

চিত্র ৪.২ - উখিয়া এলাকায় ক্যাম্পের কাছে বন্য হাতির উপস্থিতি

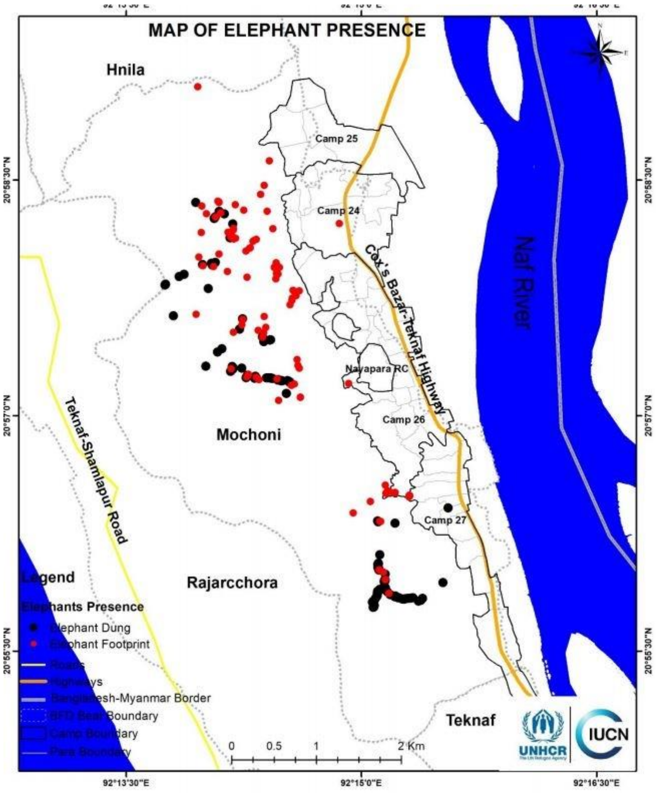

চিত্র ৪.৩ - টেকনাফ এলাকায় ক্যাম্পের কাছে বন্য হাতির উপস্থিতি

৪.২.২ জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী

১৯৯০ সালে নাফ নদী মোহনায় মৎস্যজাতীয় প্রাণীর জরিপ রেকর্ডে ১২৩ টি মাছের প্রজাতি, ২০ টি চিংড়ি প্রজাতি, ৩ টি কাঁকড়া প্রজাতি, এবং ২ টি গলদা চিংড়িং প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রচুর ছোট জাতের মাছ এখানে দেখা যায়। সমুদ্রের নিকটবর্তিতা এবং ব্যাক জলের কারনে, এই অঞ্চলের মানুষ মৎস্য এবং চিংড়ি চাষ করে। এছাড়া লবণ চাষের ও প্রচলন রয়েছে।

৪.৩ সামাজিক-অর্থনৈতিক বেসলাইন

৪.৩.১ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা

২০১১ সালের আদমশুমারি তথ্যের ভিত্তিতে নীচের টেবিলে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বেসলাইন আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৪.১ - ২০১১ সালের আদমশুমারি থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য সারাংশ

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
ইউনিয়ন সংখ্যা	৫	৬
মৌজা সংখ্যা	১৩	১২
গ্রাম সংখ্যা	৫৪	১৪৬
জনসংখ্যা	২০৭,৩৭৯	২৬৪,৩৮৯
অঞ্চলের পরিমাণ (একর)	৬৪,৬৯৪	
জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে মানুষের পরিমাণ)	৭৯২	৬৮০
পরিবার সংখ্যা	৩৭,৯৪০	৪৬,৩২৮
পুরুষ জনসংখ্যা	১০৪,৫৬৭	১৩৩,১০৬
নারী জনসংখ্যা	১০২,৮১২	১৩১,২৮৩
নারী পুরুষ অনুপাত	১০২	১০১
পরিবারে সদস্য সংখ্যা (গড়)	৫.৪	৫.৭
শিক্ষার হার	৩৬.৩	২৬.৭
ভোটার সংখ্যা	১০০,০০০	১১৭,০০০
মুসলিম জনসংখ্যা	১৮৯,৮২১	২৫৮,২৪৫
হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা	৪,৩৪০	২,৯৬৭
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা	১৩,০০০	৩,০৮৯
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা	৩১	৯
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা	৮৭	৭৯
বিবাহিত পুরুষ সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	৫৩.১	৫২.৬
অবিবাহিত পুরুষ সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	৪৬.৪	৪৭
বিবাহিত নারী সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	৬০.১	৬০.৩
অবিবাহিত নারী সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	৩৩.৭	৩৪.২
বিপত্নীক পুরুষ সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	০.৪	০.৪
ডিভোর্সড পুরুষ সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	০.১	০.১
বিধবা নারী সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	৫.২	৪.৭
ডিভোর্সড নারী সংখ্যা (১০ বছরের বেশি বয়স্কদের জনসংখ্যার শতাংশে)	০.৯	০.৭
মূক প্রতিবন্ধী সংখ্যা (জনসংখ্যার শতাংশে)	০.২	০.২
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংখ্যা (জনসংখ্যার শতাংশে)	০.২	০.৪
বধির প্রতিবন্ধী সংখ্যা (জনসংখ্যার শতাংশে)	০.১	০.১
শারীরিক প্রতিবন্ধী (জনসংখ্যার শতাংশে)	০.৪	০.৬
মানসিক প্রতিবন্ধী সংখ্যা (জনসংখ্যার শতাংশে)	০.১	০.২
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সংখ্যা (জনসংখ্যার শতাংশে)	০.১	০.১
কুটির শিল্প সংখ্যা	৫১৯	৯৮
কুটির শিল্পের সাথে জড়িত জনসংখ্যা	১,০৩৮	৩০৬
বাঁশ এবং বেত শিল্প সংখ্যা	৪৮০	৩৮
বাঁশ এবং বেত শিল্পে জড়িত জনসংখ্যা	১,০০০	১১৪
কাঠের আসবাবপত্রের কারখানা সংখ্যা	১৫০	৭০
কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণে জড়িত জনসংখ্যা	৯৭০	২৮০

উৎসঃ বিবিএস (২০১৪) কমিউনিটি রিপোর্ট অফ ২০১১, পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেনসাস – কক্স বাজার জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিবিএস (২০১৩) জেলা পরিসংখ্যা ২০১১ – কক্স বাজার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সারণী ৪.২ - ২০১১ সালের আদমশুমারি থেকে অবকাঠামো ও সুবিধার সারসংক্ষেপ

পরিসংখ্যান	উখিয়া	টেকনাফ
সমগ্র রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	৪৫৯	৫১৩.১৪
পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	৯৪	৮০.৪৯
আধা পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	১০৮	৭৪.৩৯
কাচা রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	২৮৪	৩৫৮.২৬
বাঁধের উপর নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	০	২২
রেলপথের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	০	০
বর্ষাকালে পানি পথের দৈর্ঘ্য (নদী এবং খাল, কি.মি.)	১৫	২৮
বছরজুড়ে চলাচলযোগ্য পানি পথের দৈর্ঘ্য (নদী এবং খাল, কি.মি.)	১৫	২৮
সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০	১
বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০	৭
কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	১৫	১২
পানি পানের উৎস – ট্যাপ (পরিবারের শতাংশে প্রকাশিত)	০.৮	১.১
পানি পানের উৎস – নলকূপ (পরিবারের শতাংশে প্রকাশিত)	৮২.৮	৭৮.৭
বিদ্যুৎ সংযোগ	২৩.২	২৫.৫
ওয়াটার সীল সহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন (পরিবারের শতাংশে প্রকাশিত)	৬.১	৭.৭
ওয়াটার সীল ছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন (পরিবারের শতাংশে প্রকাশিত)	২৮.০	৩৬.৭
অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন (পরিবারের শতাংশে প্রকাশিত)	৪৩.৬	৪২.২
স্যানিটেশন সুবিধাহীন (পরিবারের শতাংশে প্রকাশিত)	২২.৩	১৩.৪

উৎসঃ বিবিএস (২০১৪) কমিউনিটি রিপোর্ট অফ ২০১১, পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেনসাস – কক্স বাজার জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিবিএস (২০১৩) জেলা পরিসংখ্যা ২০১১ – কক্স বাজার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

উখিয়ার স্থানীয় লোকজনের মধ্যে একটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হচ্ছে মাছ শিকার। একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে ৬০ জন জেলেদের ৫০% এর কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এবং শুধুমাত্র ৪.৭% জেলের মাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫২% আধা পাকা বাড়িতে বাস করে; ৭০% নলকূপ থেকে পানি পান করে এবং ৭১ জনের স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় ২০% উত্তরদাতাদের স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা নেই। বারো মাস মাছ ধরার কার্যক্রম এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে তাদের মাসিক আয় ৩০০০-৬০০০ টাকার মধ্যে (৪৫.৫% উত্তরদাতা)।

টেকনাফে ১০৫ জন জেলের মধ্যে একটি জরিপে দেখা গেছে যে প্রায় ৬০% জেলে ৩০ বছরের নিচে, ৩০% ৩০ থেকে ৩৯ বছর এর মধ্যে, এবং বাকি ১০% এর বয়স ৪০ বছরের বেশি। শিক্ষার মাত্রা অনুসারে, ৬৩% আক্ষরজ্ঞানশূন্য, ১৯% তাদের নাম লিখতে পারে, ১৫% প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা পেয়েছিল এবং ৪% মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছিল। প্রান্তিক এবং অ- প্রান্তিক জেলেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয় বৈষম্য বিদ্যমান। ২৫% জেলেদের আধা-নির্মিত স্যানিটারি ল্যাট্রিন রয়েছে এবং ১০% জেলেদের কোন স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। বেশিরভাগ জেলে (৬৫%) অনির্মিত স্যানিটারি সুবিধা আছে।

৪.৩.২ ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ

প্রকল্প এলাকা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সমৃদ্ধ এবং জনপ্রিয় পর্যটন অবস্থান। উখিয়া উপজেলায় জাদিমুরা বৌদ্ধ বিহার (রাজা পালং ইউনিয়নে) রয়েছে; পাইনাশিয়া জামে মসজিদ, উখিয়া জামে মসজিদ, কালী মন্দির, ১৮ কিমি দীর্ঘ ইনানী সাগর এবং টেক পাথরের এর বৌদ্ধমূর্তি (পটুয়া) রয়েছে। টেকনাফ উপজেলায় একটি বৌদ্ধ মন্দির (নাইটং হিল), মাথারিন কুপ (মথিনের কুয়া, ১৮৫৪) এবং কানা রাজার সুড়ঙ্গ রয়েছে। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং পর্যটক স্থানগুলি ছাড়াও মেরিন ড্রাইভ যোগাযোগ ও পর্যটন প্রসারের জন্য একটি অনন্য অবকাঠামো। বিশ্বের সবচেয়ে অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার একটি বিখ্যাত ও জাতীয় পর্যটন কেন্দ্র। গত কয়েক বছরে কক্সবাজারের পর্্যটন ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা গেছে এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। পর্যটকেরা সমুদ্র সৈকত বরাবর হাঁটা, সমুদ্র স্নান এবং বার্মিজ স্টলগুলিতে কেনাকাটা করে থাকে। বেশিরভাগ পর্যটক সাধারণত লাবনী পয়েন্টে সমুদ্র সৈকত, কলাতোলি পয়েন্ট এবং ইনানী ও হিমছড়ি পার্কে ভ্রমণ করে। এছাড়াও মহেশখালী দ্বীপ, টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিনও নিকটবর্তী পর্যটন স্থান।

৪.৪ সামাজিক বেসলাইন

৪.৪.১ জনমিতিক পরিস্থিতি

পূর্বে আনুমানিক অর্ধ মিলিয়ন পরিবার কক্সবাজারে বাস করত, জনসংখ্যা ছিল ২.৭ মিলিয়ন, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১.৭ শতাংশ। টেকনাফ ও উখিয়া কক্সবাজারের সবচেয়ে কম জনসংখ্যার উপ-জেলা, যথাক্রমে ০.৩১ মিলিয়ন এবং ০.২৪ মিলিয়ন। এই দুই উপ-জেলায় আনুমানিক জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৭৯১ এবং ৯২১ জন প্রতি বর্গকিলোমিটার। কক্সবাজারের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য সামগ্রিক দেশ থেকে সামান্য ভিন্ন। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ০-১৪ বছর বয়সী শিশু, কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়ায় এই গড় ৭ শতাংশ বেশি। শিশু এবং তরুণ জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর অনুপাতের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, এবং উচ্চ সংখ্যক নির্ভরশীল সদস্যদের পরিবারগুলিকে সহায়তার জন্য বিনিয়োগ এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

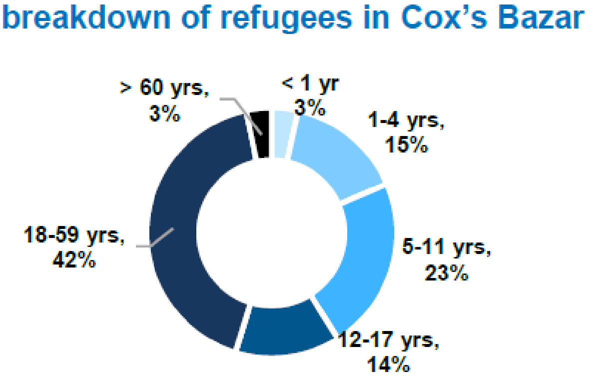

উৎস: ইউএনএইচসিআর (২০১৮)

চিত্র ৪.৪ - কক্সবাজারে ডিআরপিদের বয়স ভিত্তিক বিভাজন

৪.৪.২ অবকাঠামো

কক্সবাজারে বিদ্যুৎ সংযোগ জাতীয় গড় থেকে অনেক কম। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৮২.৫ শতাংশ পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, কক্সবাজারের দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারের জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। টেকনাফ ও উখিয়ায় এই পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৬০ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ। নবায়নযোগ্য শক্তি (সাধারণত সৌর প্যানেল) টেকনাফে ৪.২ শতাংশ এবং উখিয়াতে ১২.৩ শতাংশ পরিবার ব্যবহার করা হয়।

কক্সবাজারে রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের উপর নির্ভরতা খুব বেশি এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আগমনের পরে এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কক্সবাজারে ৯২ শতাংশ পরিবার প্রধানত রান্না করার জন্য জ্বালানি কাঠের উপর নির্ভর করে। সামগ্রিক বাংলাদেশের তুলনায় এটি ৪৪ শতাংশ। বিকল্প জ্বালানীর অপ্রতুলতা এবং বন থেকে জ্বালানি কাঠের সহজ প্রাপ্যতা এর কারন হতে পারে। সম্প্রতিক সময়ে ৭০০০টি এলপিজি সিলিন্ডার চুলা রোহিঙ্গাদের বিতরণ করা হয়েছে।

কক্সবাজারে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত নয়। চকোরিয়া বাদে কক্সবাজারের সব উপ-জেলায় পরিবহন ব্যবস্থায় মাটির সড়কের প্রাধান্য লক্ষণীয়। তবে, কিছু নতুন উন্নয়ন এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্র সৈকত বরাবর ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ রোড এখন একটি প্রধান রাস্তা যা উখিয়া ও টেকনাফকে কক্সবাজারের সাথে সংযুক্ত করেছে। অন্যদিকে, চত্তগ্রাম-কক্সবাজার-ঘুমডুম পর্যন্ত ১২৯.৬ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে।

৪.৪.৩ অবকাঠামোর উপর প্রভাব

বিপুল সুংখ্যক রোহিঙ্গা আসার কারণে স্থানীয় অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব পড়েছে। শুরুর দিকে রোহিঙ্গারা সড়ক, বাঁধ এবং সেতুর উপরে আশ্রয় নিয়েছিলা, যার ফলে স্থাপনাগুলির ক্ষতিসাধন হয়েছিল। সড়ক অবকাঠামোগুলিতে বহুীভাবে বসবাস করার কারণে এবং মানবিক সাড়াদান কাজে ভারী যানবাহন ব্যবহারের কারনে অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক, বিশেষ করে রাজাপলং-উখিয়া বাজার-কুটুপালং-বালুখালী-ওয়াইকং-নোয়াপাড়া এলাকা থেকে এবং দক্ষিণ নীলা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে যানজট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রাণ পরিবহনের জন্য যানবাহন প্রায়ই সংকীর্ণ পথের রাস্তাগুলি ব্যবহার করে। এর ফলে যানজট বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরিবহনের কারণে যান চলাচল মাঝে মধ্যে স্থগিত করা হয়। টেকনাফ ও উখিয়ায় বাসিন্দারা জানায় যে তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়কে যানজট বেড়েছে, এবং দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি রাস্তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

৪.৪.৪ শ্রম বাজারের উপর প্রভাব

কক্সবাজারে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৫৮.৪ শতাংশ, আনুমানিক জাতীয় গড় ৫৮.২ শতাংশের তুলনায় ৩.৪ শতাংশ কম। মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার আরও কম। এটি জাতীয় গড় ৩৬.৩ শতাংশের চেয়ে ১০ শতাংশ কম। আইএলও এর ২০১০ সালের আনুমানিক হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার বিশ্বব্যাপী ৪৮.৫ শতাংশের চেয়ে বেশ কম এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় ৬৯.৩ শতাংশের তুলনায় প্রায় অর্ধেক (আইএলও, ২০১৮)। কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব এবং দারিদ্রতা এবং লিঙ্গ অ-সংবেদনশীল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তাদের অংশগ্রহণে বাধা হিসাবে কাজ করে।

৪.৪.৫ শ্রম ও মজুরি উপর প্রভাব

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ সভার মাধ্যমে জানা গেছে যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রবেশের কারণে শ্রম বাজারে মজুরি পড়ে গিয়েছে। এই গবেষণার অংশ হিসাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজনও একই মত পোষণ করে। বিদ্যমান অনেক সেকেন্ডারি উৎস এবং গবেষণা থেকেও শ্রমের হারের পরিবর্তন সম্পর্কেও জানা গেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা জানায় যে মজুরির হার ৫০০ থেকে কমে ২০০ টাকা হয়ে গেছে যা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে। কিছু কমিউনিটি শ্রমিকরাও দাবি করেছে যে তারা প্রায় ৩৫০ টাকা শ্রমমজুরি পাচ্ছে। অন্যান্য উপ-জেলার শ্রম হার যেখানে রোহিঙ্গা উপস্থিতি নেই সেখানে শ্রমহার আগের মতোই, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে উচ্চতর। এর একটি কাছাছি ব্যাখ্যা হল রোহিঙ্গারা বেশিরভাগই তাদের ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় কাজ করছে। সড়ক প্যাট্রোল এবং চেক পোস্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ নিয়ন্ত্রন করা হয়। ফলে, তাদের জন্য টেকনাফ, উখিয়া এবং ক্যাম্পের আশেপাশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা সবচেয়ে সহজ।

৪.৪.৬ পুরুষ এবং নারী প্রধান পরিবারগুলির উপর প্রভাব

বিভিন্ন মাধ্যমিক তথ্য অনুসারে, নারী প্রধান পরিবারের গড় আয় পুরুষ প্রধান পরিবারের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ কম। এটিও শ্রমিক পরিবারের আয় অ-শ্রমিক পরিবারের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। পরিবারের আয়ের সাথে সম্পদের পরিমাণের ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান।

মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান পরামর্শ সভা থেকে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে পুরুষ ও মহিলা-প্রধান্ পরিবারের মধ্যে মাথাপিছু আয় অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ দাবি করেছে যে রোহিঙ্গারা আবাসনের জন্য তাদের কৃষি জমি দখল করেছে যা কৃষি থেকে তাদের আয়কে কমিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া, কৃষি জমি উত্পাদনশীলতা হারাচ্ছে।

৪.৪.৭ স্বাস্থ্য, পানি এবং স্যানিটেশন এর উপর প্রভাব

পরামর্শ সভা ও সেকেন্ডারি উৎস থেকে জানা যায় যে, কক্সবাজারের স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন অবস্থা ইতিমধ্যে দুর্বল ছিল এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর অবস্থান এটি আরও খারাপ করে তুলেছে। ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারের ক্ষতিকারক দূষণের কারণে বুলুখালী-কুটুপালং মেগা শিবিরের আশেপাশে এই পরিস্থিতি বিশেষত উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বৃষ্টির পানি দ্বারা এই মানব বর্জ্য ধুয়ে জীবাণু ছড়িয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা যেমন কাপড় ধোয়া, রান্না এবং গোসল করার জন্য পুকুর, খাল ও কুয়ার পানি ব্যবহার করে । এই উৎসের পানি গুরুতর দূষিত হয়ে গেছে। টেকনাফ ও উখিয়ায় সভায় অংশগ্রহনকারীরা জানায় যে, ভূপৃষ্ঠের পানির দূষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস এবং পানির উৎসগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ার কারণে তাদের প্রধান পানি উৎস পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তারা আরও বলেছে গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ফলে তাদের কূপ, নলকূপ এবং অগভীর পাম্প শুকানোয় উদ্ভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বেশকিছু সংখক স্থানীয় লোকজন জানায় যে, বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করার জন্য তাদের ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় হাঁটাতে হয়। দূষণ ও বর্জ্য এর অবশিষ্ঠাংশ সেচ কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। পানি বাহিত রোগ (উদাঃ কলেরা, রক্তআমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি) ক্যাম্প এবং স্থানীয় পরিবারগুলির (বিশেষ করে যারা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর ক্যাম্পের আশেপাশে বসবাস করে তাদের প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে) জন্য বড় ঝুকি।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী জানায় যে তাদের খাবার পানির অভাব রয়েছে। যে পরিমান পানি তারা গ্রহণ করে তা গোসল এবং পরিবারের অন্যান্য কাজের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাগুলি তীব্র চাপের মুখে পড়ে। এনজিও / এনজিওগুলির কাছ থেকে সমর্থনের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ক্যাম্প স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবার সুযোগ আছে। তবে জেলা জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলিতে ক্রিটিকাল রোহিঙ্গা রোগীদের চিকিৎসার জন্য রোগীর চাপ অত্যধিক বেড়ে গেছে। হোস্ট সম্প্রদায়ের লোকেদের এখন পরিষেবা পেতে আরো অপেক্ষা করতে হচ্ছে এবং গড় অপেক্ষা সময় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে।

৪.৪.৮ শিক্ষার উপর প্রভাব

রোহিঙ্গা সংকট কক্সবাজারে হোস্ট সম্প্রদায়ের শিক্ষা খাতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সংকটের শুরুর দিকে অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং শিক্ষার সরঞ্জাম হারানো যায়। স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমও কয়েক মাস ধরে ব্যাহত হয়। ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত কার্যক্রম, মেরামত ও সংস্কার পুনরায় শুরু করা যায়নি । মানবিক প্রকল্পগুলিতে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের দ্বারা কিছু স্কুল সম্পর্কিত সহায়তা / সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে এখনো পরিচালিত হচ্ছে। এই স্কুলগুলির শিক্ষা কার্যক্রম স্কুল প্রাঙ্গনে পরিচালনা করতে হচ্ছে।

অনেক এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি স্কুল / কলেজে যাওয়া শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সহায়তা প্রদানকারী এবং অনুবাদক হিসেবে নিয়োগ করছে। উচ্চ অনুপস্থিতির হার এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান সমস্যা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, টেকনাফ ও উখিয়া স্কুল ও কলেজগুলিতে অনুপস্থিতি ৬০ শতাংশ বেড়েছে। স্কুল/কলেজগুলির ৭০% শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরো লাভজনক এনজিও/আইএনজিও তে চাকরি করছে। যদিও এটা কিছু লোকের আয়-উপার্জন সুযোগের ক্ষেত্রে উপকৃত করেছে, সামগ্রিকভাবে এটা স্থানীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত করছে। এসব ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায়ও ফলাফল রেকর্ড খারাপ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সভা-পরামর্শের সময়, অনেক অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারনে মেয়েদের এবং মহিলাদের চলাচলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিছু অংশগ্রহণকারীদের মতে, এতে স্কুল উপস্থিতি হার বিরুপভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আগে, পুর্বে থেকে থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ভাষা হিসেবে ছিল। ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার অনুমতি দিচ্ছে না। পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হওয়ার কারনে রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া ক্যাম্পে সভা-পরামর্শের সময় রোহিঙ্গারা দাবি করে যে অনেক রোহিঙ্গা শিক্ষার্থী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এখন, যদি তাদের আবার প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতে হয় তবে তা তাদের শিক্ষা জীবনে নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলবে এবং তারা শিক্ষাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

৪.৪.৯ সম্ভাব্য সামাজিক সংঘাত

প্রাথমিক পর্যায়ে, হোস্ট কমিউনিটি রোহিঙ্গাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল এবং আশ্রয় এবং নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে অসন্তোষ বেড়েছে। এই উদ্বেগটি জয়েন্ট রেসপন্স প্লান ২০১৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য বেশ কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরামর্শ সভার সময় অনেক অংশগ্রহণকারী মত পোষন করেছিল যে স্থানীয় মানুষের অসন্তোষ বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত হয়েছে। টেকনাফ-উখিয়া উপদ্বীপে বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলির দিন-মজুরি কমে যাওয়া একটি প্রধান কারণ। টেকনাফ, উখিয়ায় অনেক বাংলাদেশী পরিবারের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রোহিঙ্গার ক্রমশ স্থানীয় ব্যবসার সাথে জড়িত হচ্ছে,ফলে জীবিকা কার্যক্রমের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকনাফ ও উখিয়ায়, প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন ভূপৃষ্ঠের পানি এবং বনজ সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ বেড়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করে রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে অপরাধ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের মতে তাদের এলাকায় চুরি ও ডাকাতি বেড়েছে। এই অভিযোগগুলি সত্য কিনা তার চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার হল এগুলি সামাজিক সামষ্টিক বিন্যাসকে নির্দেশ করে। দেশের অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনেও দেখা যায় যে, নিরাপত্তাহীনতা এবং অপরাধ বৃদ্ধির জন্য রোহিঙ্গাদের দায়ী করার সাধারণ প্রবণতা রয়েছে (ইউএনএইচসিআর, ১৯৯৭ এবং ২০১৭) । স্থানীয় সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষেরও খবর পাওয়া গেছে। খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে সহিংসতার ঘটনাও অন্যত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনেক পরিবার দরিদ্র। তারা এটা মনে করে যে, রোহিঙ্গাদের প্রতি সমস্ত সহায়তা ও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং এই কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার পাচ্ছে না।

৫ প্রত্যাশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব

ইএসএমএফ- এর এই অধ্যায়ে উপ-প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত (সম্ভাব্য) পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রধান সাব-প্রজেক্ট গুলি হলঃ

- স্থিতিশীল পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক উপ-প্রকল্প
    - মিনি পাইপ দ্বারা স্থিতিশীল পানি সরবরাহ স্কিম (সৌর শক্তি চালিত ফোটোভোল্টাইক পাম্প দ্বারা বিদ্যমান টিউব ওয়েল গুলির সংস্কার- এর অন্তর্ভুক্ত)
    - স্থিতিশীল টিউব ওয়েল (বিদ্যমান টিউব ওয়েল গুলির সংস্কার)
    - টেকনাফে মোবাইল ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট
    - পানি সম্পদের সহজলভ্যতা সহ পানি সম্পদ ম্যাপিং এবং পানির মানের পর্যবেক্ষণ
    - পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থার নকশাসহ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
    - ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন গুলির উন্নত পুনর্বাসন
    - জলবায়ু সহনশীল উন্নত চেম্বার কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (লিঙ্গ অনুযায়ী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা; স্নান এবং কাপড় ধোয়ার সুবিধা, পানির উৎস, সেপ্টিক ট্যাংক এবং সৌর বিদ্যুত সিস্টেম সহ)
    - ক্যাম্পগুলিতে জ্বালানি সরবরাহের জন্য মিথেন গ্যাস মজুত ও প্রক্রিয়া করার জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ
    - সমন্বিত বর্জ্য এবং পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম নির্মাণ
    - স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক প্রচার, স্যানিটেশন সচেতনতা কর্মসূচি, পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার, স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ

- মৌলিক সেবা সমূহ, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী সাড়াদান কর্মসূচি, এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধমূলক সাব-প্রজেক্ট

বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং ফায়ার সার্ভিসের জন্য ওয়্যারহাউজ(মালগুদাম)

- জলবায়ু সহনশীল বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জলবায়ু স্থিতিশীল বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সৌর বিদ্যুৎ চালিত আলো এবং জলবায়ু সহনশীল নিরাপদ সংযোগ রাস্তা সহ কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র নির্মাণ
- জরুরী প্রস্তুতি এবং নির্গমনের জন্য আপদকালীন কার্যকর পরিকল্পনা
- ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাস এর মতো দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক সতর্কবার্তা সিস্টেম শক্তিশালীকরণ
- প্রাথমিক সাড়াপ্রদানকারি সংস্থা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি) এর জন্য উন্নত সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ
- অগ্নিনির্বাপন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জামএর জন্য ওয়্যারহাউজ (মালগুদাম) নির্মাণ

জলবায়ু স্থিতিশীল রাস্তা, সেতু, স্থানীয় বাজার, সড়কবাতি এবং বজ্রপাত সুরক্ষা সিস্টেম

- জরুরী বহিষ্করণের জন্য ব্যবহার উপযোগী জলবায়ু স্থিতিশীল রাস্তা, সেতু, স্থানীয় বাজার, সড়কবাতি এবং বজ্রপাত সুরক্ষা সিস্টেম
- সকল আবহাওয়ায় ব্যবহার উপযোগী স্থিতিশীল এবং ঝড়-জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ঢাল সুরক্ষাসহ রাস্তা নির্মাণ
- জলবায়ু স্থিতিশীল কালভার্ট এবং সেতু নির্মাণ
- ডিআরপিদের জন্য গ্রামীণ হাট-বাজার মেরামত, পুনর্বাসন ও নির্মাণ
- ডিআরপি ক্যাম্পগুলিতে সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন করা
- ডিআরপি ক্যাম্পে বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ

- লিঙ্গ-বান্ধব সেবা প্রদানের ব্যবস্থা পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া
- সেবা সরবরাহের জন্য শিশু বান্ধব ও অক্ষমতা বান্ধব পদ্ধতির প্রচার;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মোবালাইজেশন কার্যক্রমে কম্পোনেন্ট ২ এর অধীনে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্থ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে নিশ্চিত করা;
- কম্পোনেন্ট ২ এর অধীনে স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের মাধ্যমে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্থ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তিকে নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা;

- পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি ও স্যানিটেশন কমিটি গঠন, এবং
- পরিবারের জ্বালানী কাঠের সংগ্রহে নারী নির্ভর শ্রম দূর করার জন্য স্থায়ী এবং জলবায়ু-বান্ধব সমাধান উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.১ পরিবেশগত প্রভাব

উপরে বর্ণিত উপ-প্রকল্পে এর বিভিন্ন কার্যক্রম এর উপর ভিত্তি করে, নিম্নে উল্লেখিত প্রভাবগুলি ভৌত এবং জৈব পরিবেশে প্রত্যাশিত হতে পারে

- শব্দ দূষণ এবং বিরক্তি উৎপাদন: যানবাহন, যন্ত্রাদি এবং সরঞ্জাম ব্যাবহারের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পাইলিং বা ড্রিলিং অত্যধিক শব্দ সৃষ্টি করতে পারে যা প্রকল্পের কাছাকাছি মানুষের এবং প্রাণির বিরক্তির কারণ হতে পারে।
- বায়ু দূষণঃ ধুলা বা গ্যাস নির্গমন দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। গাড়ির চলাচল এবং ভূমি পরিস্কার দ্বারা সৃষ্ট ধুলো প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মাণ যানবাহন এবং মোটর চালিত সরঞ্জাম থেকে গ্যাস নির্গমন সাময়িকভাবে স্থানীয় বায়ুর মান প্রভাবিত করতে পারে। পায়খানা কিংবা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থা হতে উৎপন্ন দুর্গন্ধ এবং দূষণের ফলে পার্শ্ববর্তী জলাধার, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত বায়ু নির্গমনের ফলে পার্শ্ববর্তী প্রাণীকুলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ।
- মাটির উপর প্রভাবঃ রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থের অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও নিঃসরণ দ্বারা মৃত্তিকা দূষণ ঘটতে পারে। বর্জ্য উপকরণ (ফেকাল স্লাজ) ল্যাট্রিন; নির্মাণ সামগ্রী/স্থান; বাজার বর্জ্য ইত্যাদি থেকে নিঃসরণ হতে পারে। বর্জ্য পদার্থের প্রভাব পরিবেশের জন্য গুরুতরভাবে বিপদজনক হতে পারে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে বর্জ্য অনুপযুক্তভাবে ব্যবস্থা এবং নিষ্পত্তি করা হলে মাটি দূষণ হতে পারে।
- কম্পন প্রভাবঃ ড্রিলিং, পাইলিং এবং ভারী যানবাহনের চলাচলের সময় কম্পন ঘটতে পারে। খাড়া ঢালের কাছাকাছি কম্পন ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে (বর্ষা মৌসুমে, এবং নির্মাণ স্থানে নির্মাণ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরেও)। অত্যধিক কম্পন নির্মাণ সাইট বা কাছাকাছি বন এলাকায় বা স্থানীয় প্রাণীকুলের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে ।
- ভূপৃষ্ঠের পানির উপর প্রভাবঃ পানির পরিমাণ বা মানের পরিবর্তনের কারণে ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইট থেকে অশোধিত এবং অপরিকল্পিতভাবে নিষ্কাশিত পানি আশেপাশের জলাধার দূষণ, জলীয় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে । এছাড়াও পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহার (উদাঃ মোবাইল ডেসিলিনেশন প্ল্যান্ট) উৎস জলাধার এর পানির প্রবাহকে পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়াও, প্রকল্প কার্যক্রম যেমন ব্রিজ এবং কালভার্ট নির্মাণ প্রাকৃতিক প্রবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মোবাইল ডেসিলিনেশন প্ল্যান্ট থেকে এবং অনুপযুক্তভাবে নির্মিত ল্যাট্রিনগুলি থেকে পানি বের হয়ে ভূপৃষ্ঠের পানির দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। নির্মাণ সাইট থেকে সঠিকভাবে বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা না হলে পানির দূষণ হতে পারে।
- ভূগর্ভস্থ পানির উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম এর কারণে ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পানি পানের উদ্দেশ্যে অত্যধিক পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির তলদেশে পানির স্তরের অবনমন ঘটতে পারে। এছাড়াও, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সাইট থেকে আসা বর্জ্য এর অনুপ্রবেশের কারনে জলীয় দূষণ হতে পারে।
- উদ্ভিদের উপর বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে গাছপালা সাফ করা, গাছ কাটা, ইত্যাদির মাধ্যমে।
- প্রাণির উপর বিরুপ প্রভাব প্রাণির আবাসস্থলের ক্ষতির মাধ্যমে ঘটতে পারে - ভূমি পরিষ্কার / রূপান্তর এবং / অথবা গাছ কাটার কারণে প্রাণির আবাসস্থল অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে ক্ষতি হতে পারে। সেতু/কালভার্ট নির্মাণের সময় নদীতীরস্থ এলাকা এবং জলীয় বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হতে পারে। উপ-প্রকল্প সাইট সঠিকভাবে নির্বাচিত না হলে মানুষের সাথে হাতির দ্বন্দ্ব হতে পারে।

সারণী ৫.১ - সাব-প্রজেক্ট অনুযায়ী প্রত্যাশিত পরিবেশগত প্রভাব

পরিবেশগত উপাদান (ভৌত এবং জৈব)	সাব-প্রজেক্ট								
	পানি ও স্যানিটেশন			বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র			সংযোগ ও বহিষ্করণের জন্য ব্যবহার উপযোগী রাস্তা, সেতু, স্থানীয় বাজার, রাস্তার আলো এবং বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা		
	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন	পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	হস্তান্তর
শব্দ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
বায়ু দূষণ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
মাটি	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
কম্পন	✓			✓		✓	✓	✓	
ভূপৃষ্ঠের পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ভূগর্ভস্থ পানি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

উদ্ভিদ	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
প্রাণী	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

৫.২ সামাজিক প্রভাব

৫.২.১ স্থিতিশীল পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সাব-প্রজেক্ট

উপ-প্রকল্প কার্যক্রমে নির্মাণ কাজে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর প্রত্যাশিত বিরুপ প্রভাব

- ক্যাম্পের মধ্যে নির্মাণ কাজের সময় কিছু ঘর বা তাবু আস্থায়ী ভিত্তিতে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হতে পারে।
- ক্যাম্পের মধ্যে এবং সংলগ্ন এলাকায় মিনি পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণের সময় কিছু পরিবারের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে।
- কমিউনিটি লেভেলে নির্মাণ কাজের সময় প্রকল্পটির কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে হতে পারে। যদি জমি অধিগ্রহণ কমিউনিটি লেভেলে নির্মাণ কাজগুলিতে অপরিহার্য হয়, তবে শেষ বিকল্প হিসাবে জমি অধিগ্রহণ করতে হতে পারে।
- বহিরাগত শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ দ্বন্দ্ব বাড়াতে পারে।
- বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম এবং ভারী যানবাহনের চলাচলের কারণে এলাকায় দুর্ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটতে পারে।
- ভারী গাড়ির চলাচলের জন্য প্রকল্প প্রভাবিত এলাকাগুলিতে ট্র্যাফিক জ্যাম সৃষ্টি হতে পারে এবং মহিলা ও স্কুলে যাওয়া শিশুদের জন্য অনিরাপদ হতে পারে।
- উচ্চ শব্দ মাত্রা সাইট শ্রমিকদের শ্রবণ ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- অনিরাপদ কাজের কারণে সাইট কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।
- প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার বাইরে থেকে শ্রমিক নির্বাচিত করলে শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ হতে পারে।
- দূষিত পানি এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সাইট শ্রমিকদের জন্য রোগ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

পানি এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর পরিচালনা পর্যায়ে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাবগুলির অন্তর্ভুক্ত:

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বিষাক্ত গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণ করে এবং নকশা, উপকরণ বা নিয়ন্ত্রণে ভুল থাকলে আগুন, বিস্ফোরণ বা শ্বাস প্রশ্বাসে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। প্ল্যান্ট হতে এরকম ঘটনা ঘটলে, মানুষ আহত, সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরিবেশ (বায়ু ও পানি) দূষিত হতে পারে।
- ল্যাট্রিন এবং ডেসিলিনেশন প্ল্যান্ট রক্ষনাবেক্ষন করার সময় অনিরাপদ কর্ম পরিবেশের কারণে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

নির্মাণ পর্যায়ে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাবগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- দুর্ঘটনা: সাইট থেকে/যানবাহন থেকে ভারী যানবাহনের চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটতে পারে। এছাড়াও, যথাযথ সাইনবোর্ড এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী না থাকলে, স্থানীয়/রোহিঙ্গা লোকজন নির্মাণে স্থানে প্রবেশ করতে পারে, ফলে আঘাত বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকতে পারে।
- শব্দ দূষণ: অত্যধিক শব্দ প্রকল্প প্রভাব এলাকার মধ্যে জনগোষ্ঠীকে বিরক্ত করতে পারে।
- শ্রম প্রবাহ: স্থানীয় সম্প্রদায়/রোহিঙ্গা জনগণ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

পরিচালনা পর্যায়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রভাবগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- জ্বলন্ত বা বিষাক্ত গ্যাস বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নির্গমন হতে পারে যা আগুন, বিস্ফোরণ, আশেপাশের কমিউনিটিতে বসবাসরত মানুষের আহত/মৃত্যুর এবং সম্পত্তি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ল্যাট্রিন থেকে বায়ু / ভূমি / পানি দূষণ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর অবশিষ্টাংশ এবং ডেসিলিনেশন প্ল্যান্ট এর বর্জ্য উপকরণ স্থানীয় কমিউনিটির ক্ষতি সাধন করতে পারে।

এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন স্থানের নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, স্থাপত্য, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক কোনো তাৎপর্য নেই বা প্রকল্প স্থান বিশেষভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, প্রকল্প এলাকা স্থানীয় সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপুর্ণ স্থান (যেমন পবিত্র স্থান, কবরস্থান) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের কাছাকাছি হওয়ার (এখনও

অন্বেষণযোগ্য) সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, সুযোগ-সন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত (পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

ক্যাম্পের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ অনুমোদিত নয়। অ্যাক্সেসিবিলিটি বা অভিগম্যতার বিস্তারের জন্য এবং জরুরী/দুর্যোগ পরিস্থিতির সময় আশ্রয়ের জন্য কিছু প্রবেশ রাস্তা এবং বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র ক্যাম্পের বাইরে নির্মান করা হতে পারে। কিছু বিদ্যমান সরকারি ভবন এক্সটেনশন/পরিবর্ধন করা প্রয়োজন হতে পারে। যদিও সকল কার্যক্রম সরকারী মালিকানাধীন ভূমি এবং বিদ্যমান নির্ধারিত জমির উপর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তথাপি ব্যক্তিমালাকানাধীন ভূমি এবং ব্যক্তির উপর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের বিরূপ প্রভাব এই পর্যায়ে বাতিল করা যাবে না। সড়ক, সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণের জন্য, বিদ্যমান পরিষেবা সুবিধাদি সম্প্রসারণের জন্য, ব্যক্তিগত জমি প্রয়োজন হতে পারে (স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে)। যতদূর সম্ভব সরকারী মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহার করা হবে, বাস্তবিকই প্রকল্পটির জরুরী প্রকৃতির কারণে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য দীর্ঘ সময়প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। যাইহোক, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং/অথবা স্কোয়াটার ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সরকারী মালিকানাধীন বা ব্যক্তিমালাকানাধীন ভূমি), ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ সহ অ.পি. ৪.১২ অনুসরণ করা হবে। অ.পি. ৪.১২ প্রকল্পটির জন্য প্রযোজ্য হবে।

পরিচালনা পর্যায়ে, সম্ভাব্য সামাজিক বিরুপ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- অতিরিক্ত জনসংখ্যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাপ এবং দ্বন্দ্ব বাড়াতে পারে
- আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময়, অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে
- বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে আশ্রয় নির্মাণের সময় ক্লাস চলাকালীন সময়ে শব্দ এবং ঝামেলা হতে পারে
- গুরুতর দুর্যোগের সময় যেমন সাইক্লোন এর সময় রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় লোকজন উভয়কেই সাইক্লোন সেন্টার ব্যবহার করতে হতে পারে। যে ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এর সম্ভাবনা আছে।

৫.২.২ জলবায়ু স্থিতিশীল ও জরুরী অবস্থার জন্য নির্গমণ সড়ক, সেতু, স্থানীয় বাজার, রাস্তার আলো এবং বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা

নির্মাণ পর্যায়ে, সম্ভাব্য সামাজিক বিরূপ প্রভাব হতে পারে:

- ব্যক্তিগত জমি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে, যদিও জমি অধিগ্রহণ এবং মানুষের উপর অনিচ্ছাকৃত প্রভাবগুলি এড়ানোর জন্য যতটা সম্ভব সরকারি মালিকানাধীন জমি ব্যবহার করা হবে।
    - ট্রাক এবং যানবাহন সংলগ্ন কমিউনিটি এলাকার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকবে এবং কমিউনিটির লোকেরা অনিরাপদ বোধ করতে পারে।
- সংযোগ সড়কগুলি বিস্তৃত করার প্রয়োজন পড়লে কিংবা পাবলিক বা প্রাইভেট জমিতে নির্মাণকাজ হলে এসব স্থানে বসবাস করা বা এসব স্থান থেকে জীবিকা নির্বাহ করে এমন স্কোয়াটাররা প্রভাবিত হতে পারে।

৫.৩ অতিরিক্ত বিবেচ্য বিষয়

৫.৩.১ মানব হাতি সংঘর্ষ

সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আকস্মিক অনুপ্রবেশের কারনে প্রায় ৪০ টি বন্য হাতি ক্যাম্প এবং আশেপাশের এলাকাতে আটকা পরেছে। আদ্যবদি হাতির আক্রমনে ১৩ জন মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সনাক্তকৃত সংঘর্ষ এলাকার অবস্থান এবং বিবরণ চিত্র ৫.১ এ দেখানো হয়েছে।

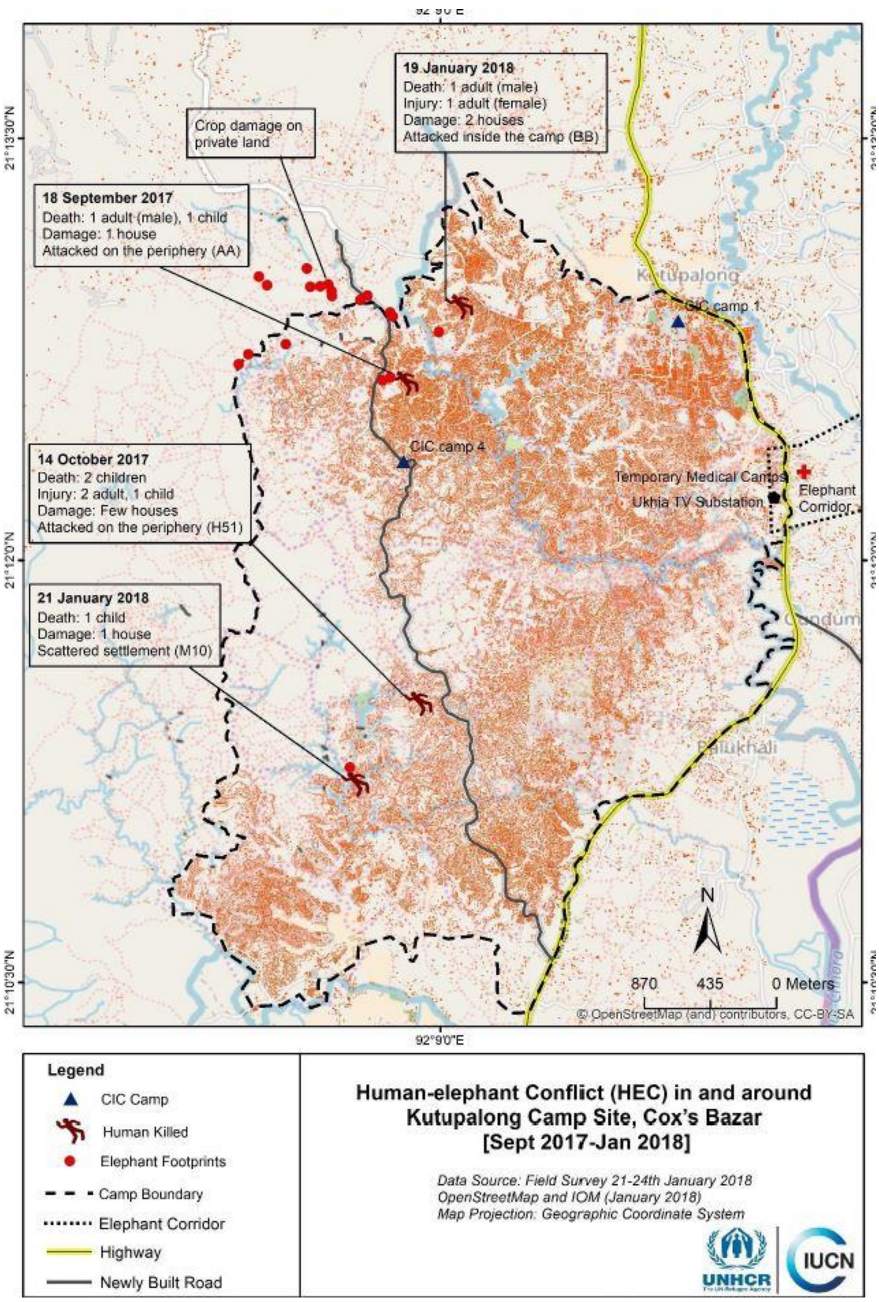

উৎস: আই ইউ সি এন (২০১৮)

চিত্র ৫.১ - কুতুপালং ক্যাম্প নিকটবর্তী এলাকায় মানব হাতি সংঘর্ষের অবস্থান, উখিয়া

এপ্রিল ২০১৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোনও হাতি আক্রমনের ঘটনা ঘটেনি। যা মূলত আইইউসিএন কর্তৃক কয়েকটি গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল। এগুলি হচ্ছে:

- মাইগ্রেশন রুট বরাবর ২০০-৫০০ মিটার সম-দূরত্বে ওয়াচ-টাওয়ার নির্মাণ (১.৫ লাখ টাকা খরচ/ ওয়াচ-টাওয়ার) - ২ জন ডিআরপি দ্বারা প্রতি রাতে এগুলো পরিচালিত হয় (আইএসসিজি কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী আইইউসিএন দ্বারা প্রদত্ত)
- ওয়াচটাওয়ারগুলির মধ্যবর্তী স্থানে ভাল দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করার জন্য টাওয়ারগুলির মাঝে প্রতি ১০০-২০০ মিটার সম-দূরত্বে সৌর চালিত বাতি স্থাপন (১ লাখ/ল্যাম্প)
- শিবিরগুলির চারপাশে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত বৈদ্যুতিক বেষ্টনী (ব্যয় - প্রায় ৮ লাখ/কিলোমিটার) নির্মাণ
- হাতি রেস্পনশ টিম (ব্যয় - ৩ লাখ টাকা/টিম) প্রতিষ্ঠা; প্রতি টিমে ১০-১২ জন রোহিঙ্গা রয়েছে, যাদের ভূমিকা/ দায়িত্বগুলি হল: নৈশ প্রহরা, হাতির উপস্থিতি বন বিভাগ ও সিআইসিকে জানানো, ভিড় ব্যবস্থাপনা, হাতির বনে ফিরে যাওয়ার জন্য কাজ করা

উপরিল্লিখিত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্থানীয় সম্প্রদায়ের বসতি এবং নিকটবর্তী এলাকায় হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্ট এর ঝুঁকি বিদ্যমান। এই কারণে উপরিল্লিখিত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্যও প্রযোজ্য। আইইউসিএন আটকে পড়া বন্য হাতিগুলি অনুসরণ করে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থানগুলিতে ফিরে যাওয়ার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

ফটো ক্রেডিট – আসিফ এম জামান

চিত্র ৫.২ - কুতুপালং ক্যাম্প নিকটবর্তী এলাকায় মানব হাতি সংঘর্ষের অবস্থান, উখিয়া

৫.৩.২ জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি

উপরে উল্লেখিত প্রভাবগুলি ছাড়াও, এই সংকটের লিঙ্গ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়াবলীর ধরণ বহুবিধ, ক্রমবিকাশমান, এবং বেশ জটিল। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬০% ডিআরপি নারী, ৫১% এর বয়স ১৫ বছরের কম বয়সী, ক্যাম্পে বড় সংখ্যক অনাথ এবং মহিলা/শিশু প্রধান পরিবার রয়েছে। উপরন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা এখনও গুরুতর মানসিক আঘাতের ক্ষত বহন করছে। অতএব, প্রকল্পের সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করার জন্য লিঙ্গ এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার বিষয়গুলি মোকাবেলা করার পাশাপাশি একটি ন্যায্য পদ্ধতিতে প্রকল্পের সুবিধা গ্রহনকারী হিসাবে নারী, শিশু, যুবক, বয়স্কদের এবং যারা ব্যাতিক্রমভাবে কর্মক্ষম তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা জরুরী।

ডিপিএইচই সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) এবং আরআরআরসি, আইএসসিজি এবং অন্যান্য ওয়াস (WASH) সেক্টর প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক শৌচাগার সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড প্রস্তুত করবে। নির্বাচনের মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে: অব্যবহারযোগ্য শৌচাগার এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পরিবার। আরআরআরসি এর কাছে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পরিবারের সম্পূর্ণ তালিকা আছে।

প্রাথমিক সতর্কবাণী ব্যবস্থা এবং সচেতনতা নির্মাণের ক্ষেত্রে, অন্তত ১ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা হবে যিনি দূর্যোগকালীন সময়ে ৫০ টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করবে। প্রায় ৫০ টি পরিবারের জন্য, অন্তত তিনজন স্বেচ্ছাসেবক (২ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা) প্রাথমিক সতর্কবার্তা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত করা হবে যারা দুর্যোগের সময় ব্যক্তিগত পরিবারের আরও গাইড করতে পারে।

সারণী ৫.২ - লিঙ্গ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক

কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্য	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	দায়িত্ব
কম্পোনেন্ট ১	প্রাথমিক পরিষেবাদি, স্থিতিশীল অবকাঠামো, জরুরী প্রতিক্রিয়া, এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা		
(১) স্থিতিশীল মিনি পাইপড জল সরবরাহ প্রকল্প (সৌর চালিত ফোটোভোলটাইক (পিভি) পাম্পিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত বিদ্যমান টিউব ওয়েলস পুনর্বাসনের সহ; (২)স্থিতিশীল টিউব ওয়েলস (বিদ্যমান টিউব ওয়েলস পুনর্বাসন) ; (৩) মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট; (৪) জল সম্পদ ম্যাপিং এবং জল সম্পদ প্রাপ্যতা সহ জল মানের পর্যবেক্ষণ; (৫) পয়ঃ বর্জ্য এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর উপর সম্ভাব্যতা গবেষণা এবং নকশা প্রনয়ণ; (৬) ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন মেরামত ও উন্নতকরণ (৭) জলবায়ু স্থিতিশীল উন্নত চেম্বার কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (লিঙ্গভিত্তিক পৃথকীকরণ ব্যবস্থা সহ; স্নান এবং কাপড় ওয়াশিং সুবিধা, জল উৎস, সেপ্টিক ট্যাংক এবং সৌর আলো সিস্টেম সঙ্গে); (৮) ক্যাম্পের উৎপন্ন মিথেন গ্যাস ব্যবহার করে জ্বালানীর জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ; (৯) সমন্বিত পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি; (১০) স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, স্যানিটেশন সচেতনতা কর্মসূচী, এফএসএম, নিরাপদ পানি ব্যবহার, এবং পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) এর উপর প্রশিক্ষণ; (১১) বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা সম্বলিত জলবায়ু সহনশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/সম্প্রদায় সেবা কেন্দ্র , সৌর চালিত বাতি, জলবায়ু সহনশীল রাস্তা নির্মাণ; (১২) জরুরী প্রস্তুতি ও দুর্যোগকালীন জরুরী প্রস্থানের জন্য কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা; (১৩) জল-আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগগুলির জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক-সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; (১৪) দুর্যোগকালীন প্রথমিক সাড়াদান সংস্থাগুলি ও ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, ও সরঞ্জাম সরবরাহ; (১৫) অগ্নিনির্বাপন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম রাখার জন্য ওয়্যারহাউজ নির্মাণ; (১৬) বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ও ঢাল সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ জলবায়ু সহনশীল প্রবেশ ও প্রস্থান সড়ক নির্মাণ; (১৭) বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ও ঢাল সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ সড়ক ও ফুটপাত উন্নতকরণ; (১৮) জলবায়ু সহনশীল কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ; (১৯) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য গ্রামীণ বাজার মেরামত, পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ (২০) সৌরচালিত সড়কবাতি স্থাপন (২১) বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	• উন্নত পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে এমন সুবিধাভোগীর সংখ্যা, যার ৫২% নারী; • পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে এমন সুবিধাভোগীর সংখ্যা, যার ৫২% নারী; • জলবায়ু সহনশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত (সংখ্যা); • জলবায়ু সহনশীল বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/ পরিষেবাকেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা); • জলবায়ু সহনশীল প্রবেশ ও প্রস্থান সড়ক উন্নতকরণ (কিলোমিটার); • ক্যাম্পের অভ্যন্তরে সড়ক ও ফুটপাত উন্নতকরণ (কিলোমিটার); • জলবায়ু সহনশীল প্রবেশ ও প্রস্থান সেতু নির্মাণ (সংখ্যা); • বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা (সংখ্যা); • স্থানীয় বাজার উন্নতকরণ (সংখ্যা); • সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন (সংখ্যা); • অগ্নিনির্বাপন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম রাখার জন্য নির্মিত ওয়্যারহাউজ (সংখ্যা); • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অগ্নিনির্বাপন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে কি না? (হ্যাঁ/না) • নারী ও মেয়েশিশুদের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ সহায়তা প্রাপ্তি (সংখ্যা);	• নির্মাণকাজ শুরুর আগে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারীদের সাথে পরামর্শসভা করা হবে; • স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানাতে হবে; • রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে জানাতে হবে; • লেবার ইনফ্লাক্স এড়ানোর জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আগ্রাধিকার দিতে হবে; • কমিউনিটি পাইপলাইন নির্মাণের সময়, জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে, এটি ঐচ্ছিক ভিত্তিতে হতে হবে এবং পিআইইউ ও জমির মালিকের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে; • সকল ব্যক্তিগত জমির অধিগ্রহণ স্বেচ্ছামুলক হতে হবে এবং চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে; • কমিউনিটি ল্যাট্রিনগুলিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন থাকতে হবে; • অন্তত ১ জন মহিলা এবং ৫০ টি রোহিঙ্গা পবিবার থেকে ২ জনকে পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। • সড়ক ও সেতু নির্মাণের সময় ভূমি অধিগ্রহণ করা যাবে না; যদি ব্যক্তিগত ভূমি অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন পরে সেটা স্বেচ্ছামুলক হতে হবে এবং পিআইইউ ও ভূমির মালিকের মধ্যে লিখিত সমঝোতা/চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে; • কমিউনিটি টয়লেট তৈরির সময় প্রতিবন্ধী ও শিশুদের বিবেচনায় রাখতে হবে; • ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠী যেমন নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবিন্ধী,	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও, লিঙ্গ ও সমাজ বিশেষজ্ঞ

কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্য	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	দায়িত্ব
(২২) একটি লিঙ্গ-অবহিত পদ্ধতিতে পরিষেবা ব্যবস্থা প্রস্তুত এবং যথাযথ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুদের পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; (২৩) শিশু বান্ধব এবং শারিরীকভাবে অক্ষম বান্ধব পন্থায় পরিষেবা প্রদান; (২৪) স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সেচ্ছাসেবীদের দ্বারা ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভূক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা কম্পোনেন্ট ২ এ উল্লেখ করা আছে; (২৫) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, এবং (২৬) নারীদের জন্য স্থিতিশীল ও জলবায়ু-বান্ধব কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে নারী-নির্ভর শ্রম যেমন ঘরবাড়ির জ্বালানীর জন্য কাঠের সংগ্রহ এ ধরণের কাজ থেকে নারীকে মুক্তি দেয়া।		ইত্যাদির জন্য একটি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে; • নৃতাত্তিক গোষ্ঠীর ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।	
কম্পোনেন্ট ২	কমিউনিটি স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ (এমওডিএমআর)		
উপ-কম্পোনেন্ট ২-ক: কমিউনিটি পরিষেবা			
(১) শিশু যত্ন কার্যক্রম; (২) সচেতনতা তৈরি; (৩) কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি) গঠন; (৪) বিকল্প পরিস্কার রান্না প্রযুক্তি উপর গৃহস্থালী প্রশিক্ষণ; (৫) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা; (৬) মানবিক সমর্থন; (৭) নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব আছে এমন যে কোন কার্যকলাপ; (৮) নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব আছে এমন যে কোন কার্যকলাপ; (৯) কমিউনিটি কর্মক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী অংশগ্রহণের বিনিময়ে সুবিধাভোগীদের জন্য মজুরি;	• অ-মজুরি খরচ; • বিশেযায়িত সংস্থা/এনজিও এর তত্ত্বাবধানে কনিউনিটি ওয়ার্ক; • কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী কর্তৃক প্রদত্ত অস্থায়ী শিশু যত্ন কার্যক্রম • পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি স্থিতিস্থাপকতা বা প্রশমন, রান্না করার জন্য দূষণমুক্ত জ্বালানীর ব্যবহার, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচার, অবৈধ মাদক ব্যবসা প্রতিরোধ; • কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী কমিউনিটি সার্ভিস গ্রুপকে সামাজিক সমস্যাগুলি যা নারী ও শিশুদের এবং ঝুঁকিপূর্ণ তরুণদের প্রভাবিত করে তা হ্রাস করার লক্ষ্যে সহায়তা করবে; • দূষণমুক্ত বিকল্প রান্নার প্রযুক্তি ও জ্বালানীর ব্যাবহারের উপর কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী প্রদত্ত প্রশিক্ষণ; • প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা প্রকল্প কাজের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কমিউনিটি সেচ্ছাসেবীর কাছে অভিযোগ করতে পারবেন; কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী অভিযোগটি	• প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবার থেকে একজন কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী হিসেবে নিবন্ধন করবে; • প্রতি কমিউনিটি সেচ্ছাসেবীর দৈনিক ভাতা ৩৫০ টাকার বেশি হবে না, এবং এটি অর্থের মাধ্যমে দেয়া হবে না। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে তাদের ই-ভাউচার প্রদান করা হবে। • শিশু যত্ন সেবার ব্যবস্থা থাকবে এবং এতে সিঙ্গেল মা অথবা বাবাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। • প্রতিটি পরিবার থেকে কমপক্ষে একজনকে দূষণমুক্ত রান্নার প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। • সকল রোহিঙ্গা নারীকে অবশ্যই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে জানাতে হবে। • কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী অভিযোগ পেশ করার কাজে সহায়তা করবে। • শ্রমিক বা কমিউনিটি সেচ্ছাসেবী নির্বাচনের সময় কোন বৈষম্য করা যাবে না। • সকল কমিউনিটি সেচ্ছাসেবীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার উপর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। • সকল রোহিঙ্গা শ্রমিক ও কমিউনিটি সেচ্ছাসেবীর জন্য আচরণবিধি থাকতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও, লিঙ্গ ও সমাজ বিশেষজ্ঞ, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি ও ঠিকাদার

কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্য	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	দায়িত্ব
	যথাযথ কমিউনিটি ওয়ার্কফেয়ার বা কমিনিটি পরিষেবা কমিটির কাছে পেশ করবে এবং সমধানের চেষ্টা করবে।		
উপ-কম্পোনেন্ট ২-খ: কমিউনিটি ওয়ার্কফেয়ার			
(১) সাইট রক্ষণাবেক্ষণ; (২) অ্যাক্সেসেবিলিটি রক্ষণাবেক্ষণ; (৩) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ; (৪) কমিউনিটি বৃক্ষ রোপন	• পাহাড়ের ঢাল সুরক্ষা, টেরেসিং, সীমানা প্রাচীর, মাটি ক্ষয় রোধের জন্য কাজ, ইত্যাদি। • স্যান্ড ব্যাগ দিয়ে ফুটপাত, বাঁশ দিয়ে সাঁকো, সিঁড়ি, সেতু ও সিঁড়ির হাতল, দিকনির্দেশনার জন্য পতাকা ও সাইন ইত্যাদি। • পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা, ওয়াটার পয়েন্টে পানি নিস্কাশন, উন্নত পানি ও স্যানিটেশন, ল্যাট্রিন, স্নানের স্থান জাতীয় সেবার সহজলভ্যতা। • মাটি ধরে রাখার জন্য ব্যাগ গার্ডেনিং, ছায়ার জন্য বৃক্ষ রোপন, এবং গমের অবশিষ্টাংশ ও আবর্জনা থেকে চারকোল উৎপাদন।		
কম্পোনেন্ট ৩:	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ		
(১) দূর্যোগপূর্ব প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা (২) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা; (৩) শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের সমন্বয় ব্যবস্থা; (৪) জেলা পর্যায়ে সমন্বয় ব্যবস্থা; (৫) ক্যাম্প ইন চার্জ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা; এবং (৬) বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক।	• পিআইই থেকে প্রশিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা সংখ্যা. • প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গা লোকজনের সংখ্যা. • প্রশিক্ষিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যা.	• পিআইই থেকে কমপক্ষে ২০% নারী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। • লিঙ্গ ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ নিয়মিত পিআইইউর সাথে সমন্বয় সাধন করবে। • কমপক্ষে ২০% মহিলা আরই ট্রেনিং পাবেন।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও, লিঙ্গ ও সমাজ বিশেষজ্ঞ, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি ও ঠিকাদার

৫.৩.৩ লেবার ইনফ্লাস্ক এর প্রভাব

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়ে বিভিন্ন নির্মাণ কাজে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত থাকবে। ক্যাম্পের সংলগ্ন স্থানেও নির্মাণের সময়ও শ্রমিক জড়িত হবে। তাই সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেবার ইনফ্লাস্ক লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) সৃষ্টি করতে পারে। লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক শব্দ যা কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোনও ক্ষতিকারক কাজ করার প্রবণতাকে সংজ্ঞায়িত করে, এটি নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের কারণে ঘটে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নারী এবং মেয়েশিশুরা তাদের অধীনস্থ অবস্থা কারণে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার স্বীকার হতে পারে। জিবিভি যৌন, শারীরিক, এবং মানসিক অপব্যবহার সহ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।

সামাজিক প্রভাবগুলি লক্ষ্য করা জরুরী, এমনকি একটি সাধারণ লেবার ইনফ্লাক্স হোস্ট সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মাণ কাজের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে অ-রোহিঙ্গা শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে যা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বাইরের শ্রমিকের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে। নীচের তালিকায় শ্রম প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ঝুঁকিগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিক সংঘাতের ঝুঁকি: ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা জাতিগত পার্থক্যের কারণে রোহিঙ্গা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এবং নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নাগরিক পরামর্শসভা এবং ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশনের মাধ্যমে পূর্বেই বাইরের শ্রমিক সম্পর্কে ধারণা দেয়া উচিত। অদক্ষ শ্রমিক স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত করা যেতে পারে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক হবে। শ্রমশক্তির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দিতে পারে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিদ্যমান বিরোধগুলি আরও বাড়তে পারে। এক গ্রুপের কর্মীরা অন্য অঞ্চলে চলে গেলেও জাতিগত ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, সরকার এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা এই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে জড়িত। বিভিন্ন নির্মাণ কাজ একই সময়ে অনেক স্থানে চলমান। কাজেই শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যে কোন ধরনের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অবৈধ আচরণ এবং অপরাধের ঝুঁকি: শ্রমিক এবং পরিষেবা সরবরাহকারীর প্রবাহ স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরাধের হার এবং/অথবা অনিরাপত্তার ধারণা বৃদ্ধি করতে পারে। এই ধরনের অবৈধ আচরণ বা অপরাধের মধ্যে চুরি, শারীরিক আক্রমণ, পদার্থের অপব্যবহার, পতিতাবৃত্তি এবং মানব পাচার অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প এলাকার সকল কর্মীদের তালিকা নিয়মিতভাবে রেকর্ড করতে হবে। এভাবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জন্য পর্যবেক্ষণ সহজ হবে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ: হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে প্রচুর রোহিঙ্গা বসবাস করে। যেহেতু এই প্রকল্পটি দীর্ঘ সময়ের জন্য চলবে, ফলে কাজেsর জন্য প্রকল্প এলাকার স্থনীয় লোকেরা স্থানান্তরিত হতে পারে, যার ফলে লেবার ইনফ্লাক্সসের সমস্যাগুলি আরো বেরে যেতে পারে। এরা হতে পারে যারা প্রকল্প কাজে চাকুরী পেতে ইচ্ছুক, প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের আত্মীয়, ব্যবসায়ী, পন্য সরবরাহকারী এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহকারী (যৌন কর্মীদের সহ), বিশেষত এমন এলাকায় যেখানে পণ্য সরবরাহের জন্য স্থানীয় লোকজনের ক্ষমতা সীমিত।

সম্প্রদায়ের গতিশীলতার উপর প্রভাবঃ বাইরে থেকে আগত শ্রমিকদের সংখ্যা এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা, স্থানীয় সমাজব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্প্রদায়ের গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রাক-বিদ্যমান সামাজিক দ্বন্দ্ব এমন পরিবর্তনের ফলে আরো তীব্রতর হতে পারে।

জনসাধারণের জন্য সরকারি পরিষেবা বিধানের উপর বর্ধিত বোঝা এবং প্রতিযোগিতা: নির্মাণ শ্রমিক ও পরিষেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি জনসাধারণের সরকারি পরিষেবা, যেমন পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা সেবা, পরিবহন, শিক্ষা ও সামাজিক ইত্যাদি পরিষেবাগুলির উপর অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি করতে পারে। বিশেষত এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যদি বাইরের শ্রমিকের প্রবাহ অতিরিক্ত বা পৃথক সরবরাহ ব্যবস্থা দ্বারা মিটমাট করা হয়।

সংক্রামক রোগ এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার উপর চাপ বৃদ্ধি: মানুষের প্রবাহ (রোহিঙ্গা এবং শ্রম উভয়) যৌন সংক্রামিত রোগ (এসটিডি) সহ প্রকল্প এলাকায় সংক্রামক রোগ নিয়ে আসতে পারে, আগত শ্রমিকরা নতুন রোগের মুখোমুখি হতে পারে। এটা স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃস্টি করতে পারে। যেসব শ্রমিকদের ড্রাগ অপব্যবহার, মানসিক সমস্যা অথবা এসটিডি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তারা প্রকল্পের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা না নিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করতে পারে। এভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোর উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা: নির্মাণ শ্রমিকরা প্রধানত তরুণ বয়সের। যেসব শ্রমিকরা বাড়ি থেকে দূরে থেকে কাজ করে, তারা তাদের পরিবার থেকে আলাদা থাকে এবং স্বাভাবিক সামাজিক আচরণের ব্যতিক্রম করার প্রবণতা প্রদর্শন করে যা অন্যায় এবং অপরাধমূলক আচরণ হিসেবে বহিঃপ্রকাশ হতে পারে, যেমন নারী ও মেয়েদের যৌন হয়রানি, শোষণমূলক যৌন সম্পর্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক।

শিশু শ্রম ও স্কুল ড্রপআউট: স্থানীয় সম্প্রদায় আগত শ্রমিকদের কাছে পণ্য ও পরিষেবাদি বিক্রি করার জন্য শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করতে পারে, যার ফলস্বরূপ স্কুল ড্রপ বেড়ে যেতে পারে।

পণ্যের দাম বৃদ্ধি: রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির পেয়েছে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আবাসন এবং বাসা ভাড়ার উপর বর্ধিত চাপ: প্রকল্প কর্মীর আয় এবং আবাসনের প্রয়োজীয়তার ধরনের উপর নির্ভর করে, আবাসনের জন্য চাহিদা বাড়তে পারে, যা আবাসন ভাড়া বাড়িয়ে দিইয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারনে কারণে প্রকল্প এলাকার আবাসন চাহিদা ইতিমধ্যেই বেশি। উপরন্তু শ্রম প্রবাহ আরো চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে।

ট্র্যাফিক এবং সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনায় বৃদ্ধি: নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পণ্য সরবরাহ এবং শ্রমিকদের পরিবহন প্রকল্প এলাকায় ট্রাফিক, সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধি, এবং পরিবহন পরিবহন অবকাঠামো উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৫.৩.৪ পুনর্বাসন সমস্যা

প্রকল্প এলাকায় কিছু প্রস্তাবিত অবকাঠামো উন্নত করা হবে। কুতুপালং উপজেলায় প্রধান নিবন্ধিত ক্যাম্পে ভূমি সরকারি (বন বিভাগ সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা) মালিকানাধীন, টেকনাফের অননুমোদিত ক্যাম্পগুলি বেসরকারি জমিতে অবস্থিত। রোহিঙ্গারা এই সব জমিতে থাকার জন্য নামমাত্র ভাড়া পরিশোধ করে। যেহেতু ক্যাম্পের ভিতরে প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্ভব নয়, তাই প্রকল্পের জরুরী প্রকৃতি এবং স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিথস্ক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে সমঝোতা স্মারক এবং/অথবা ভাড়া/লিজিংয়ের মতো স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ যেমন পানি সরবরাহ পাইপলাইন স্থাপন ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। ক্যাম্প এলাকায় কোনও ভূমি অধিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না, কিছু কিছু অস্থায়ী প্রভাব জীবিকার উপর প্রকল্প কাজের জন্য পড়তে পারে, সেসব ক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা অ.পি. ৪.১২ প্রযোজ্য হবে। প্রকল্প কাজের জন্য স্থনীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত জমি প্রয়োজন হতে পারে এবং যদি জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য হয়, সেটা অ.পি. ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী হবে।

সবগুলি ক্যাম্পে প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো সেবা এবং পরিষেবা বিধানের উদ্দেশ্যে কিছু কাঠামো স্থানান্তর বা পুনঃনির্মাণ করা দরকার হতে পারে (এ সংখ্যা সীমিত এবং ক্যাম্পের কাছাকাছি আশেপাশে দ্রুত পুনঃনির্মাণ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ) । ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনও স্থাপনা ও আশ্রয়ের স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে (যথাযথ পরামর্শ প্রক্রিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে) এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কাঠামোগুলি অন্যত্র স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই করতে হবে (তাঁবু, বাঁশের এবং প্লাস্টিকের শিটের কাঠামোগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা যায়)। প্রকল্পের অধীনে নির্মাণকাজ শুরু করার আগেই কাঠমোগুলি পুরোপুরি স্থানান্তর করতে হবে (পরিবার/পরিবারগুলির জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে)। পুনর্বাসন স্থানগুলিতে (একই ক্যাম্প সাইটের মধ্যে হতে হবে) সমান অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে, অথবা স্থানান্তরিত হওয়া অবস্থানের অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্বের চেয়ে ভাল হতে হবে। সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ অনুমোদন নাও করতে পারে, তাই সকল নেতিবাচক, অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয় এড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কাঠামো/আশ্রয়ের স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ খরচ প্রকল্প থেকে বহন করতে হবে। কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের জারি করা চুক্তির অধীনে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তারা এই বিশ্ব ব্যাংক এর সকল সুরক্ষা নীতিমালা এবং এই ইএসএমএফ মেনে চলবে।

অ্যাক্সেসিবিলিটি উন্নত করার জন্য এবং জরুরী/দুর্যোগ পরিস্থিতির সময় আশ্রয়ের জন্য কিছু অ্যাক্সেস সড়ক এবং বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র ক্যাম্পের বাইরে নির্মান করা যেতে পারে। কিছু বিদ্যমান সরকারি ভবন এক্সটেনশন/ পরিবর্ধন করা প্রয়োজন হতে পারে। যদিও সকল কার্যক্রম সরকারী মালিকানাধীন ভূমি এবং বিদ্যমান নির্ধারিত জমির উপর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তথাপি ব্যক্তিমালাকানাধীন ভূমি এবং ব্যক্তির উপর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের বিরূপ প্রভাব এই পর্যায়ে বাতিল করা যাবে না। সড়ক, সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণের জন্য, বিদ্যমান পরিষেবা সুবিধাদি সম্প্রসারণের জন্য, ব্যক্তিগত জমি প্রয়োজন হতে পারে (স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে)। যতদূর সম্ভব সরকারী মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহার করা হবে, বাস্তবিকই প্রকল্পটির জরুরী প্রকৃতির কারণে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জটিল টাইমলাইন অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। যাইহোক, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং/অথবা স্কোয়াটার ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সরকারী মালিকানাধীন বা ব্যক্তিমালাকানাধীন ভূমি), ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ সহ অ.পি. ৪.১২ অনুসরণ করা হবে। অ.পি. ৪.১২ প্রকল্পটির জন্য প্রযোজ্য হবে। উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমের জন্য সড়ক/প্রকল্প স্থান এখনো নির্ধারিত নয়। এই ইএসএমএফ অংশ হিসাবে কটি পুনর্বাসন নীতি পরিকাঠামো (আরএফপি) প্রস্তুত করা হয়েছে ভূমিমালিক, স্কোয়াটার, ও জীবিকা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর বিরূপ প্রভাব প্রশমন করার জন্য। কক্সবাজার জেলায় উপজাতীয় নৃ-গোষ্ঠীর উপস্থিতি আছে কিন্তু প্রকল্প এলাকায় নেই। অতএব, অ.পি. ৪.১২ ট্রিগার করা হবে না।

৫.৩.৫ নিরাপত্তা কর্মী

উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থিত ২ টি স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। এই দুই উপজেলায় বসবাসরত প্রায় ৫০০,০০০ জনসংখ্যার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখাশোনা করার জন্য এই দুটি পুলিশ স্টেশন প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপাপ্ত ছিল। ৯০০,০০০ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আগমনের পরে বর্তমানে এ দই উপজেলায় জনসংখ্যা ১৪,০০,০০০ এরও বেশি। জনশক্তি ও অন্যান্য সংস্থান এর কোন বৃদ্ধি ছাড়াই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এখনও কাজ করে যাচ্ছে। জনসংখ্যা আকস্মিকভাবে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য পুলিশ প্রশাসনের উপর বিপুল চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। আকস্মিকভাবে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত না না নতুন বিষয় আবির্ভূত হওয়ায় স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের উপর ভয়াবহ চাপ তৈরি হয়েছিল। এই সংকটের অবসান ঘটাতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গৃহীত হয়েছিল:

ক। সকল ধরনের উন্নয়ন কাজ, আশ্রয় কাঠামো, এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণকাজ শুধুমাত্র দিনের বেলা ক্যাম্পের মধ্যেই করতে হবে।

খ। সন্ধ্যা ৫ টার পর কোন বহিরাগত ক্যাম্পে থাকতে পারবে না এবং শুধুমাত্র স্বাস্থ্য কর্মীদের অনুমতি দেওয়া হবে।

গ। শুধু সরকারি সংস্থা, বিশেষ করে নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের ক্যাম্প এলাকায় প্রবেশের অনুমতি থাকবে সন্ধ্যা ৫ টার পরে।

পুলিশ প্রশাসন আগস্ট ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ এর মধ্যে ৪৯৭ টি মামলা নথিভূক্ত করেছে যার মধ্যে ৩ টি ধর্ষণ এবং ৮-১০ টি হত্যা মামলা রয়েছে, এসব অপরাধের নেপথ্যে সুযোগের অপব্যবহার (ধর্ষণ) এবং সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের জন্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অন্যতম কারণ। সরকার দৃঢ়ভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এই ব্যাপারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ও একই মত পোষন করে। মানুষের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

জীবিকা নির্বাহের জন্য রোহিঙ্গারা কাজ করে না অথবা তাদের কাজ করার অনুমতি নেই এবং এর ফলে না না ধরণের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ইন্টারন্যাশনাল এনজিও, স্থানীয় এনজিও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। গ্রুপ ফিডিং এবং ই-ভাউচারের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মাঝে খাদ্য উপাদান সরবরাহ করা হছে, এ পদ্ধতিতে ১৯ ধরনের খাদ্য রোহিঙ্গারা সংগ্রহ করতে পারে। প্রায়শই তারা কিছু নগদ উপার্জন করার জন্য খাদ্য/ঔষধ বিক্রি করে দেয়। ক্যাম্পগুলিতে সার্বক্ষনিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বিদ্যমান এবং মূমুর্ষু রোগীদের ক্যাম্প অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে টারশিয়ারি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে । বর্তমানে বিদ্যমান সমস্যাগুলি হচ্ছে:

ক। অনেক রোহিঙ্গা পুরুষের একাধিক স্ত্রী রয়েছে; নারীরা তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, ফলে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

খ। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে উত্তেজনা; রোহিঙ্গা সম্প্রদায় তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য সহায়তা পায় যেখানে স্থানীয় জনগণকে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে হয়। স্থানীয়রা এটাকে বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ হিসাবে দেখে।

গ। বলপূর্বক অপহরণ/পাচার এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা।

ঘ। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুবিধা অর্জনের জন্য মাঝি/কমিউনিটি লিডার হওয়ার জন্য প্রতিযোগীতা।

ঙ। এমন দাবি প্রচলিত রয়েছে যে, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক লুকিয়ে থাকা মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিকে তহবিল দেয়। কিন্তু, এই দাবির পক্ষে কোন কোন বাস্তব প্রমাণ নেই।

চ। চুরি।

ছ। আগুন বিপর্যয় এর ঝুঁকি; আশ্রয়কেন্দ্রের কাঠামোগুলি যে পদার্থ দিয়ে তৈরি করা তাতে সহজেই আগুন ধরতে পারে এবং দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়াতে পারে। শীতকালীন ঋতুতে শুস্কতার দরুন আগুন বিপর্যয় এর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। ক্যাম্পের ভিতরে কোন ফায়ার স্টেশন নেই।

৩১ রোহিঙ্গা শিবিরে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ১ অক্টোবর, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দিয়েছে। সেনাবাহিনী নিরাপত্তার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করছে এবং রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে ৬ টি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেছে যেখানে তারা পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সাথে যৌথ টাস্ক ফোর্স হিসাবে কাজ করেছে। ডিআরপি ক্যাম্পের মধ্যে ৫ টি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। পুলিশ স্থাপনাগুলির জন্য ৫ টি আধা- পাকা কাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি ক্যাম্পের জন্য একজন ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) রয়েছে এবং ১৬ টি ক্যাম্পের দায়িত্বে ১৬ জন ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার সরকারী কর্মকর্তা রয়েছে। তারা সামরিক ও পুলিশ শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় বজায় রাখে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে তাদের সহায়তা করে।

অক্টোবর ১, ২০১৮ থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। মাসে বর্তমানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৩/৪ টি (এক মাসের পরিসংখ্যান)। একটি সাম্প্রতিক ঘটনায় ৮ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয় বলে জানা যায় যাতে এক জন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সেনা বাহিনী ক্যাম্পগুলিকে ঘিরে নিরাপত্তাবেষ্টনী এবং সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের প্রস্তাব করেছে যেন ক্যাম্প এলাকার ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের সরকারকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলির জন্য জন্য ২ টি সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন প্রস্তুত করার করার প্রস্তাব দিয়েছে। শিবির প্রাঙ্গনে প্রয়োজনীয় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমানে, বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালভাবে কাজ করছে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। অতএব, এই মুহূর্তে বেসরকারী/প্রাইভেট নিরাপত্তা সংস্থার সহায়তা নেয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিদ্যমান ব্যবস্থায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হবে আশা করা যায়, এবং বিশেষ প্রয়োজনে, আরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিবেচনা করা হতে পারে বলে ধারনা করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটগুলি পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৬ বাছাইকরণ এবং ঝুঁকির প্রভাব হ্রাসকরণ

প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রথমিকভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। বাছাইকরনের লক্ষ্যগুলি হল - (১) সামাজিক ও পরিবেশগত বিরুপ প্রভাবগুলি এবং উপ-প্রকল্পের ঝুঁকিগুলি প্রদর্শন করা; এবং (২) নিরীক্ষণ ব্যবস্থা নির্ধারন, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুরক্ষা ব্যবস্থা বাছাইকরনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা। বাছাইকরণ প্রক্রিয়াটি গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহনযোগ্য উপ-প্রকল্প সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব একটি চেকলিস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে করা হবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক যাচাই ফর্ম পরিশিষ্ট ২ এ দ্রষ্টব্য।

পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলির জন্য, পানির ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা হবে - (১) নতুন বনভূমি এলাকার উদ্ভিদের প্রস্বেদনের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা, (২) নতুন বসতিদের পানি পানের জন্য, পরিবারের ব্যবহারের জন্য, স্নান ও স্যানিটেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় পানি,(iii) বার্ষিক বৃষ্টিপাত থেকে পানির পুনঃআবর্তন ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে। পানির উৎসগুলি থেকে অতিরিক্ত উত্তোলন, যা ভূমি অবনমন সৃষ্টি করতে পারে, সেটা প্রতিরোধ করার জন্য এই বিশ্লেষন পানি নিষ্কাশন হার নির্ধারণ করবে।

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এর এই অধ্যায়ে উপ-প্রকল্পগুলির বিরুপ প্রভাব হ্রাস পদ্ধতির বর্ণনা এবং সম্ভাব্য প্রকল্প সুবিধাগুলি বাড়ানোর জন্য কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। এই অধ্যায়ের সর্বশেষ উপ-ধারাতে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষযইয়ে ঠিকাদারদের বিভিন্ন ভূমিকা এবং দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে।

৬.১ সামগ্রিক পদক্ষেপ

বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলি সারণী ৬-১ দ্রষ্টব্য।

সারণী ৬.১ - বাছাইকরণ পদ্ধতি, দায়িত্ব এবং সময়কাল

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ (পরিশিষ্ট ১ এ প্রদত্ত ফর্ম)	বাস্তবায়ন সংস্থা (পিআইইউ) এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ফর্ম পূরণ করবে।	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য স্থানসমূহ সনাক্ত করার পরে
উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব বাছাইকরণ (পরিশিষ্ট ২ এ প্রদত্ত ফর্ম)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এবং পিআইইউ (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) প্রকল্প-স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়/রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এর সাথে পরামর্শ সভা এবং প্রকল্প-স্থানে কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থার সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার রিপোর্ট প্রস্তুত করবে পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান । বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষা দল ফলাফলের নমুনা পর্যালোচনা করবে, বিশেষত এমন সব উপ-প্রকল্পের জন্য যাতে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন/পরিকল্পনা প্রয়োজন।	উপ-প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য অবস্থানগুলি চিহ্নিত করার ২ সপ্তাহের মধ্যে
উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ(যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এবং পিআইইউ (এবং পরামর্শদাতা: পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ) উপ-প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা মূল্যায়ন করবে (যখন বিস্তারিত পরিবেশগত এবং সামাজিক মুল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজনীয় নয়)। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার নমুনা পর্যালোচনা করবে।	প্রভাব বাছাইকরনের ১ সপ্তাহের মধ্যে
উপ-প্রকল্পগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা (পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা,	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান এবং পিআইইউ (পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ; সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; জেন্ডার বিশেষজ্ঞ; সিনিয়র সুরক্ষা সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র	ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা নির্ধারণের ১ সপ্তাহের মধ্যে, কোনও দরপত্র নথি জারি, চুক্তি স্বাক্ষর, বা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে

বাছাইকরণ পদ্ধতি	দায়িত্ব	সময়
পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা, ইত্যাদি) - যেখানে বিস্তারিত পরিবেশগত ও সামাজিক গবেষণা দরকার (পরিশিষ্ট ৩, ৪ , ৫ এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা)	সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, এবং পরামর্শকদাতা) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রকল্পের বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত প্রভাব এবং মানুষ হাতি দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা (লিঙ্গ ভিত্তিক সনহিংসতা, বৃদ্ধ, শিশু, অনাথ, অক্ষম ব্যক্তিদের, ও অন্যান্য চিহ্নিত দুর্বলতার জন্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন) প্রয়োজনীয় কিনা সে সিদ্ধান্ত নিবে। নির্দিষ্ট সুরক্ষা পরিকল্পনা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা এর সাথে সংযুক্ত টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে।বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল সুরক্ষা বিষয়ক নথিগুলি পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করবে।	
প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ঠিকাদাররা যাচাই বাছাই ফর্ম এবং অন্যান্য সুরক্ষা নথির ভিত্তিতে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা/পদ্ধতি প্রস্তুত করবে যা পিআইইউ এবং ঠিকাদারের মধ্যে আইনি চুক্তির অংশ হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময়
পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্টিং	পিআইইউ পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা / ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা / পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করবে।পিআইইউ মাসিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাকারী দল পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করবে।	নির্মাণ ও পরিচালনার সময় নিয়মিতভাবে

উপ-প্রকল্পগুলির প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন সময়রেখা চিত্র ৬-১ তে দেখানো হয়েছে। যেহেতু, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সংখ্যা অনেক, এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা সরবরাহ করা সম্ভব নয়। যাইহোক, প্রকল্প সামগ্রিক পরিকল্পিত সময়সীমা প্রাসঙ্গিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে বিশ্ব ব্যাংকের এসটিইপি সিস্টেমে দেয়া আছে।

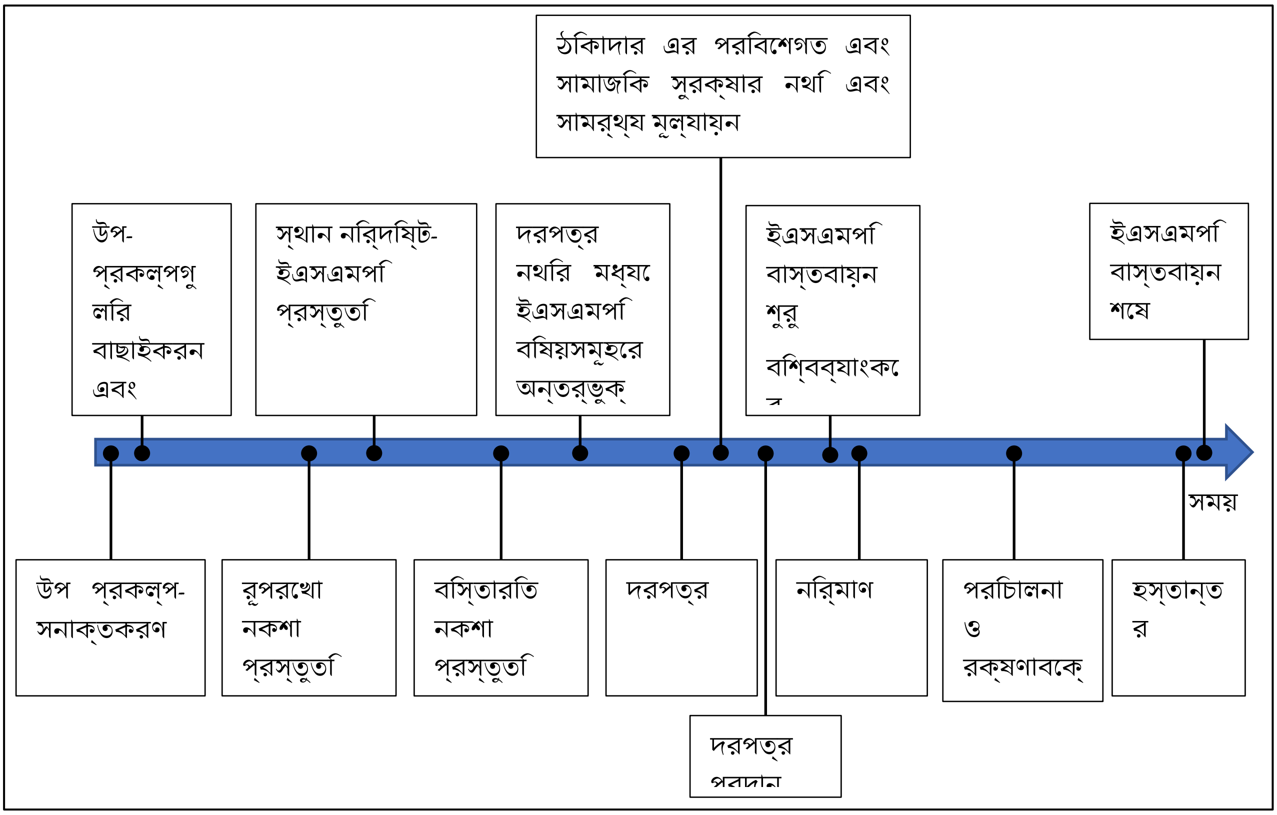

চিত্র ৬.১ - উপ -প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়রেখা এবং সুরক্ষা কার্যক্রম

৬.২ উপ -প্রকল্প বাছাইকরণ নির্ণায়ক

উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজ যাথাযথভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বাছাইকরণ প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়ে করতে হবে যখন উপ-প্রকল্পের জন্য মোটামুটিভাবে সঠিক অবস্থানগুলি সনাক্ত হয়ে যাবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইকরণ ফর্মটি উপ -প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাবগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসন নির্দেশনা দেয়। পরিশিষ্ট ১ এবং ২ এ প্রদত্ত ফর্ম উপ-প্রকল্প স্থান অনুসন্ধানের সময় যাচাই করা বিষয়গুলি সনাক্ত করতে এবং পরবর্তী পর্যায়গুলিতে পরিচালিত হওয়া পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি, পরিমাণ এবং সময় সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে সহায়তা করবে। এটি প্রকল্প চক্রের শুরুতে ঝুঁকি নিরসন/ এড়ানোর সুযোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করবে, যা সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন নকশা প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে ।

যাচাই বাছাইকরণ ফর্ম প্রয়োজন সাপেক্ষে আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং অনুমোদন (যদি থাকে) প্রাপ্তির সময়সীমা নিরুপন করতে সহায়তা করবে। যদি আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন (যেমন ইএসআইএ, ইএসএমপি, আরএপ, আআরএপ ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় (উচ্চ ঝুঁকি উপ-প্রকল্পগুলির জন্য), সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এর (পরিশিষ্ট ৪ এবং ৫) এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে। যদি বাছাইকরণ ফলাফল নির্দেশ করে যে একটি বিশেষ উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ কম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে পরিশিষ্ট ২ (পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা বাছাইকরণ সারাংশ) অনুযায়ী নিরসন ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬.৩ ঝুঁকি নিরসন

প্রস্তাবিত ঝুঁকি পরিমাপক ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত বাছাইকরণ ফর্মটি পিআইইউ এবং ঠিকাদারের মধ্যে আইনি চুক্তির অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই প্রকল্পে একটি ঝুঁকি নিরসন অনুক্রম অনুসরণ করতে হবে (চিত্র ৬-২)।

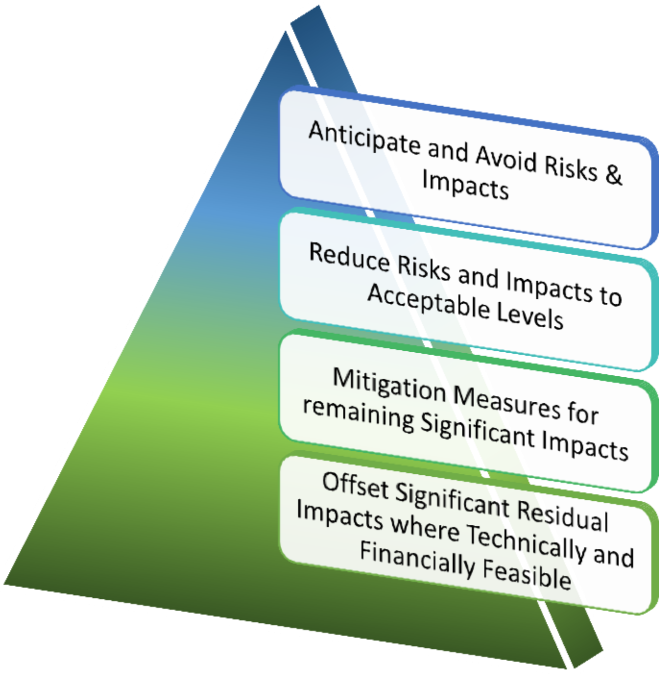

চিত্র ৬.২ - ঝুঁকি নিরসন অনুক্রম

ঝুঁকি নিরসন অনুক্রম এর প্রথম ধাপে উপ-প্রকল্পটি সনাক্ত করা বা এটি এমনভাবে নকশা করা যাতে বিরূপ প্রভাবগুলি এড়ানো সম্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে, বিকল্প উপায়সমূহের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অন্তর্ভুক্ত:

- প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প/ক্রিয়াকলাপের জন্য বিভিন্ন অবস্থান/স্থান মূল্যায়ন
- বিভিন্ন বিকল্প নকশা মূল্যায়ন যাতে বড় ধরনের সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকি/প্রভাবগুলি এড়ানো যায়

তথাপি, কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে এই প্রকল্প পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলিতে বা স্থানগুলির কাছাকাছি এবং ঝুঁকিপ্রবণ সম্প্রদায়গুলির এলাকায় বাস্তবায়ন হবে, তাই প্রকল্পের ঝুঁকি এবং বিরূপ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়। অতএব, অনুক্রমের দ্বিতীয় ধাপ বিভিন্ন বিকল্প নকশা বিবেচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলিকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখা হবে। যখন কোনও নকশাতে সমাধান পাওয়া যাবে না এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বা প্রভাব উল্লেখযোগ্য, তখন অনুক্রমের তৃতীয় স্তম্ভ সম্ভাব্য এবং প্রয়োজনীয় নিরসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করবে। প্রস্তাবিত নিরসন ব্যবস্থা এই পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এর বিভাগ ৮ এ নির্দেশিকারুপে দ্রষ্টব্য । ঝুঁকি পরিমাপক অনুক্রমে চূড়ান্ত ধাপটিতে যে কোন অনিবার্য ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রায়োগিকভাবে এবং আর্থিকভাবে সমতাবিধান বা ক্ষতিপূরণ করা হয়। এটা ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে পারে বা অন্য স্থানে একই রকম পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা সৃস্টি ও উন্নয়নের (বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা) মাধ্যমে হতে পারে। ঝুঁকি নিরসন পদক্ষেপের ব্যয় এবং বর্ধিতকরণ ব্যবস্থার প্রত্যাশিত খরচ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। একই সাথে, এই বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে এর উপকারগুলি উপলব্ধ হচ্ছে সেটার যথাযথ নজরদারিটি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাজেটে পর্যবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত করা থাকতে হবে।

৬.৪ ঠিকাদারের ভূমিকা/দায়িত্ব

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং বিরূপ প্রভাব কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার এই প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তারা শুধুমাত্র তাদের কর্মীদের জন্য নয় বরং আশেপাশের জনগোষ্ঠীর এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ঠিকাদারের ভূমিকা এবং দায়িত্ব দরপত্র প্রস্তুতির পর্যায়ে শুরু হবে এবং সমস্ত পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যা নির্মাণ পর্যায়ের পরেও বিদ্যমান থাকতে পারে।

এছাড়াও, প্রতিটি ঠিকাদারের প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানে একজন পরিবেশগত তত্ত্বাবধানকারী ও একজন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা থাকবে, যারা সকল পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সমস্যা, লিঙ্গ, শ্রম ব্যবস্থাপনা, শ্রম প্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে।

সামাজিক ও পরিবেশগত সহায়তা সংস্থা এবং সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পিআইইউ নিশ্চিত করবে যে সকল ঠিকাদারের কর্মী এবং অংশীদার যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত তারা প্রাথমিক এবং চলমান পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সচেতনতা এবং তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক উভয় বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৬.৪.১ পরিবেশগত দিক

ঠিকাদারের কার্যাবলী পরিবেশের উল্লেখযোগ্য এবং অপ্রচলিত ক্ষতির কারণ হবে না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদের। বাছাইকরণ ফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে উল্লেখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং যথাযথভার পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাক নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে যখন ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া, গাছপালা অপসারণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যেমন নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জরুরী প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি প্রস্তুত করা ঠিকাদারের দায়িত্ব । এছাড়া, সকল শ্রমিককে যথাযথ পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত সংবেদনশীল পরিবেশগত স্থানে/এর কাছাকাছি বাস্তবায়ন হবে এমন উপ-প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণ-সময়কালীন পরিবেশগত সুপারভাইজার (ওএইচএস দিকগুলিও কভার করে) নিয়োজিত থাকতে হবে।

ঠিকাদার প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানের (ভিতরে এবং বাইরে) পরিবেশের সুরক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং জনসাধারণের সম্পত্তি দূষণ, শব্দ বা পরিচালনার পদ্ধতিগুলির ফলে সৃষ্ট অন্যান্য অসুবিধার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

ঠিকাদার তার নির্মাণ বা নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের কারণে সৃষ্ট পরিবেশের বিরুপ প্রভাবগুলির প্রয়োজনীয় নিরসন বা প্রতিকারের জন্য দায়ী থাকবে। পরিবেশগত কোন সমস্যা ক্ষেত্রে, ঠিকাদার অবিলম্বে পিআইইউকে অবহিত করবে এবং সেক্ষেত্রে পরিবেশগত সুরক্ষা দল তাদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করবে। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে ঠিকাদার একই ধরনের পদক্ষেপ নিবে সেগুলি হল – ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশগত ক্ষতি, ভূমি অবনমন, ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহে বাধা, এবং ভুপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ এসব ক্ষেত্রে কোন তৃতীয় পক্ষের অভিযোগ অথবা আইনি পদক্ষেপ।

নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে - যেমন, প্রকল্প স্থান প্রস্তুতি এবং কাজ সমাপ্তির পরে পরিষ্কার করা – ঠিকাদার পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। ঠিকাদার কাজ পরিচালনা করার সময় পরিবেশগত প্রভাব নির্মূল করতে অথবা আপারগ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদারদের জন্যও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হবে।

৬.৪.২ সামাজিক দিক

স্থান-নির্দিষ্ট পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা/সংক্ষিপ্ত পূনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পরে, প্রয়োজন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হবে। সংযুক্ত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ছাড়া কোন দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে না এবং স্থান নির্ভর নির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারের এবং বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারের সাথে বাধ্যবাধকতামূলক কোনও আইনি সমঝোতা রফা ছাড়া কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের একজন সামাজিক সুরক্ষা কর্মকর্তা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, এবং পূনর্বাসন নীতি কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা বিষয়সমূহ, লিঙ্গ ভিত্তিক সমস্যা, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা, শ্রমিকের কাজের পরিবেশ, এবং শ্রম প্রবাহ ইত্যাদি নিশ্চিত করবে। সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব হ্রাস করার জন্য ঠিকাদারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে। প্রকল্পস্থল এর কাছাকাছি বসবাসকারী এবং কর্মরত জনগোষ্ঠীর অসুবিধা নিরসন করার জন্য ঠিকাদার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়াও, ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে যে যে স্থানীয় সম্প্রদায় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায় মধ্যে তাদের কাজ/শ্রমের বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই। উপযুক্ততা সাপেক্ষে, ঠিকাদার প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়ে স্থানীয় লোকেদের নিয়োগের চেষ্টা করবে। ঠিকাদার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা এবং প্রকল্প স্থানে/এর আশেপাশে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ। প্রকল্প এলাকায় সঠিক সাইনেজ এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী সব সময় ব্যবহার করতে ঠিকাদার বাধ্য থাকবে।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রভাব এড়ানোর জন্য ঠিকাদার নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করবে:

- স্টাফ ও শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; চুক্তির মেয়াদকালে ক্যাম্পে, শ্রমিক নিবাস-স্থলে, এবং প্রকল্প সাইটে চিকিৎসা সুবিধা, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সবসময় থাকতে হবে; মহামারী প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং সমস্ত কল্যাণ কর্মকাণ্ড ও স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঠিকাদার তার কর্মীদের, সরঞ্জাম, স্থান, ক্যাম্প বা সম্পন্ন কাজের সাথে সম্পর্কিত কোনও দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব পিআইইউকে লিখিত প্রতিবেদন দিবে। প্রতিবেদনে ঠিকাদার কর্তৃক ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের ভিত্তিতে কী ঘটেছে (বিস্তারিত হিসাবে ব্যাখ্যামূলক স্কেচ সহ), যারা জড়িত ছিল (নাম এবং এগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সহ), ঘটনাটি কিভাবে, কখন (সময় এবং তারিখ), কোথায় এবং কেন ঘটেছিল তার বিবরণ থাকবে। কোনও প্রাণহানি বা মারাত্মক আঘাতের ক্ষেত্রে ঠিকাদার সবচেয়ে দ্রুততম উপায়ে পিআইইউকে অবহিত করবে।

- কীটনাশক, ইঁদুর এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে স্থানটিতে নিযুক্ত সকল কর্মী এবং শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ঠিকাদার সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং স্বাস্থ্যের অবনতি এবং একই কারণে সৃষ্ট সাধারণ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য ঠিকাদার যথাযথ প্রোফাইলেটিক্স তার কর্মীদের এবং শ্রমিকদের সরবরাহ করবে এবং জলাশয়/ পুকুরে বদ্ধ পানি না থাকা নিশ্চিত করবে।
- স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ঠিকাদার তার কর্মী এবং শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য খাবার পানি এবং ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে।
- নির্মাণ পর্যায়ে শ্রম প্রবাহের কারণে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল যৌন সংক্রামিত রোগ (এসটিআই) যেমন এইচআইভি/এইডস। ঠিকাদার সকল নির্মাণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে এসটিআই/এইচআইভি/ এইডস সচেতনতা ও প্রতিকার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করবে। এবং নিকটবর্তী স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সচেতনতা এবং প্রতিকার কর্মসূচি প্রসারিত করবে। এসব সচেতনতা কর্মসূচীতে শ্রমিকদের সংক্রমণ এবং সংক্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করতে হবে।

ট্রাফিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

- ট্র্যাফিক ও সড়ক পরিবহণে অসুবিধা কমিয়ে আনা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে। নির্মাণাধীন সময়ে যানবাহনের জন্য সড়ক খোলা থাকবে তা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে;
- নির্মাণ কার্যক্রমের পূর্বে, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দ্বারা প্রয়োজনীয় ট্রাফিক এবং পথচারীদের দ্বারা সড়কের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার সমস্ত সাইন, বাধা এবং নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম স্থাপন করবে;
- সাইন, ক্রসিং গার্ডস এবং অন্যান্য উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেল এবং রাস্তা ক্রসিং এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে;
- ডিআরপি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অধিবাসীদের সাথে নির্মাণের জন্য যেকোন বিকল্প সড়ক প্রতিষ্ঠার আগে পরামর্শ করা হবে;
- ডিসপসাল সাইট এবং চলাচল পথগুলি স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সনাক্ত এবং সমন্বয় করা হবে; এবং
- কৃষিজমি ও স্থানীয় প্রবেশ সড়কের ক্ষতি কমিয়ে আনতে নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনগুলি অস্থায়ী রাস্তা ব্যবহার করবে। যেখানে অস্থায়ী রাস্তা ব্যবহার করা হবে, কাজ শেষ হওয়ার পরে রাস্তা মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ঠিকাদারের কর্তব্য।

শ্রম ও শ্রম প্রবাহের বিষয়গুলি, শিশু শ্রম প্রতিরোধ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মাধ্যমে এবং ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজগুলির অধীনে ঠিকাদারের দায়বদ্ধতা পর্যালোচনা করে নিশ্চিত করা হবে, এর মধ্যে ওএইচএস বিবেচনায় থাকবে এবং নন-কমপ্লায়েন্স প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ওয়ার্কফেয়ার প্রোগ্রামে নিশ্চিত করা হবে যে, ১৪-১৮ বছরের মধ্যে কোনও শিশুকে কোনও বিপজ্জনক কাজ দেওয়া হবে না এবং তাদের শিক্ষাজীবন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু ওয়ার্কফেয়ার প্রোগ্রামে বা অন্য কোনো শ্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

এলজিইডিএ এবং এমওডিএমআর কেন্দ্রীয়/স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়ী সামাজিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে, যারা বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ/সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর সামগ্রিক বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন দিবে। অধিকন্তু, প্রতিটি স্থানীয় অংশীদারের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিভিন্ন প্রকল্প ক্রিয়াকলাপের জন্য শ্রম শর্তের উপর সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য একটি সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট থাকবে। প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার এক ফোকাল পয়েন্ট/সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে, যারা সামাজিক সুরক্ষা, লিঙ্গ ও শ্রম সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষিত হবে। পিআইইউ এবং প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করবে যেন ঠিকাদারের ফোকাল পয়েন্ট পিআইইউ এবং প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক সুরক্ষা বিয়য়ে প্রতিবেদন দিতে পারে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদারদের জন্যও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হবে।

৬.৪.৩ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

ঠিকাদার পিআইইউর সক্রিয় সহায়তায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকরীতা নিশ্চিত করবে, যাতে সম্ভাব্য দ্বন্দ্বগুলি এড়াতে সম্ভব হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দাবিগুলি সঠিকভাবে সমাধান করা হয়। ঠিকাদারের ফোকাল পয়েন্টকে জিআরএম এর উপর প্রশিক্ষিত হতে হবে। আরও বিস্তারিত বিভাগ ৭.২ প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪.৪ দরপত্র এর কাগজপত্র প্রনয়ন

পিআইইউকে দরপত্র নথি প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি বিল অফ কোয়ান্টিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই বাছাই ফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো দরপত্র নথিগুলিতে সরবরাহ করতে হবে যাতে বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক খরচ প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট থাকবে। এটি বাস্তবসম্মত দরপত্র প্রস্তুত করতে ঠিকাদারদের সহায়তা করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিলম্ব এবং আলোচনার সময় ও কমিয়ে দেবে।উদাহরণস্বরূপ দরপত্রে যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতি: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; স্বাস্থ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা; ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; প্রভৃতি
- নির্মাণ বর্জ্য উপকরণ নিরাপদ এবং সঠিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা খরচ

- নিরসন ব্যবস্থার খরচ (স্থান পরিচালনার জন্য; ধুলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; ইত্যাদি)
- নিয়মিত শব্দ, বায়ু মান, জলমান এবং মাটি মানের পর্যবেক্ষণ সঙ্গে যুক্ত খরচ
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন (পিপিই, নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি)
- সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট ও ওএইচএস ফোকাল পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত খরচ
- কর্মীদের জন্য আচরণবিধি সহ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিধানসমূহ:
  - সকল পুরুষ ও মহিলা একই ধরনের চাকরির জন্য একই মজুরি এবং সুযোগ পাবেন।
  - সকল শ্রমিককে চুক্তি/নিয়োগ পত্র পেতে হবে।
  - বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম নিয়ম ২০১৫ অনুসরণ করা আবশ্যক।
  - শিশু শ্রম নিষিদ্ধ।
  - তরুণ শ্রমিকদের কোন বিপজ্জনক জায়গায় কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।
  - শ্রমিকদের জন্য পৃথক অভিযোগ প্রতিকার কমিটি থাকতে হবে। মহিলা শ্রমিক যদি সেখানে থাকে, তাহলে নারীর উপস্থিতি অবশ্যই অভিযোগ প্রতিকার কমিটিতে নিশ্চিত করতে হবে।
  - কোন জিবিভি ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলি শ্রম আইন এবং ব্যাংক নীতি অনুসারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন নিশ্চিত করবে; সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট বিশ্বব্যাংককে জমা দিতে হবে।
- ঠিকাদার এবং তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

৭ স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ প্রক্রিয়া পরিচালনা

৭.১ পরামর্শ কৌশল

প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ এবং যোগাযোগ অপরিহার্য। এই প্রকল্পে ৪ টি কম্পোনেন্ট রয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থা জড়িত বিধায় এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মধ্যে অন্ত:যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির মধ্যে ছোট আকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেমন অ্যাক্সেস সড়ক নির্মাণ, দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমানো, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আগুনের ঝুঁকি কমানো, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় উভয় জনগোষ্ঠীকে অত্যাবশ্যকীয় নগর সুবিধা প্রদান, স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস ও পুনরুদ্ধার, ইত্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকল্পটির প্রতিটি সাইট এবং এর আশেপাশের এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট সকল ভৌত উন্নয়ন কাজ যা অবকাঠামো উন্নয়ন সহায়তা জনিত (যেমন, রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র, অ্যাক্সেস রোড, ইত্যাদি) যাচাই বাছাই করবে এবং এগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি সানাক্ত করে অপি ৪.১২ এবং প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনাr (একটি স্ক্রীনিং ফর্ম পরিশিষ্ট ৩ এ দ্রষ্টব্য) প্রয়োজনীয়তা নিরুপন করবে। ক্যাম্পের মধ্যে কোনও ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, শুধুমাত্র কয়েকটি কাঠামো পুনঃস্থাপন করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্পের বাইরে, স্কোয়াটার, জমির মালিক, ফসল, গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে; এসব ক্ষেত্রে প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পের পুরো সময় ব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে এবং উপপ্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকে কমিউনিটির লোকজন বা অংশীদারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে। মূলত: সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা, সামাজিক (এবং পরিবেশগত) যাচাইকরণ, স্বেচ্ছায় জমি প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়ন, প্রভাব নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাথেই অধিকতর আনুষ্ঠানিক পরামর্শ গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপের সাথে আলোচনা , এবং স্থানীয় প্রাজ্ঞ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়াদি শুরু হবে। পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের সব লোকের কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে প্রকল্পের সাথে যাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে এরূপ সুনির্দিষ্ট গ্রূপের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে।

৭.১.১ মূল স্টেকহোল্ডার

সুরক্ষা সংক্রান্ত বিয়য়াদি বিবেচনায় মূল অংশীদার:

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং তাদের মাঠ কর্মী
- সরাসরি প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত মানুষ/জনগোষ্ঠী
- প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত প্রকল্প এলাকার মানুষ/জনগোষ্ঠী/সংগঠন
- স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে)
- সরকারি বিভাগ/সংস্থা: পরিবেশ ও বন বিভাগ
- উন্নয়ন অংশীদার
- স্থানীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও যারা স্থানীয় সম্প্রদায়/বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করছে

তিনটি বাস্তবায়ন সংস্থাকে সাথে নিয়ে বিশ্বব্যাংক সেফগার্ড দল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকারী সংস্থার সাথে বেশ কয়েকটি পরামর্শসভা করেছে। এই সঙ্কটে বিশ্বব্যাংকের পদক্ষেপ স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর পক্ষে থাকবে। গৃহীত পরামর্শ সভা তালিকা নিচে দেওয়া হলোঃ

সারণী ৭.১ - পরামর্শ সভা সারসংক্ষেপ

মিটিং নং	তারিখ	স্থান	প্রধান অংশগ্রহণকারী গ্রুপ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
				পুরুষ	মহিলা
১	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮	এলজিইডি অফিস, কক্সবাজার	সরকারী কর্মকর্তা, আইএনজিও, এনজিও	১১	২
২	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	নয়াপাড়া ক্যাম্প	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	২০	১০
৩	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	ইউএনও অফিস, টেকনাফ	স্থানীয় জনগণ	১১	৫
৪	১ অক্টোবর, ২০১৮	কুতুপালং ক্যাম্প ১-ই	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী	৫	১৩

৫	১ অক্টোবর, ২০১৮	বালুখালী ক্যাম্প ৯	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী	১৫	৭
৬	১ অক্টোবর, ২০১৮	বালুখালী উপ পাইমারি স্বাস্থ কেন্দ্র	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী	০	৩
৭	১ অক্টোবর, ২০১৮	ইউএনও অফিস, উখিয়া	হোস্ট কমিউনিটি	৭	০
৮	৫ নভেম্বর, ২০১৮	উখিয়া ক্যাম্প	বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী	৫	৩
৯	৬ নভেম্বর, ২০১৮	এলজিইডি অফিস, কক্সবাজার	সরকারী কর্মকর্তা, আইএসসিজি	৮	৪

সভা ১

সভা ২

চিত্র ৭.১ - পরামর্শ সভা ছবি

৭.১.২ পরামর্শ এবং প্রকাশের দায়িত্ব এবং নীতিমালা

ডিপিএইচই, এলজিইডি, এমওডিএমআর পিআইইউ, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেকটর, বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন ডিপি, এনজিও, বাংলাদেশ সরকার , আইএসসিজি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন আলোচনা সভা পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে একটি পরামর্শ ও যোগাযোগ কৌশল (সিসিএস) প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শের সময় সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আওতা এবং তাৎপর্য, আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং সেইসাথে খাস এবং অন্যান্য সরকারি জমির ব্যবহারকারী এবং ব্যক্তিগত ভূমি মালিকদের উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব।
- নির্মাণ কাজ চলার সময় ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কোন ধরনের ভূমি অধিগ্রহণ চলবে না। যদি হোস্ট কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জমি ব্যবহার করতে দেয় কিনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সে মর্মে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের বিষয়টি ভূমির মালিক এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে কার্যকর হবে। যদি হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে, অপি ৪.১২ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন –

২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারে। যদি কমিউনিটির কারো কাছ থেকে জমি নিতে হয়, তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট অবশ্যই উক্ত জমি ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ করবে।

- নেতিবাচক প্রভাবগুলি কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী এর মতামত সংগ্রহ করা; এবং এজন্য স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী, প্রকল্প প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি, যেমন বাংলাদেশ সরকার , বিশ্বব্যাংক, পরামর্শদাতা ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির অধিকার এবং দায়িত্বগুলি নিরুপণ।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সহায়তার জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের স্থান এবং কার্যক্রমের সাথে সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব এবং তাদের উত্সগুলি নিরুপন।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাজের সুযোগের সাথে সাথে সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব এবং তাদের উত্সগুলি নিরুপন।
- অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিকার কমিটি যা প্রকল্পের প্রাথমিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করা হবে, অভিযোগের প্রতিকার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এবং এবং তার সদস্যপদ ও গঠন, ক্রিয়াকলাপ এবং সীমাবদ্ধতা এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ করার প্রক্রিয়া স্থানীয় সম্প্রদায়কে জানাবে।

এই প্রকল্প স্থানীয় নারী, রোহিঙ্গা নারী, ও অন্যান্য ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর সাথে প্রয়োজন সাপেক্ষে পৃথক আলোচনায় মিলিত হবে। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় মহিলাদের এবং রোহিঙ্গা নারীদের উপকারের জন্য কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাবনার অন্বেষণ করা।

পরামর্শ সভার ফলাফল

অবকাঠামোর উপর প্রভাব

বিপুল সুংখ্যক রোহিঙ্গা আসার কারণে স্থানীয় অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব পড়েছে। শুরুর দিকে রোহিঙ্গারা সড়ক, বাঁধ এবং সেতুর উপরে আশ্রয় নিয়েছিলা, যার ফলে স্থাপনাগুলির ক্ষতিসাধন হয়েছিল। সড়ক অবকাঠামোগুলিতে বস্তীভাবে বসবাস করার কারণে এবং মানবিক সাড়াদান কাজে ভারী যানবাহন ব্যবহারের কারনে অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক, বিশেষ করে রাজাপলং-উখিয়া বাজার-কুটুপালং-বালুখালী-ওয়াইকং-নোয়াপাড়া এলাকা থেকে এবং দক্ষিণ নীলা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে যানজট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রাণ পরিবহনের জন্য যানবাহন প্রায়ই সংকীর্ণ পথের রাস্তাগুলি ব্যবহার করে। এর ফলে যানজট বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরিবহনের কারণে যান চলাচল মাঝে মধ্যে স্থগিত করা হয়। টেকনাফ ও উখিয়ায় বাসিন্দারা জানায় যে তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়কে যানজট বেড়েছে, এবং দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি রাস্তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

শ্রম ও মজুরির উপর প্রভাব

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ সভার মাধ্যমে জানা গেছে যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রবেশের কারণে শ্রম বাজারে মজুরি পড়ে গিয়েছে। এই গবেষণার অংশ হিসাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজনও একই মত পোষণ করে। বিদ্যমান অনেক সেকেন্ডারি উৎস এবং গবেষণা থেকেও শ্রমের হারের পরিবর্তন সম্পর্কেও জানা গেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা জানায় যে মজুরির হার ৫০০ থেকে কমে ২০০ টাকা হয়ে গেছে যা জীবনযাত্রাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে। কিছু কমিউনিটি শ্রমিকরাও দাবি করেছে যে তারা প্রায় ৩৫০ টাকা শ্রমমজুরি পাচ্ছে। অন্যান্য উপ-জেলার শ্রম হার যেখানে রোহিঙ্গা উপস্থিতি নেই সেখানে শ্রমহার আগের মতোই, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে উচ্চতর। এর একটি নিকটতম ব্যাখ্যা হল রোহিঙ্গারা বেশিরভাগই তাদের ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় কাজ করছে। সড়ক প্যাট্রোল এবং চেক পোস্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ নিয়ন্ত্রন করা হয়। ফলে, তাদের জন্য টেকনাফ, উখিয়া এবং ক্যাম্পের আশেপাশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা সবচেয়ে সহজ।

স্বাস্থ্য, পানি এবং স্যানিটেশন উপর প্রভাব

পরামর্শ সভা ও সেকেন্ডারি তথ্য থেকে জানা যায় যে, কক্সবাজারের স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন অবস্থা ইতিমধ্যে দুর্বল ছিল এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি এটি আরও খারাপ করে তুলেছে। ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারের ক্ষতিকারক দূষণের কারণে বুলুখালী-কুটুপালং মেগা শিবিরের আশেপাশে এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বৃষ্টির পানি দ্বারা এই পয়ঃবর্জ্য ধুয়ে জীবাণু ছড়িয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা যেমন কাপড় ধোয়া, রান্না এবং গোসল করার জন্য পুকুর, খাল ও কুয়ার পানি ব্যবহার করে । এই উৎসের পানি গুরুতর দূষিত হয়ে গেছে। টেকনাফ ও উখিয়ায় সভায় অংশগ্রহনকারীরা জানায় যে, ভূপৃষ্ঠের পানির দূষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস এবং পানির উৎসগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ার কারণে তাদের প্রধান পানি উৎস পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তারা আরও বলেছে গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ফলে তাদের কূপ, নলকূপ এবং অগভীর পাম্প শুকানোয় উদ্ভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বেশকিছু সংখক স্থানীয় লোকজন জানায় যে, বিশুদ্ধ পানী সংগ্রহ করার জন্য তাদের ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় হাঁটাতে হয়। দূষণ ও বর্জ্য এর অবশিষ্ঠাংশ সেচ কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। পানি বাহিত রোগ (উদাঃ কলেরা, রক্তআমাশয়,

টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি) ক্যাম্প এবং স্থানীয় পরিবারগুলির (বিশেষ করে যারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্পের আশেপাশে বসবাস করে তাদের প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে) জন্য বড় ঝুকি।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জানায় যে তাদের খাবার পানির অভাব রয়েছে। যে পরিমান পানি তারা গ্রহণ করে তা গোসল এবং পরিবারের অন্যান্য কাজের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাগুলি তীব্র চাপের মুখে পড়ে। এনজিও / এনজিওগুলির কাছ থেকে সমর্থনের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। স্থানীয় জনগণের ক্যাম্প স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবার সুযোগ আছে। তবে জেলা জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলিতে ক্রিটিকাল রোহিঙ্গা রোগীদের চিকিৎসার জন্য অত্যধিক ভিড় বেড়ে গেছে। হোস্ট সম্প্রদায়ের লোকেদের এখন পরিষেবা পেতে আর ও অপেক্ষা করতে হচ্ছে এবং গড় অপেক্ষা সময় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষার উপর প্রভাব

রোহিঙ্গা সংকট কক্সবাজারে আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা খাতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সংকটের শুরুর দিকে অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং শিক্ষার সরঞ্জাম হারিয়ে যায়। স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমও কয়েক মাস ধরে ব্যাহত হয়। ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত কার্যক্রম, মেরামত ও সংস্কার পুনরায় শুরু করা যায়নি মানবিক প্রকল্পগুলিতে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের দ্বারা কিছু স্কুল সম্পর্কিত সহায়তা / সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে এখনো পরিচালিত হচ্ছে। এই স্কুলেরগুলির শিক্ষা কার্যক্রম স্কুল প্রাঙ্গনে পরিচালনা করতে হচ্ছে।

অনেক এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি স্কুল / কলেজে যাওয়া শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সহায়তা প্রদানকারী এবং অনুবাদক হিসেবে নিয়োগ করছে। উচ্চ অনুপস্থিতির হার এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান সমস্যা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, টেকনাফ ও উখিয়া স্কুল ও কলেজগুলিতে অনুপস্থিতি ৬০ শতাংশ বেড়েছে। স্কুল/কলেজগুলির ৭০% শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরো লাভজনক এনজিও/আইএনজিও তে চাকরি করছে। যদিও এটা কিছু লোকের আয়-উপার্জন সুযোগের ক্ষেত্রে উপকৃত করেছে, সামগ্রিকভাবে এটা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত করছে। এসব ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায়ও ফলাফল রেকর্ড খারাপ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সভা-পরামর্শের সময়, অনেক অংশগ্রহণকারীরা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারনে মেয়েদের এবং মহিলাদের চলাললে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিছু অংশগ্রহণকারীদের মতে, এতে স্কুল উপস্থিতি হার বিরুপভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আগে, পুর্বে থেকে থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ভাষা হিসেবে ছিল। ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হওয়ার কারনে রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত করছে। তাছাড়া ক্যাম্পে সভা-পরামর্শের সময় রোহিঙ্গারা দাবি করে যে অনেক রোহিঙ্গা শিক্ষার্থী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করছে। এখন, যদি তাদের আবার প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতে হয় তবে তা তাদের শিক্ষা জিবনে নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলবে এবং তারা শিক্ষাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সুপারিশ

- টেকনাফ ও উখিয়া দুটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমবিবর্তন হচ্ছে এবং এর অব্যাহত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষত, পণ্য মূল্যের উঠানামা এবং শ্রম মজুরির পরিবর্তন এবং এগুলির প্রভাব ভবিষ্যতের মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপুর্ণ।
- শ্রমের বাজারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বেড়ে গেলে শ্রম মজুরির উপর এই বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে।
- অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটে গৃহীত বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নগদ অর্থ সহায়তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবসা এবং পরিবারিক আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পাড়ত। সঙ্কটের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের সহায়তা অপরিহার্য ছিল, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সহায়তার প্রবর্তন স্থানীয় সম্প্রদায়কে সহায়তা করার একটি পরোক্ষ উপায় হতে পারে।
- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর আকস্মিক প্রবাহ সবগুলি খাতের মধ্যে পরিবেশের উপর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ফেলে। কিছু ক্ষেত্রে, পরিবেশগত সমস্যাগুলি সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ। এটি ভবিষ্যতে আরো গভীরভাবে মূল্যায়ন প্রয়োজন হবে।
- জনসাধারণের জন্য কার্যকর পরিষেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কক্সবাজার জেলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একটি বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা নেট কর্মসূচি বিদ্যমান। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য আরো গভীরভাবে এবং বিস্তৃত ও কার্যকরী কভারেজ স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতিবাচক পরিণতিগুলি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ডিপিএইচই, এলজিইডি এবং এমওডএমআর পরামর্শসভার সময় নিম্নলিখিত ধাপ ও পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করবে।

সারণী ৭.২ - পরামর্শ এবং প্রকাশের ভূমিকা এবং দায়িত্ব

প্রকল্প পর্যায়	অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ড/অংশীদার	দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান
প্রস্তুতি পর্যায়	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের বিষয়ে, ইএসএমএফ, কর্ম পরিকল্পনা, সব পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম এবং পরামর্শদাতাদের কার্যক্রম জানানো	ডিপিএইচই, এলজিইডি, এমওডিএমআর
	ডিআরপি, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কাজের আওতা সম্পর্কে অবহিত করা।	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	আইওএলের ফলাফল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সাথে প্রাথমিক প্রকাশ-সভা এবং প্রভাবগুলি কীভাবে কমানো যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ সংগ্রহ করা।	স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সহায়তাক্রমে পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	সকল প্রাসঙ্গিক অংশীদারের কাছে সুরক্ষা নথি প্রকাশ, প্রকল্পের কম্পোনেন্টগুলির তথ্য প্রচার, জীবিকার উপর অস্থায়ী প্রভাবের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে তথ্য প্রকাশ, প্রকল্প কার্যক্রম এবং সম্ভাব্য প্রভাব এবং অভিযোগ মোকাবেলার পদ্ধতি সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের সাথে পৃথক পরামর্শসভা	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
	রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের সাথে আলাদা পারামর্শসভা, পরামর্শের সময় রোহিঙ্গাদের সাথে জনসংযোগ এবং অভিযোগ পেশ করার পদ্ধতি জানানো	পিআইইউ, এবং পরামর্শদাতা
বাস্তবায়ন পর্যায়	দ্বিতীয় প্রকাশের বৈঠক/স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে হালনাগাদকৃত সুরক্ষা বিষয়ক বিষয়গুলি, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক নীতি, এনটাইটেলমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ।	পিআইইউ এবং বাস্তবায়নকারী এনজিও
	প্রাথমিক পর্যায়ে পূনর্বাসন কর্ম্পরিকল্পনা (আরএপ) প্রস্তুত হলে সেটি প্রকাশ করা হবে।	পিআইইউ এবং এনজিও
	চাকরির সুযোগ, শ্রম সংক্রান্ত বিষয়, কমিউনিটি শ্রমিকদের আচরণ বিধি, ডিআরপি শ্রমিকদের আচরণ বিধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।	ঠিকাদার, পিআইইউ এবং এনজিও
	নির্মাণ কাজ এবং সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা	ঠিকাদার, পিআইইউ এবং এনজিও
	রোহিঙ্গা নারীদের নিয়ে পৃথক পরামর্শসভা এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সম্পর্কে প্রধানত উপাদান ৩ সম্পর্কে রোহিঙ্গা নারীদের জানানো যেখানে রোহিঙ্গা নারীরা জড়িত হবে।	ঠিকাদার, পিআইইউ এবং এনজিও
	অভিযোগ সমাধানের পদ্ধতি	ঠিকাদার, পিআইইউ এবং এনজিও

সারণী ৭.৩ – ইএসএমএফ এর পরামর্শ সভার সময়সূচী

পরামর্শের বিষয়	অংশীদার	দায়িত্ব	সময়সীমা
প্রকল্প কম্পোনেন্ট এবং কার্যক্রম	বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা/দপ্তর, উন্নয়ন অংশীদারগণ	ডিপিএইচই, এলজিইডি, এমওডিএমআর	জুন ২০১৮
সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি, প্রভাব এবং পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা	স্থানীয় জনগোষ্ঠী	ডিপিএইচই, এলজিইডি, এমওডিএমআর	জুলাই ২০১৮

৭.২ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

চারটি কম্পোনেন্টের জন্যই গৃহীত অভিযোগসমূহের সময়মত ও সন্তোষজনক পদ্ধতিতে সমাধানের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কম্পোনেন্ট ৩ এর অধীনে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার এবং নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করা হবে। নিম্নলিখিত পরিচালনা নীতিমালার অধীনে জিআরএম বাস্তবায়ন করা হবেঃ (১) প্রাপ্ত সকল অভিযোগ রেকর্ড করা হবে; (২) অভিযোগকারীদের অভিযোগের সমাধান সম্পর্কে অবগত করতে হবে; এবং (৩) সমস্ত অভিযোগ নিরসন পর্যন্ত বা পাল্টা-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করতে হবে।

এই জিআরএম টি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা হবে ক্যাম্পের ভেতরে ঝুকিপূর্ণ এবং নাজুক পরিবেশে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ করে নারী ও কিশোরী মেয়েদের জন্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার হয়েছে এবং এখনো লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এই জিআরএম

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে সমঝোতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব অভিযোগের সমাধান করা এবং, যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী বিবেচনার জন্য স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এবং স্থানীয় লোকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করা হবে এবং বিস্তারিত অভিযোগের প্রতিকার পদ্ধতি কার্যকর রূপে তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হবে।

বর্তমানে, সিআইসি কর্মীরা একটি স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতাদের (মাঝি নামে পরিচিত) মাধ্যমে ডিআরপিদের বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে থাকে। এই প্রকল্পটি এই স্বেচ্ছাসেবকদের নেটওয়ার্ককে সরকারের প্রধান ডিআরপি সংশ্লিষ্টতা কাঠামো হিসাবে পরিবেশন করতে সহায়তা করবে। এই কৌশল শেষ সময়ের ডেলিভারি টুল হিসাবে কাজ করবে যা এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআরকে পরিবর্তিত যোগাযোগ ব্যবস্থা (টিওটি কৌশলগুলির মাধ্যমে) ও অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়াসহ কার্যক্রমগুলিকে মূলধারার সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করবে। স্বেচ্ছাসেবকরা একটি স্বচ্ছ, সম্মিলিত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন যেখানে এই প্রক্রিয়াতে নারী ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে যথাযথ বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। প্রকল্পটি ডিআরপিদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থার কাজটি সহজতর করতে একটি বিশেষ সংস্থা (এসএ)কে অর্থায়ন করবে। উক্ত বিশেষ সংস্থা অভিযোগের রেকর্ডিং এবং সম্প্রদায়কে প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য সিআইসি অফিসে অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োজিত করবে। সংস্থাটি ডিআরপিদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটি সহজতর, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে: (i) স্বেচ্ছাসেবীদের নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ; (ii) পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং কার্যক্রম; (iii) নির্দিষ্ট সময় পরপর সিআইসি এবং স্বেচ্ছাসেবক বৈঠক; এবং (iv) আইইসি উপকরণ বিতরণ। প্রকল্পটির জিআরএম প্রতিষ্ঠা, পর্যবেক্ষণ এবং মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গৃহীত হবে:

(i) প্রোটোকল নকশা; (ii) ম্যানুয়াল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা (ম্যানুয়াল ফর্ম এবং নিবন্ধক, প্রশিক্ষণ এবং প্রসার); (iii) জিআরএম ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা পরিবর্ধন; (iv) ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নয়ন (সফটওয়্যার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, টেলিফোন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ); (v) কার্যক্রম পরিচালনার স্থান (ডেস্ক এবং চেয়ার); এবং (vi) অভিযোগ হটলাইন (পরিষেবা চুক্তি)।

প্রকল্পটিতে আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু কার্যক্রম থাকবে। এলজিইডির সাইক্লোন প্রতিরক্ষায় নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ কার্যক্রম এই প্রকল্পের আওতায় চলমান থাকবে যেখানে সম্প্রদায়ের লোকজন সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকল্পটিতে নির্মাণ কাজের স্বার্থে স্থানীয় শ্রমিকদের প্রয়োজন হতে পারে, যা শ্রম আইন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে না চলার জন্য অভিযোগ তৈরি করতে পারে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিযোগ নিরসনে, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এমওডিআরএম এবং বিশেষ সংস্থার সহায়তায় চারটি স্তর জিআরএম প্রতিষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত নীচে দেওয়া হল:

প্রথম স্তর (কমিউনিটি এবং ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ পেশ): অভিযোগ সমাধানের প্রথম এবং সহজ মাধ্যম হলো ক্যাম্প বা কমিউনিটি পর্যায়ে দ্রুত উক্ত ক্ষোভ প্রশমন করা। কম্পোনেন্ট ১ ও ২ এর অধীনস্থ ক্ষোভ ও অভিযোগগুলি এই ধাপে গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী প্রথম ধাপে ক্ষোভ জানানোর ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

১. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা (ডিআরপি) কর্তৃক অভিযোগ: রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিযোগসমূহ লিখিত কিংবা মৌখিক উভয়প্রকারেই দাখিলের জন্য মাঠপর্যায়ে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে।মাঠ পর্যায়ের ডিআরপি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি ও কর্মধাপগুলি শেখানো হবে। সব স্বেচ্ছাসেবককে রোহিঙ্গা ভাষা ও বাংলা ভাষায় দক্ষ হতে হবে। অভিযোগ লেখা এবং নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে। এ বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষায়িত সংস্থার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করা হবে । প্রতিটি গ্রুপে অন্তত ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী থাকবে। অভিযোগ গ্রহণ, সমাধা করা এবং রেকর্ড করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ ৩০০ থেকে ৫০০ ডিআরপি পরিবারকে সহযোগিতা করবে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগ সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে।

২. হোস্ট কমিউনিটি কর্তৃক অভিযোগ: ক্যাম্পের বাইরে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এবং এলজিইডি ও এর ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে হোস্ট কমিউনিটি থেকেও অভিযোগ উঠতে পারে। বিশেষায়িত সংস্থার অভিযোগ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও/এনজিওর প্রতিনিধি (যদি থাকে), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর / জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট এবং তাদের প্রতিনিধির নিকট এসব অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। যদি এই পর্যায়ে অভিযোগগুলি সমাধান করা না যায়, তাহলে তা ক্যাম্প পর্যায়ে হস্তান্তর করা হবে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) অবস্থান/সংঘটনের স্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

দ্বিতীয় স্তরের জিআরএম (ক্যাম্প পর্যায়ে): স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তাহলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিশেষায়িত সংস্থার এ সম্পর্কিত ফোকাল পয়েন্ট ক্যাম্প পর্যায়ের ক্ষোভ প্রতিকার/প্রশমন কমিটির নিকট সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জানাবেন। এই কমিটির প্রধান থাকবেন ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি)।মাঝিগন(স্থানীয় রোহিঙ্গা নেতা) ,সংশ্লিষ্টরোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনে

বিশেষায়িত সংস্থার দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্টএবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট -এর সদস্যরা এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন। অভিযোগের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী প্রযোজ্য ব্যক্তিকে এই কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিকপক্ষ থেকে যদি কোন অভিযোগ জানানো হয়, তাহলে শুনানির সময় ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে ডাকা হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষোভের প্রতিকার করা হবে এবং ফোকাল পারসন পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু সহ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং ক্ষোভের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অভিযোগ প্রক্রিয়া সহজতর করতে একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি হটলাইন চালু করা হবে। সিআইসি অফিস সময়ে সময়ে অভিযোগগুলি একীভূত করবেন এবং তা নথিভুক্ত করবেন। প্রতিটি ক্যাম্পে একটি ক্যাম্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন করা হবে। প্রতিটি অভিযোগ পর্যালোচনা এবং সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উক্ত কমিটি দায়ী থাকবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট অধিকতর বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে ।স্থানীয় পর্যায়ে হোস্ট হোস্ট কমিউনিটির অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে, পরিবেশ/সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) এলজিইডি কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলীল অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের জিআরসি - এর নিকট উক্ত অভিযোগ তুলে ধরবে। ডিপিএইচইর হস্তক্ষেপের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অমীমাংসিত অভিযোগগুলি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হস্তান্তর করা হবে। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অভিযোগ প্রতিকার কমিটির (জিআরসি) আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করবেন । হোস্ট কম্যুনিটির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের পাশাপাশি অন্য স্টেইকহোল্ডার, যেমন: স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা দল (পরামর্শক), এবং সুশীল সমাজের সদস্য নির্বাচন করা হবে। সেফগার্ড/ সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিত তথ্য পরিপূর্ণরূপে নথিভুক্ত করবেন: (১) ব্যক্তির নাম; (২) অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ; (৩) অভিযোগের প্রকৃতি; (৪) সংঘটনের স্থান /অবস্থান, এবং (৫) অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি। জিআরসির গঠন এবং এর সদস্যপদ নিচের নিয়মে হবে:

আহবায়ক	নির্বাহী প্রকৌশলী
সদস্য সচিব	এনভাইরনমেন্ট/সোশ্যাল সেইফগার্ড স্পেশালিস্ট (পিআইইউ)
সদস্য	স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রতিনিধি
	এনভাইরনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল টিম (ইএসটি) কনসালটেন্টের প্রতিনিধি
	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি

তৃতীয় স্তর (জেলা পর্যায়- আরআরআরসি জিআরসি): ক্যাম্প পর্যায় বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করা না যায়, তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পিআইইউ ক্ষোভ প্রতিকার প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ অনুসরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ লিখে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়ের 'অভিযোগ প্রতিকার কমিটি'-র নিকট তা জানাবে। এই কমিটি অভিযোগ বিবেচনা করে দেখার পরে উপ প্রকল্প পরিচালক, সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শক, কর্মসূচি পরামর্শক এবং অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত পরামর্শকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে উক্ত অভিযোগ সমাধান করবেন। আরআরআরসির অফিসে কোন কমিটি থাকলে এই কমিটি তার সহায়তা নিবে এবং প্রয়োজন হলে আরআরআরসি, জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর প্রতিনিধিদেরকে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সম্পৃক্ত করবে। পর্যালোচনা এবং নিষ্পত্তির জন্য এই কমিটি জেলা পর্যায়ে গঠন করা হবে। অভিযোগের মামলাগুলি নিবন্ধিত করা এবং ফলো-আপ করার জন্য একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক সিস্টেম উন্নয়ন করা হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। আকস্মিক সংকটের ক্ষেত্রে বিকল্প উপায় হিসেবে এই ম্যানুয়াল সিস্টেম অনুসরণ করা হবে। জিআরএম পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, অভিযোগের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং তা সমাধা করার জন্য কয়েকটি অভিযোগ ক্যাটাগরি ঠিক করা হবে। এর মধ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত অভিযোগ, সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ এবং সে মর্মে প্রত্যুত্তর দানের জন্য সফ্টওয়্যার ভিত্তিক হটলাইন ব্যবহার করা হবে।

চতুর্থ স্তর (জাতীয় পর্যায়): জেলা পর্যায়ে যদি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে উক্ত অভিযোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -এর নিকট, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর নিকট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আসলে তা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর প্রতিটি সংস্থা তাদের কাছে বিদ্যমান অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা অনুসারে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুরক্ষা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ সমাধা করার ব্যবস্থা করবেন। স্তর ১ থেকে ৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণী শুনানিতে উত্থাপন করতে হবে। শুনানি এবং প্রামাণিক দলিলের উপর ভিত্তি করে কমিটি উক্ত অভিযোগগুলি সমাধা করবেন। অধিকন্তু, শ্রম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আসলে শ্রমিকরা সরাসরি ঠিকাদারদের নিকট তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে ঠিকাদাররা শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। শ্রমিক, ডিআরপি এবং হোস্ট কমিউনিটি সরাসরি যে কোন স্তরে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

তাছাড়া যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনে করে যে, তারা বিশ্ব ব্যাংক সমর্থিত বা পরিচালিত প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তারা প্রকল্প পর্যায়ে বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা বিশ্ব ব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার সার্ভিস (জিআরএস) ব্যবহার করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। জিআরএস -এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা কমিউনিটি বিশ্ব ব্যাংকের স্বাধীন অনুসন্ধানী প্যানেল এর মাধ্যমেতাদের অভিযোগ উথাপন করতে পারেন। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম এবং কর্মধাপ অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বা ক্ষতি হতে পারে কিনা তা এই প্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের নজরে কোন বিষয় আনার পরে এবং ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণেরসুযোগ দেওয়ার পর যে কোন সময় অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

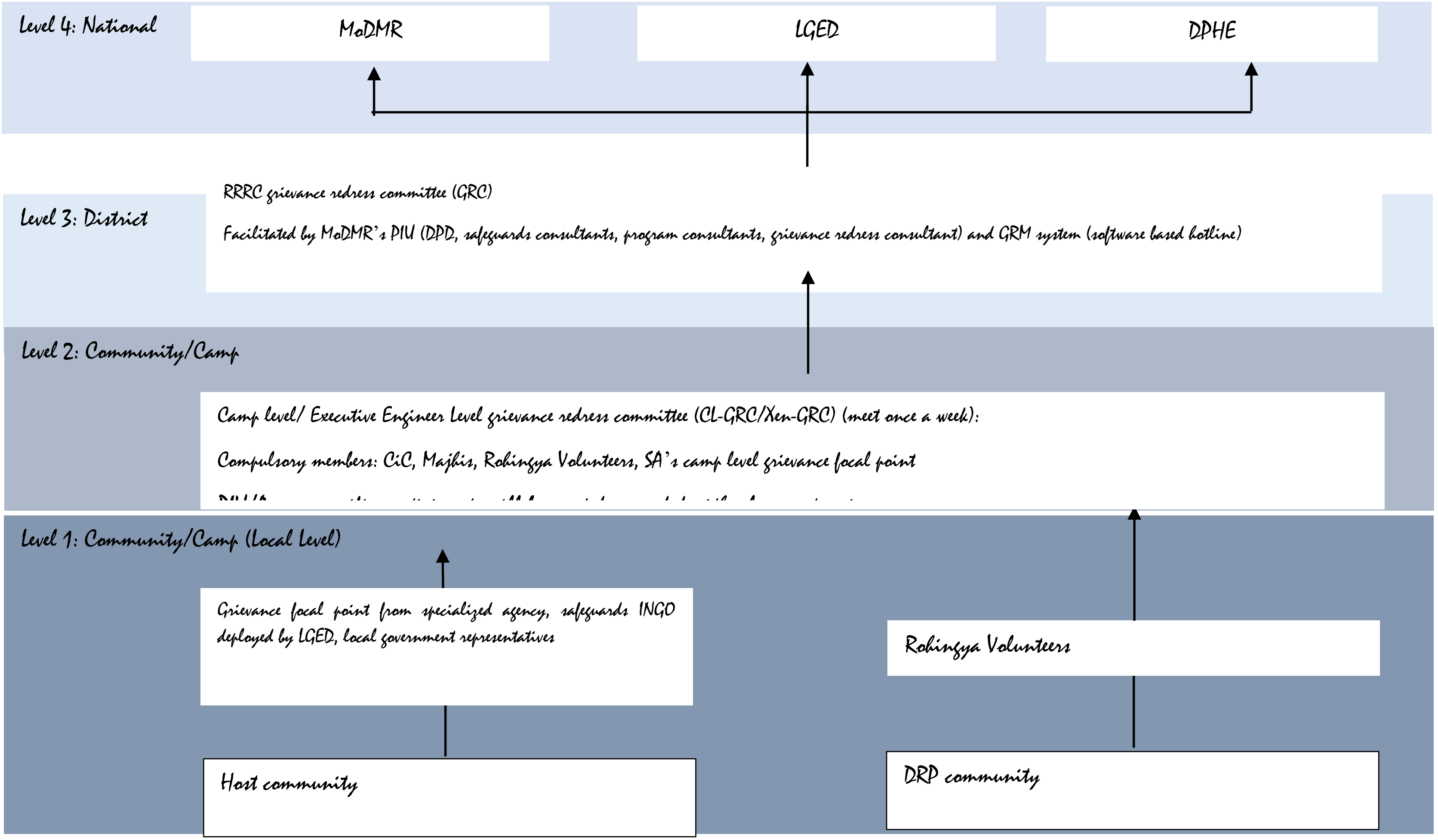

চিত্র ৭.২ – অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সারণী ৭-৪: বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান দ্বারা অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির (জিআরএম) পরিষেবা প্রদানের পূর্বে জিআরএম কাঠামো

লেভেল ৪ (জাতীয় পর্যায়)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট)	স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট)
লেভেল ৩ (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার)	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কর্তৃক প্রণীত জিআরসিঃ আরআরআরসি এর নিজস্ব জিআরএম কাঠামো বিদ্যমান		
লেভেল ২ (জিআরসি এর নির্বাহী প্রকৌশলী): এলজিইডি এবং ডিপিএইচই (সামগ্রিকভাবে জিআরএম পরিষেবা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান দ্বারা শুরু হবার আগে ডিপিএইচই নির্বাহী জিআরসি হিসেবে কাজ করবেন)	নির্বাহী প্রকৌশলী জিআরসি (এক্সেন জিআরসিঃ) নির্বাহী প্রকৌশলী, নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ইএসটি পরামর্শক দলের প্রতিনিধি, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজ। ডিআরপিরা ক্যাম্প লেভেলে বিদ্যমান জিআরএম কাঠামোর মাধ্যমে বা এলজিইডি এবং ডিপিএইচই এর প্রতিনিধিদের কাছে সরাসরি অভিযোগ জমা দিতে পারেন।		
লেভেল ১ (ক্যাম্প এবং আশ্রয় দানকারী জনগোষ্ঠী):	ডিআরপি এবং আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীঃ এলজিইডি/ ডিপিএইচই কর্তৃক নিয়োগকৃত সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক সুরক্ষা দল, স্থানীয় এলজিইডি/ ডিপিএইচই প্রতিনিধিগণ।		

জিআরএম ট্র্যাকিং

একটি শক্তিশালী এবং সুসংগত যোগাযোগ কৌশল প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির ধারাবাহিকতা, অংশীদারদের সমর্থন এবং যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিরোধ এবং ভুল বোঝাবুঝিকে হ্রাস করতে সহায়তা করবে। কৌশলটি অংশীদারদের প্রকল্পটির কার্যক্রমগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে ও গ্রহণ করতে সহায়তা করবে এবং সেইসাথে যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। একটি কার্যকরী কৌশল তৈরি করার জন্য প্রথমে “প্রয়োজনীয় যোগাযোগের মূল্যায়ন” করা হবে। এই মূল্যায়ন সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সনাক্ত করবে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, তথ্য ঘাটতি, মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব ও অনুভূত উদ্বেগ, ভয় এবং পরিবর্তনের বাধাগুলি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা দিবে।

কৌশলটির দুটি উদ্দেশ্য থাকবে: ১) আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কিত যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদান যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় প্রকল্প হস্তক্ষেপ থেকে সচেতন এবং উপকৃত হতে পারে; এবং ২) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপের সমঝোতা গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন অংশীদার, নীতিনির্ধারক, মিডিয়া, এবং রোহিঙ্গা ও হোস্ট কমিউনিটিসহ যোগাযোগের একাধিক অংশীদারদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে; গার্হস্থ্য সহিংসতা ও মানব-পাচার সহ যে কোনও ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের উপলব্দি ও সমর্থন, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করতে প্রকল্পটি বিভিন্ন অংশীদার গোষ্ঠীর কছে পৌঁছানোর জন্য একাধিক যোগাযোগ চ্যানেল ব্যবহার করবে।

অংশীদার সংযোগ প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে করার জন্য একটি সাধারন লগ শীটে (১) তারিখ, (২) স্টেকহোল্ডারের নাম, (৩) অনুসন্ধানের বিভাগ, (৪) অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (অভিযোগ, সমস্যা, অথবা প্রশ্ন), (৫) সমস্যা ফলো আপ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, এবং সবশেষে (৬) বর্তমান অবস্থা (মীমাংসা, অথবা চলমান) রেকর্ড করার মাধ্যমে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ঐচ্ছিক মন্তব্যের জন্য একটি স্থানে প্রতিটি এন্ট্রির জন্য 'মেমো-ফর-রেকর্ড' রয়েছে। ট্র্যাকিং টেম্পলেটটি ও নির্দেশাবলী সেফগার্ড বিশেষজ্ঞদের বা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট –এর স্টেকহোল্ডার কনসাল্ট্যাসনের সাথে জড়িত কর্মীদের রেকর্ডকিপিং এবং ট্র্যাকিং উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য।

সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ/যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ট্র্যাকিং টেমপ্লেট পরিচালনার কাজটি করবেন; তারা (১) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট বা আইএনজিও থেকে স্টেকহোল্ডার কনসাল্ট্যাসনে অংশগ্রহনকারী কোনও সদস্য; (২) ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী সহ সকল স্টেকহোল্ডার কোনও অভিযোগ দাখিল করতে, কোনও সমস্যা প্রতিবেদন করতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর সাথে যোগাযোগ (ফোন কল, টেক্সট, ইন্টারনেট, মুখোমুখি সভা) থেকে নিবেশ একীভূত করবে।

স্থানীয় গ্রিভেন্স রিড্রেস কমিটি এর কাছে করা অনুসন্ধান বছর, মাস, তারিখ বিন্যাস, এবং সনাক্তকারী সংখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে একই তারিখে গৃহীত অনুসন্ধানগুলি সংখ্যাক্রমে এবং অনুসন্ধানের ধরণ অনুযায়ী অদ্যক্ষর দিয়ে যেমন - অভিযোগ (G, সমস্যা (P,প্রশ্ন (Q [উদাঃ 2018-10-10-01-XXXG] এ পদ্ধতিতে নামকরণ করে সেফগার্ড বিশেষজ্ঞ প্রতিদিন এবং/অথবা যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে হালনাগাদ করবে। এর ফলে অনুসন্ধানকারীকে নাম অথবা ফোন নাম্বার দিয়ে সানাক্ত করা যাবে।

স্টেকহোল্ডার সংযোগ কার্যক্রমের সময় নিচের পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হবে।

সারণী ৭ ৫: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিযুক্তি পদ্ধতি/ ফরম্যাট

ট্র্যাকিং নাম্বার	স্টেকহোল্ডার	ইস্যু	কার্যক্রম	অবস্থা
২০১৮–ডিডি–এমএম-০০০জি ২০১৮-ডিডি-এমএম-০০০পি ২০১৮-ডিডি-এমএম-০০০কিউ	ব্যক্তি/ দলের নাম, ইমেইল অথবা মোবাইল ফোন নাম্বার	স্টেকহোল্ডার ইস্যু সনাক্তকরণঃ ১। অভিযোগ অথবা, ২। সমস্যা, অথবা, ৩। প্রশ্ন	যদি স্টেকহোল্ডার একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করতে চায়, (১) পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় অভিযোগ কমিটির প্রশাসনকে যোগাযোগ করা যেতে পারে। (২) স্টেকহোল্ডারের অভিযোগ দায়ের প্রাপ্তির নিশ্চিতকরণ এবং ফাইলিংয়ে সহায়তা করার প্রস্তাব (৩) রেকর্ড তারিখ এবং সময় (i) যিনি জমা দিবেন, (ii) যার দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে, (iii) গৃহীত পদক্ষেপ (iv) গৃহীত সিদ্ধান্ত (৪) স্টেকহোল্ডার সন্তুষ্টি জরিপ (অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং ফলাফল সহ) ফলো আপ করতে হবে (৫) সক্রিয় হিসাবে অবস্থা আপডেট করতে হবে যদি স্টেকহোল্ডার কোন সমস্যার সমাধান চায়, (১) যদি উপযুক্ত হয়, একইধরনের সমস্যাগুলির সঙ্গে একীভূতকরণ (২) প্রতিক্রিয়া জন্য পিআইইউ, অন্যান্য উৎস (গুলি) সনাক্তকরণ (৩) নির্দিষ্ট সময়সীমার সাথে কাজ সমাপ্ত করার জন্য ফলো আপ করা (৪) 'সতর্কতা' জন্য পছন্দের মাধ্যম ব্যবহার করে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ (৫) পোস্ট স্ট্যাটাস / ওয়েবসাইটের ক্লোজার, কমিউনিটি নোটিশ বোর্ড, (৬) সম্ভাব্য (i) দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব / সংকট, (ii) সমান্তরাল চাহিদা, (iii) সুপারিশগুলির সাথে পরবর্তী পরামর্শের জন্য আলোচনা / ব্রিফিং পয়েন্ট ইত্যাদির মূল্যায়ন যদি স্টেকহোল্ডার মৌলিক তথ্য জানতে চান, (১) উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার যদি প্রয়োজন হয় প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) তালিকা পড়তে পারে, (২) সংশোধিত তথ্য সহ প্রশ্নাবলীর আপডেট, অথবা তালিকাতে নতুন প্রশ্নোত্তর যুক্ত করা, যথাযথ পিআইইউ উত্স (গুলি) সহ তথ্য সরবরাহ করা (৩) সম্ভাব্য (i) সমান্তরাল চাহিদা, (ii) পরামর্শের সাথে পরবর্তী পরামর্শের জন্য আলোচনা / ব্রিফিং পয়েন্ট ইত্যাদির মূল্যায়ন	নিযুক্ত আছেঃ তাং বন্ধঃ তাং

সেফগার্ড বিশেষজ্ঞ এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ পিআইইউ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে থাকবে। তারা ট্রাকিং রিপোর্ট হালনাগাদ করবেন যেন উভয় কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সমাধান তাতে প্রতিফলিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট লাইন ইউনিটের মাধ্যমে অনুসন্ধানকারীর সমস্যা অথবা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন "তদর্থক" ভিত্তিতে, ব্যক্তিগতভাবে, বিশেষ সভাগুলিতে, অথবা সাধারণ পিআইইউ স্টাফ মিটিংয়ে যথাসময়ের মধ্যে প্রদান করা যায়।

৮ পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা

এই অধ্যায়টিতে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পগুলির জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া আছে। নির্দেশনাগুলি কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কাজের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায় হিসেবে এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিকল্পনা/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক দলিল হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে। একই নির্দেশনাগুলি প্রয়োজন সাপেক্ষে পুনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা/সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন কৌশল পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে। ইএসএমপি প্রকল্পের কাজগুলির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি (নির্মাণ-পূর্ব, নির্মাণকালীন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর) আলোকপাত করে প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য উদ্ভূত প্রভাবগুলি প্রকল্পের প্রভাব বিস্তারকারী অঞ্চলের (পিআইএ) মধ্যে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা নিশ্চিত করবে। আর তাই ইএসএমপিকে পূর্ববর্তী সকল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে সামগ্রিক পরিবেশগত মানের সংরক্ষণ বা উন্নত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এkর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য লিখিত ডকুমেন্ট বলা যেতে পারে।

ইএসএমপিতে সুনির্দিষ্টভাবে, স্পষ্টভাবে এবং সংক্ষেপে নেতিবাচক প্রভাবগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের সময় নেতিবাচক প্রভাবগুলি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের পরিবেশগত ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করে কর্মকান্ড পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা ইএসএমপি এর উদ্দেশ্য। এই ইএসএমপি নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে গঠিতঃ

১. সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবসমূহ সনাক্তপূর্বক গৃহীতব্য প্রশমন ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করা, যা বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং একইসাথে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের (যেমন: নির্মাণপূর্ব, নির্মাণকালীন, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং হস্তান্তর) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ।
২. ইতিবাচক প্রভাবের জন্য উন্নত পরিকল্পনা
৩. সূচক, প্রক্রিয়া, ফ্রিকোয়েন্সি, অবস্থানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা
৪. উল্লেখিত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ
৫. প্রতিটি কার্যক্রম এবং প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।
৬. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য বাস্তবায়ন সময়সূচীর সমন্বয় সাধন
৭. পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলির সমাধানসম্বলিত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পদ্ধতি।

৮.১ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা

উপ-প্রকল্পের পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলির জন্য সম্ভাব্য সমস্যা/প্রভাব এবং ক্ষতি প্রতিরোধে প্রশমনমূলক পদক্ষেপগুলির একটি সারাংশ সারণী ৮.১ এ প্রদান করা হল। প্রতিটি উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের নকশা সম্পন্ন হওয়ার পরে, আরো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং সেগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কী করণীয় তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তৈরি এই ইএসএমপি শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা দলিল এবং এটি বিশ্বব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরিবেশগত নির্দেশিকা এবং সরকারের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে প্রকল্পের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই ডকুমেন্টের পরিবর্তন বা প্রশমন পদ্ধতির বিশদ বিবরণের প্রয়োজন হতে পারে।

সারণী ৮.১ - সুরক্ষিত পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জমি বা কোনো দৃশ্যমান সম্পদের ক্ষতি	• ক্যাম্পের ভিতরে জমি অধিগ্রহণের করা যাবে না
		• রাস্তা / সেতু নির্মাণ / সম্প্রসারণের জন্য ক্যাম্পের বাইরে বেসরকারি ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে, ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ওপি ৪.১২ এবং এআরপিএ ২০১৭ নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।
		• অনিচ্ছাকৃত জমি এবং অন্যান্য দৃশ্যমান সম্পত্তি অধিগ্রহণ এড়াতে বিকল্প পদ্ধতির যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে
		• কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সম্ভাব্য পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন
		  • পুরুষ, মহিলা রোহিঙ্গাদের সাথে তাঁদের তাঁবু / আশ্রয়স্থল অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করতে চাইলে পৃথকভাবে আলোচনা করে নিতে হবে
		• সরকারি/ খাস জমিকে প্রাধান্য দিতে হবে
		  • ক্যাম্পের বাইরে ভূমি অধিগ্রহণ এড়াতে সক্ষম না হলে ক্ষতিপূরণ দেবার মাধ্যমে তা করতে হবে।
			প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ)	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জীবিকার ক্ষতি	• ক্ষতিগ্রস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ঠিকাদার অগ্রাধিকারযোগ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে ।
		  • আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগণের উপরনেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন কাজকর্ম এড়িয়ে চলতে হবে
		  • ক্যাম্পের মধ্যকার কাঠামোগুলি যদি প্রকল্পের কোনো কাজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঠিকাদার / প্রকল্প প্রকল্প খরচে সেসবকাঠামো প্রতিস্থাপন/ পুনর্গঠন করে দিবে। ডিআরপিদের কোন নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না
		• রোহিঙ্গা শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি থাকতে হবে
		• পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে
		  • বিকল্প রান্না প্রযুক্তির উপর স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে
		• রোহিঙ্গা নারীদের বৃক্ষরোপণের সাথে জড়িত করতে হবে
		• বিকল্প জীবিকার সুযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
		  • নির্মাণ কাজে রোহিঙ্গা শ্রমিকদের ক্রেডিট সিস্টেম পেমেন্টের সঙ্গে
			পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		জড়িত করতে হবে যাতে তাঁরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে। রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না। • ক্যাম্পের বাইরে নির্মাণ কাজের জন্য ফসল, গাছ এবং আয় হ্রাসের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে		
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	স্টেক হোল্ডারদের নিযুক্তি	• প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করতে হবে • সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত বসবাসকারীদের (হাউজ হোল্ডার) সাথে পৃথক কমিউনিটি স্তরের আলোচনা সভা করতে হবে • প্রকল্প উদ্দেশ্য এবং কাজের সুযোগ সম্পর্কে রোহিঙ্গা পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করতে হবে • সমস্ত সুরক্ষা দলিল (সেইফগার্ড ডকুমেন্ট) প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করা হবে • হোস্ট কমিউনিটিএবং ক্যাম্পের জনগোষ্ঠী জিআরএম এর সঙ্গে জড়িত থাকবে • সকল স্টেকহোল্ডারগণ জিআরএম সম্পর্কে অবহিত থাকবেন	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	বাঁধাহীন যাতায়াতে/ প্রবেশাধিকারে ক্ষতি	• স্থানীয় জনগণ অভ্যস্ত এমন যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রবেশাধিকারের বিকল্পগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতঃ প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে। • অপরিহার্য পরিস্থিতিতে, বিকল্প প্রবেশাধিকার/ যাতায়াত ব্যবস্থা (এক্সেস) প্রদান করতে হবে।	পিআইইউ	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন কর্মসূচীঃ মানুষ এবং বন্য হাতির সম্ভাব্য সংঘর্ষ	• উপ-প্রকল্প সাইট এবং সমস্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বন্য হাতির হাটার রাস্তা/ প্রভাব এলাকার বাইরে হতে হবে। • সাইট নির্বাচনের সময় বন বিভাগ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট প্রস্তুতি: মাটি ক্ষয়; প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা	• জলাধার বা প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে অন্যূন ১০০ মিটার দূরে (যেখানে সম্ভব) নির্মাণ সামগ্রী স্থাপন বা নির্মাণ কাজ করতে হবে; • নলকূপের জন্য ল্যাট্রিন থেকে ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখতে হবে • নলকূপগুলির মধ্যে কোন ডিপ্রেশনের জন্য এবং নলকূপের পানি প্রবাহ অনুকূলে রাখার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখতে হবে • মাটি কাটা এবং ভরাটের কাজ যতটা সম্ভব কম করতে হবে হবে, সাইট থেকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার এবং নির্মূল কর্মকাণ্ডসমূহ শুধুমাত্র নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানে সীমিত থাকবে। • সামাজিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা যেখানে মানব বসতি আছে বা সাংস্কৃতিক তাত্পর্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এড়িয়ে চলতে	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		হবে। • সাইটে বিদ্যমান ঢাল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা যাবে না। • নির্মাণের সময় ব্যক্তিগত জমিগুলিতে থাকা গাছ (যদি থাকে) ক্ষতিগ্রস্ত হলে বন / উদ্যান বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ মালিককে প্রদান করা হবে। • ঠিকাদার নিশ্চিত করবে যে সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রমগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করবে না।		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নির্মাণ কাজের কারণে উদ্ভূত শব্দ	• আশেপাশের এলাকায় বিরক্তি এড়ানোর জন্য নির্মাণ কার্যক্রম যতদূর সম্ভব দিনের বেলাতে সীমাবদ্ধ থাকবে। • প্রয়োজন সাপেক্ষে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন ইয়ার প্লাগ, ইয়ারমাফ, হেলমেট ইত্যাদি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রদান করতে হবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	ধূলাবালি	• ছোট ধূলার কণা (এসপিএম, পিএম ২.৫, ১০) এবং কার্বন মনোক্সাইড নির্গমন কমানোর জন্য নির্মাণ যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে • ক্লিয়ারিং, লেভেলিং এবং সাইট গ্রেডিং অপারেশনগুলির ফলে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধের জন্য পানির স্প্রিংকলার ব্যবহার করতে হবে। • যাতায়াতযোগ্য রাস্তাগুলিতে যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধে নিয়মিত পানি ছিটিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি	• অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং সাইটে বিপজ্জনক দ্রব্যাদির যথাযথ অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে • রোহিঙ্গা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে • ক্যাম্পের সকল শ্রমিকদের আইডি কার্ড পরিধান নিশ্চিত করতে হবে • শিশু শ্রমিকদের কোনো ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত করা যাবে না • সাইটে প্রবেশের মুখে নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকতে হবে এবং নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	যানবাহন চলাচল (ট্রাফিক) ব্যবস্থাপনা	• ঠিকাদার কর্তৃক প্রণীত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে।মোটরযান এবং পথচারীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াতের জন্যবিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • যানবাহনের গতি সীমাবদ্ধ করার জন্য যাতায়াতযোগ্য সড়কে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		পর্যাপ্ত রোড সাইন দিতে হবে • সড়কে সঠিকভাবে গতি কমানোর জন্য র‌্যাম্প দিতে হবে • ট্রাফিক সাইনগুলি বাংলা ও রোহিঙ্গা উভয় ভাষায় থাকতে হবে		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সড়ক দুর্ঘটনার বৃদ্ধি	• ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম বহন নির্ধারিত রুটের মধ্যে সীমিত থাকবে • প্রধান জংশনে সঠিক সাইন প্রদর্শন করতে হবে • স্থানীয় জনগণকে কাজ শুরু করার পূর্বেই সড়ক বিভাজন এবং বন্ধ রাখার ব্যাপারে জানানো হবে • সংবেদনশীল এলাকাগুলির কাছাকাছি, যেমন - বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, ডিআরপি ক্যাম্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে • স্থানীয় সম্প্রদায়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতার উপরে প্রশিক্ষণ দিতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	শ্রমিকদের বেস ক্যাম্পঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগে সম্ভাব্য বিরোধ	• শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে জ্বালানি কাঠ, এবং রান্নার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • ক্যাম্পে বসবাসকারী (হাউজহোল্ডার)দের জন্য পৃথক রান্নার ব্যবস্থা থাকতে হবে • পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে; এছাড়াও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি), যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচার এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে • যে কোন প্রাণী নিধন, বন্যপ্রাণী শিকার, এবং গাছ উপড়ে ফেলাসহ উদ্ভিদ, প্রাণীকুলের জন্য ক্ষতিকর এমন ধরনের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে হবে। • শ্রমিক ক্যাম্পগুলিতে স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে • শ্রমিকদের পানি পানের উদ্দেশ্যে সাইটগুলিতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে • শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থা নের ব্যবস্থা থাকতে হবে • আলোচনা সভা এবং পরামর্শ সভার মাধ্যমে শ্রমিকদের আচরণবিধির নীতিমালা প্রকাশ করতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মকান্ড	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নির্মাণের সময় বিপজ্জনক এবং বিপজ্জনক নয় এমন বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা।	• নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনা উল্লেখপূর্বক একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবেঃ • শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান থেকে নির্গত বর্জ্য	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ/সাইটে থাকা যানবাহন থেকে নির্গত বর্জ্য • অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হবে, একটি আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য যেমন - বর্জ্য তেল সংগ্রহ করে আবদ্ধ এলাকায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছে পুনর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রি করতে হবে • অন্যান্য নির্মাণ কাজ থেকে নির্গত বর্জ্য যথযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত নিয়মের প্রয়োগ থাকতে হবে		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি: • নিরাপত্তা ঝুঁকিজনিত কার্যক্রম যেমন অনেক উচ্চতায় কাজ করা বা উঁচু স্থানে (পাহাড়ে) চলাচল, অগ্নিকান্ড ঘটায় এমন দ্রব্যাদি/কর্মকান্ড যেমন ধূমপান, ত্রূটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ, মোবাইল প্লান্ট, যানবাহন চলাচল অথবা বৈদ্যুতিক শক। • নির্মাণ কাজের সময় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি পূর্ণ কাজ যেমন, কায়িক শ্রম জনিত কাজ, মাংসপেশির সমস্যা, হাতের কম্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস, তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত শারীরিক সমস্যা এবং চর্মরোগ।	• প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল নির্মাণ সরঞ্জামের উপযুক্ত এবং বৈধ পরিদর্শন সার্টিফিকেট এবং প্রয়োজনীয় বীমার কাগজপত্র সাথে রাখতে হবে • সাইটে সব ধরনের কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে • হাটার রাস্তা বা হাটার জন্য নির্ধারিত স্থান প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে হবে; সবগুলি হাটার রাস্তা হাটার জন্য উপযুক্ত হতে হবে; সাইনপোস্ট এবং পর্যাপ্ত আলো থাকতে হবে • যেকোন পিচ্ছিল এলাকায় সঠিক সাইনপোস্ট থাকতে হবে, আর পিচ্ছিল এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা যথাযথ পাদুকা পরে কাজ করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। • নির্মাণ এলাকার জন্য অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে, আগুনের সূত্রপাত হতে পারে এমন উত্স সনাক্ত করতে হবে এবং আগুন লাগলে নিরাপদ নির্গমন উপায়, আগুন লাগার সংকেত, আগুন লাগলে নির্বাপনের উপায়সহ সাধারণ অগ্নি সতর্কতার দিকগুলির নির্দেশনা থাকতে হবে • সাইটে কর্মীদের সতর্ক করার জন্য একটি ব্যবস্থা পদ্ধতি থাকতে হবে। এটা আগুন লাগলে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কেন্দ্র হতে সতর্কসংকেত বেজে উঠার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে • অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি সাইটের চারপাশে নির্ধারিত পয়েন্টগুলিতে স্থাপন করতে হবে। যে ধরনের আগুন লাগতে পারে তার জন্য উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা থাকতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক এবং সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ,, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• সকল পক্ষের সাথে জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা (ইআরপি) প্রতিষ্ঠা এবং অবহিত করতে হবে, ইআরপির অধীনে মূলত নির্দিষ্ট কিছু পূর্বাভাসমূলক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা এবং কর্তৃত্ব, তাঁদের দায়িত্ব ও দক্ষতা, জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং নিরাপদ নির্গমন প্রক্রিয়া, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের মহড়ার ব্যবস্থা থাকবে • বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নিরাপদে রাখতে হবে এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না • শুধুমাত্র যোগ্য অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন, কাজের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য যথাযোগ্ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করা আবশ্যক। • বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধি অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীসাইটে থাকবে • ঠিকাদারকে একটি ফার্স্ট এইড বক্সের এর মধ্যে এডহেসিভ ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক ওয়েন্টমেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক টিস্যু, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার ইত্যাদি সাইটে রাখতে হবে • ঠিকাদার জরুরী প্রয়োজনে যে কোনো স্থান থেকে দ্রুত অপসারণ/স্থানান্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং নিয়োজিত কর্মীদের মক আপ ড্রিলস বা মহড়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিবে • সকল সরঞ্জামাদি কাজের জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে হবে (নিরাপত্তা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্মপোযোগিতা, খরচ, ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), নিম্ন কম্পন সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম যেটা কাজের জন্য উপযুক্ত তা প্রদান করতে হবে • কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ সূচি এবং নির্মাতার নির্দেশাবলী অনুযায়ী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে • নিয়মিত কাজের কারণে সৃষ্ট শব্দ কতটা দূষণ প্রবণ তা মূল্যায়ন এবং শব্দ দূষণের ক্ষেত্র, কারণ এবং দূষণ সৃষ্টিকারী সরঞ্জামগুলির সৃষ্ট শব্দের মাত্রা র সমীক্ষা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে		

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• অত্যাধিক গরমের কারণে সৃষ্টঅসুস্থতা যেমন হিট ক্র্যাম্প, অত্যধিক তাপের কারণে ক্লান্তি, হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্মাণ পর্যায়ে জড়িত সকল কর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং অবহিত করতে হবে • নিরাপদ খাবার পানির পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা সাইটের বিভিন্ন স্থানে নিশ্চিত করতে হবে • যতটা সম্ভব এক্সপোজারের ঝুঁকি দূর করতে হবে, প্রয়োজনীয় সকল স্থানে যথাযথ পিপিই সরবরাহ করতে হবে এবং সন্তোষজনক ওয়াশিং ও চেঞ্জিং সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে • ঝুঁকির সম্মুখীন সকল শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তারা কী করলে সুরক্ষিত থাকবেন সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তত্ত্বাবধান পরিচালনা করতে হবে		
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	শব্দের কারণে প্রাণীকূলের জন্য বিরক্তির উদ্রেক	• যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সরঞ্জামগুলির শব্দ কমানোর পদ্ধতি অনুসরণনিশ্চিত করতে হবে • রাত্রিকালীন কার্যক্রম যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে • শব্দের মাত্রা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অনিচ্ছাকৃত গ্যাস নির্গমন যা চারপাশের প্রাণীকুলের জন্য ক্ষতিকর	• এইচডিপিই পাইপ ব্যবহার করতে হবে • সাইটে অগ্নি নির্বাপক নিশ্চিত করতে হবে • প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে • সম্ভাব্য গ্যাস নির্গমন পয়েন্ট নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	ল্যাট্রিনের লিকেজ থেকে দুর্গন্ধ এবং দূষণ, এবং মানব বর্জ্য থেকে চারপাশের জলাধার, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতিগ্রস্ততা	• প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে • সম্ভাব্য লিকিং পয়েন্ট নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে অবশিষ্টাংশ অনুপযুক্তভাবে ব্যবস্থাপনা এবং যত্রতত্র ফেলার কারণে মাটি এবং পানি দূষণ	• কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করা এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে • ভূমি ও জলাশয় নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	অত্যধিক পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল নিচে নেমে যাওয়া	• নিষ্কাশন হার পর্যবেক্ষণ করতে হবে • অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে • ভূগর্ভস্থ স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করাতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	মোবাইল ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট দিয়ে পানি উত্তোলনের কারণে পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন	• মোবাইল প্ল্যান্ট স্থাপন করার আগে উপযুক্ত পানির উৎস/ অবস্থান সনাক্ত করতে হবে • উত্তোলনের হার পর্যবেক্ষণ করতে হবে • ভূগর্ভস্থ স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করাতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	মোবাইল ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট থেকে লবণাক্ত পানি নিষ্কাশনের কারণে সৃষ্ট দূষণ	• মোবাইল প্ল্যান্ট স্থাপন করার আগে উপযুক্ত পানির • ভূগর্ভস্থ স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করাতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	সৌর চালিত সিস্টেম থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য অপসারণের কারণে মাটি এবং পানি র দূষণ	• কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করা এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে • ভূমি ও জলাশয় নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সাইট হস্তান্তর করা (নির্মাণের পরে সা ইট ক্লিয়ারেন্স সহ)	নির্মাণকালীন সময়ের মতো একই ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যঃ • বর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূষণ • শ্রমিক ও স্থানীয় জনগণ / ডিআরপি দের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি	• কাজ শেষে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস বা কমাতে নির্মাণকালে যে সকল প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলোই অনুসরণ করতে হবে • বায়ু, মাটি এবং পানির স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে	পিআইইউ/ ঠিকাদার	পিএসসি

৮.২ বহুমুখী উদ্দেশ্যে নির্মিত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা

উপ-প্রকল্পের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রমগুলির জন্য সম্ভাব্য সমস্যা/প্রভাব এবং ক্ষতি প্রতিরোধে প্রশমনমূলক পদক্ষেপগুলির একটি সারাংশ সারণী ৮.২ এ প্রদান করা হল। প্রতিটি উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের নকশা সম্পন্ন হওয়ার পরে, আরো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং সেগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কী করণীয় তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তৈরি এই ইএসএমপি শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা দলিল এবং প্রশমন ব্যবস্থাগুলো বিশ্বব্যাংক, ডি ওই'র পরিবেশগত নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রাসঙ্গিক আইনগত প্রয়োজনীয়তার সাথে সাম্যঞ্জস্য বিধান করতে সময়ে সময়ে পরিবর্ধন বা সময়োপযোগী করার প্রয়োজন হতে পারে। ।

সারণী ৮.২ - বহুমুখী উদ্দেশ্যে নির্মিত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জমি বা কোনো দৃশ্যমান সম্পদের ক্ষতি	• ক্যাম্পের ভিতরে জমি অধিগ্রহণের করা যাবে না
		• রাস্তা / সেতু নির্মাণ / সম্প্রসারণের জন্য ক্যাম্পের বাইরে বেসরকারি ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে, ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ওপি ৪.১২ এবং এআরপিএ ২০১৭ নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।
		• জমি এবং অন্যান্য দৃশ্যমান সম্পত্তি অধিগ্রহণ এড়াতে বিকল্প পদ্ধতির যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে
		  • প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সম্ভাব্য এমন পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন
		  • রোহিঙ্গাদের তাঁদের তাঁবু / আশ্রয়স্থল অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করতে চাইলে বসবাসকারী মহিলা ও পুরুষদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করে নিতে হবে
		• সরকারি / খাস জমিকে প্রাধান্য দিতে হবে
		• ক্যাম্পের বাইরে ভূমি অধিগ্রহণ এড়াতে সক্ষম না হলে ক্ষতিপূরণ দেবার মাধ্যমে তা করতে হবে।
			প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ)	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জীবিকার ক্ষতি	• ক্ষতিগ্রস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ঠিকাদার অগ্রাধিকারযোগ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।
		  • আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগণের উপরনেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন কাজকর্ম এড়িয়ে চলতে হবে
		• রোহিঙ্গা শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি থাকতে হবে
		• পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে
		  • ক্যাম্পের মধ্যে কাঠামোগুলি যদি প্রকল্পের কোনো কাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়, ঠিকাদার / প্রকল্প নিজস্ব খরচেসেই প্রতিস্থাপিত কাঠামো প্রতিস্থাপন/ পুনর্গঠন করে দিবে। ডিআরপিদের কোন নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না
		• বিকল্প রান্না প্রযুক্তির উপর স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে
		  • রোহিঙ্গা নারীদের সামাজিক বৃক্ষরোপণের সাথে জড়িত করতে হবে
		• বিকল্প জীবিকার সুযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
		• নির্মাণ কাজে রোহিঙ্গা শ্রমিকদের ক্রেডিট সিস্টেম পেমেন্টের সঙ্গে জড়িত
			পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		করতে হবে যাতে তাঁরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে। রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না।		

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	স্টেক হোল্ডারদের নিযুক্তি	• প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করতে হবে
		• সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত বসবাসকারীদের (হাউজ হোল্ডার) সাথে পৃথক কমিউনিটি স্তরের আলোচনা সভা করতে হবে
		  • প্রকল্প উদ্দেশ্য এবং কাজের পরিধি সম্পর্কে রোহিঙ্গা পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করতে হবে
		  • সকল সুরক্ষা দলিল (সেইফগার্ড ডকুমেন্ট) প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করা হবে
		• হোস্ট কমিউনিটিএবং ক্যাম্পের জনগোষ্ঠী জিআরএম এর সঙ্গে জড়িত থাকবে
		• সকল স্টেকহোল্ডারগণ জিআরএম সম্পর্কে অবহিত থাকবেন
			পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	নিয়ন্ত্রিত যাতায়াত এবং বিকল্প ব্যবস্থা	• স্থানীয় জনগণ অভ্যস্ত এমন যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রবেশাধিকার যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে, এবং এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে তা বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরিহার্য পরিস্থি তিতে, বিকল্প প্রবেশাধিকার/ যাতায়াত ব্যবস্থা (এক্সেস) প্রদান করতে হবে।	পিআইইউ	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন : মানুষ এবং হাতির সম্ভাব্য সংঘর্ষ	• বন্য হাতি চলাচল করে বা বসবাস করে এমন এলাকার বাইরে উপ-প্রকল্প সাইট নির্বাচন করতে হবে। সাইট নির্বাচনের সময় বন বিভাগ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট প্রস্তুতি: মাটি ক্ষয়; প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা	• জলাধার বা প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে অন্যূন ৩০ মিটার দূরে (যেখানে সম্ভব) নির্মাণ সামগ্রী স্থাপন বা নির্মাণ কাজ করতে হবে; • মাটি কাটা এবং ভরাটের কাজ যতটা কম করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে, সাইট থেকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার ধাপগুলি শুধুমাত্র নির্মাণের জন্য নির্ধারিত অবস্থানে সীমিত থাকবে। • সামাজিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা যেখানে মানব বসতি আছে বা সাংস্কৃতিক তাত্পর্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। • সাইটে বিদ্যমান ঢাল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা যাবে না। • নির্মাণের সময় ব্যক্তিগত জমিতে থাকা গাছ (যদি থাকে) ক্ষতিগ্রস্ত হলে বন / উদ্যান বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ মালিককে প্রদান করা হবে। • ঠিকাদার নিশ্চিত করবে যে সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রমগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করবে না।	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নির্মাণ কাজের কারণে উদ্ভূত শব্দ	• আশেপাশের এলাকায় জনগণের বিরক্তি এড়ানোর জন্য যতদূর সম্ভব নির্মাণ কার্যক্রম দিনের বেলাতে সীমাবদ্ধ থাকবে। • প্রয়োজন সাপেক্ষে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন ইয়ার প্লাগ, ইয়ারমাফ, হেলমেট ইত্যাদি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রদান করতে হবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	ধূলাবালি	• ধূলিকণা (এসপিএম, পিএম ২.৫, ১০) এবং কার্বন মনোক্সাইড নির্গমন কমানোর জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে • ক্লিয়ারিং, লেভেলিং এবং সাইট গ্রেডিং অপারেশনগুলির ফলে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধের জন্য পানির স্প্রিংকলার ব্যবহার করতে হবে। • রাস্তাগুলিতে যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট ধুলাবালি নিয়মিত পানি ছিটিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি	• অননুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং সাইটে বিপজ্জনক দ্রব্যাদিরর যথাযথ অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে • রোহিঙ্গা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে • ক্যাম্পের সকল শ্রমিকদের আইডি কার্ড পরিধান নিশ্চিত করতে হবে • শিশু শ্রমিকদের কোনো ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত করা যাবে না • সাইটগুলিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকতে হবে এবং নিরাপত্তার জন্য প্রহরী থাকবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	যানবাহন চলাচল (ট্রাফিক) ব্যবস্থাপনা	• ঠিকাদার কর্তৃক প্রণীত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে।মোটরযান এবং পথচারীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াতের উপর প্রভাব কমিয়ে আনতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • যানবাহনের গতি সীমিত করার জন্য যাতায়াতযোগ্য সড়কগুলি তে পর্যাপ্ত রোড সাইন দিতে হবে • সড়কে সঠিকভাবে গতি কমানোর জন্য র‍্যাম্প দিতে হবে • ট্রাফিক সাইনগুলি বাংলা ও রোহিঙ্গা উভয় ভাষায় থাকতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্মাণ কাজের সময় বিদ্যমান ব্যবহারকারী দের সাথে বিরোধ	• স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের বিস্তারিত মূল্যায়ন করে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎস থেকে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট থেকে সম্মতি নিতে হবে। • যদি ভূগর্ভস্থ পানি নিতে হয়, তবে পানির উৎস (বোর ওয়েল) স্থাপনের আগে উপযুক্ত বিভাগ থেকে অনুমোদন নিতে হবে	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• যে কোন নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সড়ক দুর্ঘটনার বৃদ্ধি	• ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম বহন নির্ধারিত রুটের মধ্যে সীমিত থাকবে • প্রধান জংশনে সঠিক সাইন প্রদর্শন করতে হবে • স্থানীয় জনগণের কাছে কাজ শুরু করার পূর্বেই বিকল্প চলাচলের পথ এবং সড়ক বন্ধ রাখার ব্যাপারে জানানো হবে • সংবেদনশীল এলাকাগুলির কাছাকাছি যেমন - বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, ডিআরপি ক্যাম্পের আশেপাশে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে • স্থানীয় জনগণকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতার উপরে প্রশিক্ষণ দিতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	শ্রমিকদের বেস ক্যাম্পঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগে সম্ভাব্য বিরোধ	• শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে জ্বালানি কাঠের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • ক্যাম্পে বসবাসকারী (হাউজহোল্ডার)দের জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা থাকতে হবে • পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে; এছাড়াও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি), যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচার এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে • যে কোন প্রাণী নিধন, বন্যপ্রাণী শিকার, এবং গাছ উপড়ে ফেলাসহ উদ্ভিদ, জীবজন্তুর জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড চালানো নিষিদ্ধ করতে হবে। • শ্রমিক ক্যাম্পগুলিতে স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে • শ্রমিকদের পানি পানের উদ্দেশ্যে সাইটগুলিতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে • শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থা নের ব্যবস্থা থাকতে হবে • আলোচনা সভা এবং পরামর্শ সভার মাধ্যমে শ্রমিকদের আচরণবিধির নীতিমালা প্রকাশ করতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নির্মাণের সময় বিপজ্জনক এবং বিপজ্জনক নয় এমন বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা।	• নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনা উল্লেখপূর্বক একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবেঃ • শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান থেকে নির্গত বর্জ্য • সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ/সাইটে থাকা যানবাহন থেকে নির্গত বর্জ্য • অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হবে, একটি আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য যেমন - বর্জ্য তেল সংগ্রহ করে আবদ্ধ এলাকায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছে পুনর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত নিয়মের প্রয়োগ থাকতে হবে		

নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি:
	• নিরাপত্তা ঝুঁকিজনিত কার্যক্রম যেমন অনেক উচ্চতায় কাজ করা বা উঁচু স্থানে (পাহাড়ে) চলাচল, অগ্নিকান্ড ঘটায় এমন দ্রব্যাদি/কর্মকান্ড যেমন ধূমপান, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ, মোবাইল প্লান্ট, যানবাহন চলাচল অথবা বৈদ্যুতিক শক। ।
	• নির্মাণ কাজের সময় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি পূর্ণ কাজ যেমন, কায়িক শ্রম জনিত কাজ, মাংসপেশির সমস্যা, হাতের কম্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস, তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত শারীরিক সমস্যা এবং চর্মরোগ।
		• প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল নির্মাণ সরঞ্জামের উপযুক্ত এবং বৈধ পরিদর্শন সার্টিফিকেট এবং প্রয়োজনীয় বীমার কাগজপত্র সাথে রাখতে হবেসাইটে সব ধরনের কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে
		  ◦ হাটার রাস্তা বা হাটার জন্য নির্ধারিত স্থান প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে হবে; সবগুলি হাটার রাস্তা হাটার জন্য উপযুক্ত হতে হবে; সাইনপোস্ট এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে
		• যেকোন পিচ্ছিল এলাকায় সঠিক সাইনপোস্ট থাকতে হবে, আর পিচ্ছিল এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা যথাযথ পাদুকা পরে কাজ করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
		• নির্মাণ এলাকার জন্য অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে, আগুনের সূত্রপাত হতে পারে এমন উত্স সনাক্ত করতে হবে এবং আগুন লাগলে নিরাপদ নির্গমন উপায় , আগুন লাগার সংকেত, আগুন লাগলে নির্বাপনের উপায়সহ সাধারণ অগ্নি সতর্কতার দিকগুলির নির্দেশনা থাকতে হবে
		  ◦ সাইটে কর্মীদের সতর্ক করার জন্য একটি ব্যবস্থা পদ্ধতি থাকতে হবে। এটা আগুন লাগলে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কেন্দ্র হতে সতর্কসংকেত বেজে উঠার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে
		• অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি সাইটের চারপাশে নির্ধারিত পয়েন্টগুলিতে স্থাপন করতে হবে। যে ধরনের আগুন লাগতে পারে তার জন্য উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা থাকতে হবে
		  ◦ সকল পক্ষের সাথে জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা (ইআরপি) প্রতিষ্ঠা এবং অবহিত করতে হবে, ইআরপির অধীনে মূলত নির্দিষ্ট কিছু পূর্বাভাসমূলক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা এবং কর্তৃত্ব, তাঁদের দায়িত্ব ও দক্ষতা, জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং
			পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক এবং সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ,, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		নিরাপদ নির্গমন প্রক্রিয়া, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের মহড়ার ব্যবস্থা থাকবে • বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নিরাপদে রাখতে হবে এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না • শুধুমাত্র যোগ্য অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন, কাজের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য যথাযোগ্ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করা আবশ্যক। • বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধি অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীসাইটটিতে থাকবে • ঠিকাদারকে একটি ফার্স্ট এইড বক্সেরমধ্যে এডহেসিভ ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক ওয়েন্টমেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক টিস্যু, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার ইত্যাদি সাইটে রাখতে হবে • ঠিকাদার জরুরী প্রয়োজনে যে কোনো স্থান থেকে দ্রুত অপসারণ/স্থানান্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং নিয়োজিত কর্মীদের মক আপ ড্রিলস বা মহড়ার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিবে • সকল সরঞ্জামাদি কাজের জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে হবে (নিরাপত্তা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্মপোযোগিতা, খরচ, ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), নিম্ন কম্পন সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম যেটা কাজের জন্য উপযুক্ত তা প্রদান করতে হবে • কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ সূচি এবং নির্মাতার নির্দেশাবলী অনুযায়ী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে • নিয়মিত কাজের কারণে সৃষ্ট শব্দ কতটা দূষণ প্রবণ তা মূল্যায়ন এবং শব্দ দূষণের ক্ষেত্র, কারণ এবং দূষণ সৃষ্টিকারী সরঞ্জামগুলির সৃষ্ট শব্দের মাত্রা র সমীক্ষা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে • অত্যাধিক গরমের কারণে সৃষ্টঅসুস্থতা যেমন হিট ক্র্যাম্প, অত্যধিক তাপের কারণে ক্লান্তি, হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্মাণ পর্যায়ে জড়িত সকল কর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং অবহিত করতে হবে • নিরাপদ খাবার পানির পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা সাইটেরর বিভিন্ন স্থানে		

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		নিশ্চিত করতে হবে • যতটা সম্ভব এক্সপোজারের ঝুঁকি দূর করতে হবে, প্রয়োজনীয় সকল স্থানে যথাযথ পিপিই সরবরাহ করতে হবে এবং মানসম্মত প্রক্ষালন এবং পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে • ঝুঁকির সম্মুখীন সকল শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তারা কী করলে সুরক্ষিত থাকবেন সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তত্ত্বাবধান পরিচালনা করতে হবে		
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	শব্দের কারণে প্রাণীকূলের জন্য বিরক্তির উদ্রেক	• যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সরঞ্জামগুলির শব্দ কমানোর পদ্ধতি অনুসরণনিশ্চিত করতে হবে • রাত্রিকালীন কার্যক্রম যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে • শব্দের মাত্রা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	ল্যাট্রিনের লিকেজ থেকে দুর্গন্ধ এবং দূষণ, এবং মানব বর্জ্য থেকে চারপাশের জলাধার, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতিগ্রস্ততা	• প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে • সম্ভাব্য লিকিং পয়েন্ট নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	পানির দূষণ	• নিকটবর্তী ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎসে পানি দূষণের কোন লক্ষণ আছে কিনা তা তৃতীয় পক্ষ বাৎসরিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করবে। দূষণের প্যারামিটারগুলি হলঃ পিএইচ, টিডিএস, টিএসএস, কলিফর্ম, লিড, ক্যাডমিয়াম এবং পারদ। পরীক্ষার ফলাফল বাংলাদেশের ডিওই এর পরিবেশগত মানের সঙ্গে তুলনা করতে হবে	পিআইইউ	পিএসসি
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সাইট হস্তান্তর করা (নির্মাণের পরে সাইট ক্লিয়ারেন্স সহ)	নির্মাণকালীন সময়ের মতো একই ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়: • বর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূষণ • শ্রমিক ও স্থানীয় জনগণ / ডিআরপিদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি	• কাজ শেষে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস বা কমাতে নির্মাণকালে যে সকল প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলোই অনুসরণ করতে হবে • বায়ু, মাটি এবং পানির স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে	পিআইইউ/ ঠিকাদার	পিএসসি

৮.৩ প্রবেশ রাস্তা, নির্গমন রাস্তাও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির (যেমন সড়ক ও সেতু, কালভার্ট, এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ) জন্য সম্ভাব্য সমস্যা/প্রভাব এবং ক্ষতি প্রতিরোধে প্রশমনমূলক পদক্ষেপগুলির একটি সারাংশ সারণী ৮.৩ এ প্রদান করা হল। প্রতিটি উপ-প্রকল্প কার্যক্রমেরর নকশা সম্পন্ন হওয়ার পরে, আরো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং সেগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কী করণীয় তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তৈরি এই ইএসএমপি শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা দলিল এবং প্রশমন ব্যবস্থাগুলো বিশ্বব্যাংক, ডি ওই'র পরিবেশগত নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রাসঙ্গিক আইনগত প্রয়োজনীয়তার সাথে সাম্যঞ্জস্য বিধান করতে সময়ে সময়ে পরিবর্ধন বা সময়োপযোগী করার প্রয়োজন হতে পারে। ।

সারণী ৮.৩ - প্রবেশ রাস্তা, নির্গমন রাস্তা ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ইএসএমপি নির্দেশিকা

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জমি বা অন্য কোনো ভৌত সম্পত্তির ক্ষতি	• ক্যাম্পের ভিতরে জমি অধিগ্রহণের করা যাবে না
		  • রাস্তা / সেতু নির্মাণ / সম্প্রসারণের জন্য ক্যাম্পের বাইরে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে, ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষেত্রে ওপি ৪.১২ এবং এআরপিএ ২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
		  • জমি কিংবা অন্য ভৌত সম্পত্তির অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণ এড়াতে বিকল্প উপায়সমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে
		• প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সম্ভাব্য পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন
		  • রোহিঙ্গাদের তাঁদের তাঁবু / আশ্রয়স্থল থেকে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করতে চাইলে বসবাসকারী মহিলা ও পুরুষদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করে নিতে হবে
		• সরকারি/ খাস জমিকে প্রাধান্য দিতে হবে
		  • ক্যাম্পের বাইরে ভূমি অধিগ্রহণ এড়াতে সক্ষম না হলে ক্ষতিপূরণ দেবার মাধ্যমে তা করতে হবে।
			প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ)	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জীবিকার ক্ষতি	• ক্ষতিগ্রস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ঠিকাদার অগ্রাধিকারযোগ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে ।
		  • আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন কাজকর্ম এড়িয়ে চলতে হবে
		• রোহিঙ্গা শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি থাকতে হবে
		  • ক্যাম্পের মধ্যে কাঠামোগুলি যদি প্রকল্পের কোনো কাজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ঠিকাদার / প্রকল্প নিজস্ব খরচে সেই প্রতিস্থাপিত কাঠামো প্রতিস্থাপন/ পুনর্গঠন করে দিবে। ডিআরপিদের কোন নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না
		• পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে
		• বিকল্প রান্না প্রযুক্তির উপর স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে
		• রোহিঙ্গা নারীদের সামাজিক বৃক্ষরোপণের সাথে জড়িত করতে হবে
		• বিকল্প জীবিকার সুযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
			পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশে ষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• নির্মাণ কাজে রোহিঙ্গা শ্রমিকদের ক্রেডিট সিস্টেম পেমেন্টের সঙ্গে জড়িত করতে হবে যাতে তাঁরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে। রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না।		

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	স্টেক হোল্ডারদের নিযুক্তি	• প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে
		  • সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত বসবাসকারীদের (হাউজ হোল্ডার) সাথে পৃথক ভাবে কমিউনিটি স্তরের আলোচনা সভা করতে হবে
		  • প্রকল্প উদ্দেশ্য এবং কাজের পরিধি সম্পর্কে রোহিঙ্গা পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করতে হবে
		  • সকল সুরক্ষা দলিল (সেইফগার্ড ডকুমেন্ট) প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করা হবে
		  • আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠী এবং ক্যাম্পে আশ্রিত জনগোষ্ঠী জিআরএম এর সঙ্গে জড়িত থাকবে
		• সকল স্টেকহোল্ডারগণ জিআরএম সম্পর্কে অবহিত থাকবেন
			পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	নিয়ন্ত্রিত যাতায়াত এবং বিকল্প ব্যবস্থা	• স্থানীয় জনগণ অভ্যস্ত এমন যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রবেশাধিকার যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে, এবং এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে তা বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। • অপরিহার্য পরিস্থিতিতে, বিকল্প প্রবেশাধিকার/ যাতায়াত ব্যবস্থা (এক্সেস) প্রদান করতে হবে।	পিআইইউ	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন : মানুষ এবং হাতির সম্ভাব্য সংঘর্ষ	• বন্য হাতি চলাচল করে বা বসবাস করে এমন এলাকার বাইরে উপ-প্রকল্প সাইট নির্বাচন করতে হবে। • সাইট নির্বাচনের সময় বন বিভাগ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট প্রস্তুতি: মাটি ক্ষয়; প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা	• জলাধার বা প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে অন্যূন ৩০ মিটার দূরে (যেখানে সম্ভব) নির্মাণ সামগ্রী স্থাপন বা নির্মাণ কাজ করতে হবে; • মাটি কাটা এবং ভরাটের কাজ যতটা কম করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে, সাইট থেকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার ধাপগুলি শুধুমাত্র নির্মাণের জন্য নির্ধারিত অবস্থানে সীমিত থাকবে। • সামাজিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা যেখানে মানব বসতি আছে বা সাংস্কৃতিক তাত্পর্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। • সাইটে বিদ্যমান ঢাল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা যাবে না। • নির্মাণের সময় ব্যক্তিগত জমিতে থাকা গাছ (যদি থাকে) ক্ষতিগ্রস্ত হলে বন / উদ্যান বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ মালিককে প্রদান করা হবে।	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• ঠিকাদার নিশ্চিত করবে যে সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রমগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করবে না।		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নির্মাণ কাজের কারণে উদ্ভূত শব্দ	• আশেপাশের এলাকায় জনগণের বিরক্তি এড়ানোর জন্য যতদূর সম্ভব নির্মাণ কার্যক্রম দিনের বেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। • প্রয়োজন সাপেক্ষে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন ইয়ার প্লাগ, ইয়ারমাফ, হেলমেট ইত্যাদি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রদান করতে হবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	ধূলাবালি	• ধূলিকণা (এসপিএম, পিএম ২.৫, ১০) এবং হাইড্রো কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে • ক্লিয়ারিং, লেভেলিং এবং সাইট গ্রেডিং অপারেশনগুলির ফলে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধের জন্য পানির স্প্রিংকলার ব্যবহার করতে হবে। • রাস্তাগুলিতে যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধে নিয়মিত পানি ছিটাতে হবে ।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি	• সাইটে অননুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং সাইটে বিপজ্জনক দ্রব্যাদির যথাযথ অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে • রোহিঙ্গা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে • ক্যাম্পের সকল শ্রমিকদের আইডি কার্ড পরিধান নিশ্চিত করতে হবে • শিশু শ্রমিকদের কোনো ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত করা যাবে না • সাইটগুলিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকতে হবে এবং নিরাপত্তার জন্য প্রহরী থাকবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচ	যানবাহন চলাচল (ট্রাফিক) ব্যবস্থাপনা	• ঠিকাদার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। • মোটরযান এবং পথচারীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াতের উপর প্রভাব কমিয়ে আনতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • যানবাহনের গতি সীমিত করার জন্য সড়কগুলিতে পর্যাপ্ত রোড সাইন দিতে হবে • সড়কে সঠিকভাবে গতি কমানোর জন্য র‍্যাম্প দিতে হবে • ট্রাফিক সাইনগুলি বাংলা ও রোহিঙ্গা উভয় ভাষায় থাকতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্মাণ কাজের সময় বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের সাথে বিরোধ	• স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের বিস্তারিত মূল্যায়ন করে ভুপৃষ্ঠস্থ উৎস থেকে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট থেকে সম্মতি নিতে হবে।	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• যদি ভূগর্ভস্থ পানি নিতে হয়, তবে পানির উৎস (বোর ওয়েল) স্থাপনের আগে উপযুক্ত বিভাগ থেকে অনুমোদন নিতে হবে • যে কোন নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সড়ক দুর্ঘটনার বৃদ্ধি	• ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম বহন নির্ধারিত রুটের মধ্যে সীমিত থাকবে • প্রধান জংশনে (সড়ক মোড়ে) সঠিক সাইন প্রদর্শন করতে হবে • স্থানীয় জনগণের কাছে কাজ শুরু করার পূর্বেই বিকল্প চলাচলের পথ এবং সড়ক বন্ধ রাখার ব্যাপারে জানানো হবে • সংবেদনশীল এলাকাগুলির কাছাকাছি যেমন - বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, ডিআরপি ক্যাম্পের আশেপাশে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে • স্থানীয় জনগণকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতার উপরে প্রশিক্ষণ দিতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	শ্রমিকদের বেস ক্যাম্পঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগে সম্ভাব্য বিরোধ	• শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে জ্বালানি কাঠের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • ক্যাম্পে বসবাসকারী (হাউজহোল্ডার)দের জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা থাকতে হবে • পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে; এছাড়াও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি), যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচার এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে • যে কোন প্রাণী নিধন, বন্যপ্রাণী শিকার, এবং গাছ উপড়ে ফেলাসহ উদ্ভিদ, জীবজন্তুর জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড চালানো নিষিদ্ধ করতে হবে। • শ্রমিক ক্যাম্পগুলিতে স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে • শ্রমিকদের পানি পানের উদ্দেশ্যে সাইটগুলিতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে • শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থা নের ব্যবস্থা থাকতে হবে • আলোচনা সভা এবং পরামর্শ সভার মাধ্যমে শ্রমিকদের আচরণবিধির নীতিমালা প্রকাশ করতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নির্মাণের সময় বিপজ্জনক এবং বিপজ্জনক নয় এমন বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা।	• নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনা উল্লেখপূর্বক একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবেঃ • শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান থেকে নির্গত বর্জ্য	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ/সাইটে থাকা যানবাহন থেকে নির্গত বর্জ্য • অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হবে, একটি আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য যেমন - বর্জ্য তেল সংগ্রহ করে আবদ্ধ এলাকায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছে পুনর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত নিয়মের প্রয়োগ থাকতে হবে		

নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি:
	● নিরাপত্তা ঝুঁকিজনিত কার্যক্রম যেমন অনেক উচ্চতায় কাজ করা বা উঁচু স্থানে (পাহাড়ে) চলাচল, অগ্নিকান্ড ঘটায় এমন দ্রব্যাদি/কর্মকান্ড যেমন ধূমপান, ত্রূটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ, মোবাইল প্লান্ট, যানবাহন চলাচল অথবা বৈদ্যুতিক শক। ।
	• নির্মাণ কাজের সময় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি পূর্ণ কাজ যেমন, কায়িক শ্রম জনিত কাজ, মাংসপেশির সমস্যা, হাতের কম্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস, তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত শারীরিক সমস্যা এবং চর্মরোগ।
		• প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল নির্মাণ সরঞ্জামের উপযুক্ত এবং বৈধ পরিদর্শন সার্টিফিকেট এবং প্রয়োজনীয় বীমার কাগজপত্র সাথে রাখতে হবেসাইটে সব ধরনের কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে
		  • হাটার রাস্তা বা হাটার জন্য নির্ধারিত স্থান প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে হবে; সবগুলি হাটার রাস্তা হাটার জন্য উপযুক্ত হতে হবে; সাইনপোস্ট এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে
		• যেকোন পিচ্ছিল এলাকায় সঠিক সাইনপোস্ট থাকতে হবে, আর পিচ্ছিল এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা যথাযথ পাদুকা পরে কাজ করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
		• নির্মাণ এলাকার জন্য অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে, আগুনের সূত্রপাত হতে পারে এমন উত্স সনাক্ত করতে হবে এবং আগুন লাগলে নিরাপদ নির্গমন উপায় , আগুন লাগার সংকেত, আগুন লাগলে নির্বাপনের উপায়সহ সাধারণ অগ্নি সতর্কতার দিকগুলির নির্দেশনা থাকতে হবে
		  • সাইটে কর্মীদের সতর্ক করার জন্য একটি ব্যবস্থা পদ্ধতি থাকতে হবে। এটা আগুন লাগলে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কেন্দ্র হতে সতর্কসংকেত বেজে উঠার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে
		• অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি সাইটের চারপাশে নির্ধারিত পয়েন্টগুলিতে স্থাপন করতে হবে। যে ধরনের আগুন লাগতে পারে তার জন্য উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা থাকতে হবে
		  • সকল পক্ষের সাথে জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা (ইআরপি) প্রতিষ্ঠা এবং অবহিত করতে হবে, ইআরপির অধীনে মূলত নির্দিষ্ট কিছু
			ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক এবং সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ,, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব

		পূর্বাভাসমূলক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা এবং কর্তৃত্ব, তাঁদের দায়িত্ব ও দক্ষতা, জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং নিরাপদ নির্গমন প্রক্রিয়া, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের মহড়ার ব্যবস্থা থাকবে
		• বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নিরাপদে রাখতে হবে এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না
		  • শুধুমাত্র যোগ্য অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন, কাজের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য যথাযোগ্ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করা আবশ্যক।
		  • বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধি অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীসাইটটিতে থাকবে
		• ঠিকাদারকে একটি ফার্স্ট এইড বক্সেরমধ্যে এডহেসিভ ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক ওয়েন্টমেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক টিস্যু, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার ইত্যাদি সাইটে রাখতে হবে
		• ঠিকাদার জরুরী প্রয়োজনে যে কোনো স্থান থেকে দ্রুত অপসারণ/স্থানান্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং নিয়োজিত কর্মীদের মক আপ ড্রিলস বা মহড়ার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিবে
		  • সকল সরঞ্জামাদি কাজের জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে হবে (নিরাপত্তা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্মপোযোগিতা, খরচ, ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), নিম্ন কম্পন সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম যেটা কাজের জন্য উপযুক্ত তা প্রদান করতে হবে
		• কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ সূচি এবং নির্মাতার নির্দেশাবলী অনুযায়ী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে
		  • নিয়মিত কাজের কারণে সৃষ্ট শব্দ কতটা দূষণ প্রবণ তা মূল্যায়ন এবং শব্দ দূষণের ক্ষেত্র, কারণ এবং দূষণ সৃষ্টিকারী সরঞ্জামগুলির সৃষ্ট শব্দের মাত্রার সমীক্ষা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
		  • অত্যাধিক গরমের কারণে সৃষ্টঅসুস্থতা যেমন হিট ক্র্যাম্প, অত্যধিক তাপের কারণে ক্লান্তি, হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্মাণ পর্যায়ে জড়িত সকল কর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ		

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		দিতে হবে এবং অবহিত করতে হবে • নিরাপদ খাবার পানির পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা সাইটেরর বিভিন্ন স্থানে নিশ্চিত করতে হবে • যতটা সম্ভব এক্সপোজারের ঝুঁকি দূর করতে হবে, প্রয়োজনীয় সকল স্থানে যথাযথ পিপিই সরবরাহ করতে হবে এবং মানসম্মত প্রক্ষালন এবং পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে • ঝুঁকির সম্মুখীন সকল শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তারা কী করলে সুরক্ষিত থাকবেন সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তত্ত্বাবধান পরিচালনা করতে হবে		
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	ট্রাফিক দুর্ঘটনা	• সঠিক রোড মার্কিং এবং সংকেতের ব্যবস্থা করতে হবে। • রাস্তার নকশা এমনভাবে করতে হবে যাতে ঢাল বা বাঁকের কারণে চলাচলের গতি বিপজ্জনক না হয়।দুর্ঘটনা ঘটলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানাতে হবে। দুর্ঘটনা পরিসংখ্যানের বার্ষিক প্রতিবেদন পিএসসিকে প্রদান করতে হবে	পিআইইউ	পিএসসি
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সাইট হস্তান্তর করা (নির্মাণের পরে সাইট ক্লিয়ারেন্স সহ)	নির্মাণকালীন সময়ের মতো একই ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়: : • বর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূষণ • শ্রমিক ও স্থানীয় জনগণ / ডিআরপিদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি	• কাজ শেষে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস বা কমাতে প্রধান নির্মাণকালে যে সকল প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলোই অনুসরণ করতে হবে • বায়ু, মাটি এবং পানির স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে	পিআইইউ/ ঠিকাদার	পিএসসি

৮.৪ সড়ক বাতি, গ্রামীণ হাট-বাজার, বজ্রপাত প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতি (লাইটনিং প্রটেকশন সিস্টেম) এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইএসএমপি নির্দেশিকা

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির (যেমন সড়ক বাতি, পুনর্বাসন / গ্রামীণ বাজার নির্মাণ/পুনর্বাসন) ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যা/প্রভাব এবং ক্ষতি প্রতিরোধে প্রশমনমূলক করণীয় সম্পর্কে একটি সারাংশ সারণী ৮.৪ এ দেয়াহল। প্রতিটি প্রতিটি উপ-প্রকল্পের নকশা সম্পন্ন হওয়ার পরে, সেগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্ট করণীয় এবং ব্যবস্থাপনাপরিকল্পনাপ্রস্তুত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তৈরি এই ইএসএমপি কেবলমাত্র একটি নির্দেশিকা দলিল এবং এটি বিশ্বব্যাংক, ডিওইর পরিবেশগত নির্দেশিকা এবং সরকারের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে প্রকল্পের নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এই দলিলটি সময়োপযোগী তথা সুবিন্যস্ত করা যেতে পারে বা প্রশমন পদ্ধতির বিশদ বিবরণের প্রয়োজন হতে পারে।

সারণী ৮.৪ - সড়ক বাতি, গ্রামীণ হাট-বাজার, বজ্রপাত প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতি (লাইটনিং প্রটেকশন সিস্টেম) এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইএসএমপি নির্দেশিকা

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জমি বা অন্য কোনো ভৌত সম্পত্তির ক্ষতি	• ক্যাম্পের ভিতরে জমি অধিগ্রহণের করা যাবে না • রাস্তা / সেতু নির্মাণ / সম্প্রসারণের জন্য ক্যাম্পের বাইরে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে, ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষেত্রে ওপি ৪.১২ এবং এআরপিএ ২০১৭ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। • জমি কিংবা অন্য ভৌত সম্পত্তির অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণ এড়াতে বিকল্প উপায়সমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে • প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সম্ভাব্য পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন • রোহিঙ্গাদের তাঁদের তাঁবু / আশ্রয়স্থল থেকে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করতে চাইলে বসবাসকারী মহিলা ও পুরুষদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করে নিতে হবে • সরকারি/ খাস জমিকে প্রাধান্য দিতে হবে • ক্যাম্পের বাইরে ভূমি অধিগ্রহণ এড়াতে সক্ষম না হলে ক্ষতিপূরণ দেবার মাধ্যমে তা করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ)	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	জীবিকার ক্ষতি	• ক্ষতিগ্রস্ত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ঠিকাদার অগ্রাধিকারযোগ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে । • আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন কাজকর্ম এড়িয়ে চলতে হবে • রোহিঙ্গা শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি থাকতে হবে • ক্যাম্পের মধ্যে কাঠামোগুলি যদি প্রকল্পের কোনো কাজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ঠিকাদার / প্রকল্প নিজস্ব খরচে সেই প্রতিস্থাপিত কাঠামো প্রতিস্থাপন/ পুনর্গঠন করে দিবে। ডিআরপিদের কোন নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না • পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে • বিকল্প রান্না প্রযুক্তির উপর স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে • রোহিঙ্গা নারীদের সামাজিক বৃক্ষরোপণের সাথে জড়িত করতে হবে • বিকল্প জীবিকার সুযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• নির্মাণ কাজে রোহিঙ্গা শ্রমিকদের ক্রেডিট সিস্টেম পেমেন্টের সঙ্গে জড়িত করতে হবে যাতে তাঁরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে। রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না।		
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	স্টেক হোল্ডারদের নিযুক্তি	• প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে • সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত বসবাসকারীদের (হাউজ হোল্ডার) সাথে পৃথক ভাবে কমিউনিটি স্তরের আলোচনা সভা করতে হবে • প্রকল্প উদ্দেশ্য এবং কাজের পরিধি সম্পর্কে রোহিঙ্গা পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করতে হবে • সকল সুরক্ষা দলিল (সেইফগার্ড ডকুমেন্ট) প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করা হবে • আশ্রয় প্রদানকারী জনগোষ্ঠী এবং ক্যাম্পে আশ্রিত জনগোষ্ঠী জিআরএম এর সঙ্গে জড়িত থাকবে • সকল স্টেকহোল্ডারগণ জিআরএম সম্পর্কে অবহিত থাকবেন	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	নিয়ন্ত্রিত যাতায়াত এবং বিকল্প ব্যবস্থা	• স্থানীয় জনগণ অভ্যস্ত এমন যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রবেশাধিকার যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে, এবং এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে তা বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। • অপরিহার্য পরিস্থিতিতে, বিকল্প প্রবেশাধিকার/ যাতায়াত ব্যবস্থা (এক্সেস) প্রদান করতে হবে।	পিআইইউ	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন : মানুষ এবং হাতির সম্ভাব্য সংঘর্ষ	• বন্য হাতি চলাচল করে বা বসবাস করে এমন এলাকার বাইরে উপ-প্রকল্প সাইট নির্বাচন করতে হবে। • সাইট নির্বাচনের সময় বন বিভাগ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ-পূর্ব ধাপ	সাইট প্রস্তুতি: মাটি ক্ষয়; প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা	• জলাধার বা প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে অন্যূন ৩০ মিটার দূরে (যেখানে সম্ভব) নির্মাণ সামগ্রী স্থাপন বা নির্মাণ কাজ করতে হবে; • মাটি কাটা এবং ভরাটের কাজ যতটা কম করা যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে, সাইট থেকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার ধাপগুলি শুধুমাত্র নির্মাণের জন্য নির্ধারিত অবস্থানে সীমিত থাকবে। • সামাজিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা যেখানে মানব বসতি আছে বা সাংস্কৃতিক তাত্পর্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। • সাইটে বিদ্যমান ঢাল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা যাবে না।	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		• নির্মাণের সময় ব্যক্তিগত জমিতে থাকা গাছ (যদি থাকে) ক্ষতিগ্রস্ত হলে বন / উদ্যান বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ মালিককে প্রদান করা হবে। • ঠিকাদার নিশ্চিত করবে যে সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রমগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করবে না।		
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নির্মাণ কাজের কারণে উদ্ভূত শব্দ	• আশেপাশের এলাকায় বিরক্তি এড়ানোর জন্য যতদূর সম্ভব নির্মাণ কার্যক্রম দিনের বেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। • প্রয়োজন সাপেক্ষে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন ইয়ার প্লাগ, ইয়ারমাফ, হেলমেট ইত্যাদি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রদান করতে হবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	ধূলাবালি	• ধূলিকণা (এসপিএম, পিএম ২.৫, ১০) এবং হাইড্রো কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য নির্মাণ যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে • ক্লিয়ারিং, লেভেলিং এবং সাইট গ্রেডিং অপারেশনগুলির ফলে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধের জন্য পানির স্প্রিংকলার ব্যবহার করতে হবে। • রাস্তাগুলিতে যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট ধুলাবালি প্রতিরোধে নিয়মিত পানি ছিটাতে হবে ।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি	• সাইটে অননুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং এবং সাইটে বিপজ্জনক দ্রব্যাদির যথাযথ অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে • রোহিঙ্গা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে • ক্যাম্পের সকল শ্রমিকদের আইডি কার্ড পরিধান নিশ্চিত করতে হবে • শিশু শ্রমিকদের কোনো ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত করা যাবে না • সাইটগুলিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকতে হবে এবং নিরাপত্তার জন্য প্রহরী থাকবে।	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	যানবাহন চলাচল (ট্রাফিক) ব্যবস্থাপনা	• ঠিকাদার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। • মোটরযান এবং পথচারীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াতের উপর প্রভাব কমিয়ে আনতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • যানবাহনের গতি সীমিত করার জন্য সড়কগুলিতে পর্যাপ্ত রোড সাইন দিতে হবে • সড়কে সঠিকভাবে গতি কমানোর জন্য র‍্যাম্প দিতে হবে • ট্রাফিক সাইনগুলি বাংলা ও রোহিঙ্গা উভয় ভাষায় থাকতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্মাণ কাজের সময় বিদ্যমান	• স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের বিস্তারিত মূল্যায়ন করে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎস থেকে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট থেকে সম্মতি	পিআইইউ এবং ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
	ব্যবহারকারীদের সাথে বিরোধ	নিতে হবে। • যদি ভূগর্ভস্থ পানি নিতে হয়, তবে পানির উৎস (বোর ওয়েল) স্থাপনের আগে উপযুক্ত বিভাগ থেকে অনুমোদন নিতে হবে • যে কোন নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে		জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	সড়ক দুর্ঘটনার বৃদ্ধি	• ভারী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম বহন নির্ধারিত রুটের মধ্যে সীমিত থাকবে • প্রধান জংশনে (সড়ক মোড়ে) সঠিক সাইন প্রদর্শন করতে হবে • স্থানীয় জনগণের কাছে কাজ শুরু করার পূর্বেই বিকল্প চলাচলের পথ এবং সড়ক বন্ধ রাখার ব্যাপারে জানানো হবে • সংবেদনশীল এলাকাগুলির কাছাকাছি যেমন - বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, ডিআরপি ক্যাম্পের আশেপাশে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে • স্থানীয় জনগণকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতার উপরে প্রশিক্ষণ দিতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	শ্রমিকদের বেস ক্যাম্পঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগে সম্ভাব্য বিরোধ	• শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে জ্বালানি কাঠের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে • ক্যাম্পে বসবাসকারী (হাউজহোল্ডার)দের জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা থাকতে হবে • পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার এবং রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে; এছাড়াও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি), যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচার এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে • যে কোন প্রাণী নিধন, বন্যপ্রাণী শিকার, এবং গাছ উপড়ে ফেলাসহ উদ্ভিদ, জীবজন্তুর জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড চালানো নিষিদ্ধ করতে হবে। • শ্রমিক ক্যাম্পগুলিতে স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে • শ্রমিকদের পানি পানের উদ্দেশ্যে সাইটগুলিতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে • শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থা নের ব্যবস্থা থাকতে হবে • আলোচনা সভা এবং পরামর্শ সভার মাধ্যমে শ্রমিকদের আচরণবিধির নীতিমালা প্রকাশ করতে হবে	ঠিকাদার	পিআইইউ এর সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পিএসসি
নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নির্মাণের সময় বিপজ্জনক এবং বিপজ্জনক নয় এমন	• নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনা উল্লেখপূর্বক একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবেঃ	ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
	বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা।	• শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান থেকে নির্গত বর্জ্য • সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ/সাইটে থাকা যানবাহন থেকে নির্গত বর্জ্য • অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হবে, একটি আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য যেমন - বর্জ্য তেল সংগ্রহ করে আবদ্ধ এলাকায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছে পুনর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রি করতে হবে • বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত নিয়মের প্রয়োগ থাকতে হবে		

নির্মাণ কাজ চলাকালীন কর্মসূচী	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি:
	● নিরাপত্তা ঝুঁকিজনিত কার্যক্রম যেমন অনেক উচ্চতায় কাজ করা বা উঁচু স্থানে (পাহাড়ে) চলাচল, অগ্নিকান্ড ঘটায় এমন দ্রব্যাদি/কর্মকান্ড যেমন ধূমপান, ত্রূটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ, মোবাইল প্লান্ট, যানবাহন চলাচল অথবা বৈদ্যুতিক শক। ।
	• নির্মাণ কাজের সময় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি পূর্ণ কাজ যেমন, কায়িক শ্রম জনিত কাজ, মাংসপেশির সমস্যা, হাতের কম্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস, তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত শারীরিক সমস্যা এবং চর্মরোগ।
		• প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল নির্মাণ সরঞ্জামের উপযুক্ত এবং বৈধ পরিদর্শন সার্টিফিকেট এবং প্রয়োজনীয় বীমার কাগজপত্র সাথে রাখতে হবেসাইটে সব ধরনের কাজ শুরু করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে
		  • হাটার রাস্তা বা হাটার জন্য নির্ধারিত স্থান প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে হবে; সবগুলি হাটার রাস্তা হাটার জন্য উপযুক্ত হতে হবে; সাইনপোস্ট এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে
		• যেকোন পিচ্ছিল এলাকায় সঠিক সাইনপোস্ট থাকতে হবে, আর পিচ্ছিল এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা যথাযথ পাদুকা পরে কাজ করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
		• নির্মাণ এলাকার জন্য অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে, আগুনের সূত্রপাত হতে পারে এমন উত্স সনাক্ত করতে হবে এবং আগুন লাগলে নিরাপদ নির্গমন উপায় , আগুন লাগার সংকেত, আগুন লাগলে নির্বাপনের উপায়সহ সাধারণ অগ্নি সতর্কতার দিকগুলির নির্দেশনা থাকতে হবে
		  • সাইটে কর্মীদের সতর্ক করার জন্য একটি ব্যবস্থা পদ্ধতি থাকতে হবে। এটা আগুন লাগলে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কেন্দ্র হতে সতর্কসংকেত বেজে উঠার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে
		• অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি সাইটের চারপাশে নির্ধারিত পয়েন্টগুলিতে স্থাপন করতে হবে। যে ধরনের আগুন লাগতে পারে তার জন্য উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা থাকতে হবে
		  • সকল পক্ষের সাথে জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা (ইআরপি) প্রতিষ্ঠা
			ঠিকাদার	পিআইইউ এর পরিবেশ পরামর্শক এবং সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ,, পিএসসি

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব

		এবং অবহিত করতে হবে, ইআরপির অধীনে মূলত নির্দিষ্ট কিছু পূর্বাভাসমূলক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা এবং কর্তৃত্ব, তাঁদের দায়িত্ব ও দক্ষতা, জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং নিরাপদ নির্গমন প্রক্রিয়া, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের মহড়ার ব্যবস্থা থাকবে
		• বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নিরাপদে রাখতে হবে এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না
		  • শুধুমাত্র যোগ্য অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন, কাজের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য যথাযোগ্ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করা আবশ্যক।
		  • বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধি অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীসাইটটিতে থাকবে
		• ঠিকাদারকে একটি ফার্স্ট এইড বক্সেরমধ্যে এডহেসিভ ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক ওয়েন্টমেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক টিস্যু, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার ইত্যাদি সাইটে রাখতে হবে
		• ঠিকাদার জরুরী প্রয়োজনে যে কোনো স্থান থেকে দ্রুত অপসারণ/স্থানান্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং নিয়োজিত কর্মীদের মক আপ ড্রিলস বা মহড়ার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিবে
		  • সকল সরঞ্জামাদি কাজের জন্য উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে হবে (নিরাপত্তা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্মপোযোগিতা, খরচ, ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), নিম্ন কম্পন সৃষ্টিকারী সরঞ্জাম যেটা কাজের জন্য উপযুক্ত তা প্রদান করতে হবে
		• কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ সূচি এবং নির্মাতার নির্দেশাবলী অনুযায়ী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে
		  • নিয়মিত কাজের কারণে সৃষ্ট শব্দ কতটা দূষণ প্রবণ তা মূল্যায়ন এবং শব্দ দূষণের ক্ষেত্র, কারণ এবং দূষণ সৃষ্টিকারী সরঞ্জামগুলির সৃষ্ট শব্দের মাত্রার সমীক্ষা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
		  • অত্যাধিক গরমের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা যেমন হিট ক্র্যাম্প, অত্যধিক তাপের কারণে ক্লান্তি, হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি		

প্রকল্প ধাপ	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব/ সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন প্রক্রিয়া	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব
		সম্বন্ধে নির্মাণ পর্যায়ে জড়িত সকল কর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং অবহিত করতে হবে • নিরাপদ খাবার পানির পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা সাইটেরর বিভিন্ন স্থানে নিশ্চিত করতে হবে • যতটা সম্ভব এক্সপোজারের ঝুঁকি দূর করতে হবে, প্রয়োজনীয় সকল স্থানে যথাযথ পিপিই সরবরাহ করতে হবে এবং মানসম্মত প্রক্ষালন এবং পোশাক পরিবর্তনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে • ঝুঁকির সম্মুখীন সকল শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তারা কী করলে সুরক্ষিত থাকবেন সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তত্ত্বাবধান পরিচালনা করতে হবে		
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	শব্দের কারণে প্রাণীকূলের জন্য বিরক্তির উদ্রেক	• যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সরঞ্জামগুলির শব্দ কমানোর পদ্ধতি অনুসরণনিশ্চিত করতে হবে • রাত্রিকালীন কার্যক্রম যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে • শব্দের মাত্রা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	ল্যাট্রিনের লিকেজ থেকে দুর্গন্ধ এবং দূষণ, এবং মানব বর্জ্য থেকে চারপাশের জলাধার, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষতিগ্রস্ততা	• প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে • সম্ভাব্য লিকিং পয়েন্ট নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে	পিআইইউ	পিআইইউ এর পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সাইট হস্তান্তর করা (নির্মাণের পরে সাইট ক্লিয়ারেন্স সহ)	নির্মাণকালীন সময়ের মতো একই ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়: • বর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূষণ • শ্রমিক ও স্থানীয় জনগণ / ডিআরপিদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি	• কাজ শেষে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস বা কমাতে নির্মাণকালে যে সকল প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলোই অনুসরণ করতে হবে • বায়ু, মাটি এবং পানির স্তর নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে	পিআইইউ/ ঠিকাদার	পিএসসি

৮.৫ বহিরাগত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা

নির্মাণ কাজের সময় ডিআরপির বাইরেও অন্যান্য এলাকার শ্রমিক কাজে লাগতে পারে, আর তাই শ্রমিক নিয়োগের তথা আবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যাগুলি নিরসনের ধাপগুলি সঠিকভাবে প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজে ঠিকাদার বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করেছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। শিশু শ্রমের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে শ্রমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়স যাচাই করতে হবে। সেই সাথে, ওয়ার্কফেয়ার কর্মসূচির আওতায় নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা সুযোগ থাকায় তাঁদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিকাদারকে পরিবেশ এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলিও মেনে চলতে হবে (যেমন ওএইচএস) এবং মেনে না চললে সেক্ষেত্রে প্রতিকার কী হবে তা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকবে। সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিধিমালা মেনে চলা হচ্ছে কিনা তার দায়িত্বে থাকবে ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সামাজিক সুরক্ষা অফিসার; যিনি পিআইইউ/ সামাজিক সুরক্ষা দল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার জেন্ডার এবং শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্থা (ফার্ম) এবং/ অথবা পিআইইউ এর সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ ঠিকাদারদেরকে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা এবং বহিরাগত শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দিবে। ঠিকাদারগণ প্রতি মাসে স্থানীয় এবং বহিরাগত (প্রকল্প প্রভাব অঞ্চলের বাইরে থেকে আগত) শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখ করে এবং শ্রমিক ও বহিরাগত শ্রমিকদের প্রবেশের কারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা তা উল্লেখ করে পিআইইউকে একটি রিপোর্ট জমা দিবে।

নির্মাণ কাজের সময়, এক ধরনের স্ক্রীনিং/বাছাই (পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) পরিচালনা করতে হবে এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে তা জমা দিতে হবে। এমওডিএমআর এবং ডিপিএইচই ঠিকাদারদের সহায়তায় যত বেশি সম্ভব স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে যুক্ত করবে। শ্রমিকদের কাজে যুক্ত করার আগে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ সভা করে নিতে হবে। সে সকল শ্রমিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁদের জন্য আলাদা আচরণবিধি তৈরি করে রাখতে হবে। এমওডিএমআর এবং ডিপিএইচই উভয়েই ঠিকাদারদের সহায়তায় একটি সাধারণ স্ক্রীনিং পরিচালনা করবে। যদি আরও বিশদ তথ্যের দরকার হয়, তবে বিশদ স্ক্রীনিং পরিচালনা করতে হবে। এই স্ক্রীনিং রিপোর্ট বিশ্বব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।

কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকা থেকে স্টাফ এবং শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য ঠিকাদারকে প্রাধান্য দিতে হবে। শ্রমিক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঠিকাদার স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, হাসপাতালে ভর্তি, এম্বুলেন্স সার্ভিস প্রভৃতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। ঠিকাদার স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং শ্রমিকদের বা আশেপাশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবে। এইচআইভি / এইডস সহ যৌন বাহিত রোগের(এসটিডি) বিষয়ে ঠিকাদার নিয়মিত ভাবে তার কর্মীদের এবং স্থানীয়দের মাঝে যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচী পরিচালনা করবে। সাইটে বা সাইটের আশেপাশের জনগোষ্ঠী এবং সম্পদের শান্তি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কর্মক্ষেত্র এবং শ্রম বাসস্থান এলাকা যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী দিতে হবে, যাতে আশেপাশে বসবাসকারীদের কোন ধরনের বিরক্তির মধ্যে না পড়ে।

ঠিকাদার সাইটে শ্রমিক নিয়োগের একটি সম্পূর্ণ এবং সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসে এমওডিএমআর এবং ডিপিএইচই এর কাছে জমা দিবে। এই রিপোর্টে শ্রমিকদের নাম, বয়স, জেন্ডার, কত ঘণ্টা কাজ করেছেন এবং কত টাকা মজুরি দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে।

সারণী ৮.৫ - প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের উদাহরণ

সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব	সম্ভাব্য প্রশমন পদক্ষেপ	
	ঠিকাদার	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এমওডিএমআর, ডিপিএইচই, এলজিইডি, জাতিসংঘ সংস্থা প্রভৃতি)
সামাজিক		
সকল ধরনের		- একটি কার্যকর জিআরএম ব্যবস্থা স্থাপন এবং পরিচালনা যেখানে কমিউনিটি সদস্যদের সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে। - অভিযোগ দাখিল করার জন্য জিআরএম ব্যবহার করার বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ; - সিইএসএমপি বিধান পূরণের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; - ইএসএমপির মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা; - চুক্তিতে প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা। - বহিরাগত শ্রমিকদের ব্যাপারে স্থানীয়দের সাথে আলোচনা করা; এ বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগণের সাথে ও পৃথক আলোচনা করা।
সামাজিক বিরোধের ঝুঁকি	- শ্রমিকদের জন্য স্থানীয় ভাষায় আচরণবিধি প্রণয়ন করা। - স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দৈনন্দিন কাজের জন্য আচারগত বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। - ডিআরপি, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং ডিআরপির বাইরে থেকে আগত শ্রমিকদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া - যত বেশি সম্ভব স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়োগ করার বিধান রাখা	- স্থানীয় লোকজনদের সাথে প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্বন্ধে পরামর্শ সভা করা এবং প্রয়োজনে তাঁদের যুক্ত করা। - স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
অনৈতিক আচরণ এবং অপরাধের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া (পতিতাবৃত্তি, চুরি এবং সম্পদের অপব্যবহার)	- চুরি রোধে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত বেতন প্রদান। - শ্রমিকদের নগদ বেতন না দিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান - রোহিঙ্গা শ্রমিকদের ই-ভাউচারের মাধ্যমে বেতন প্রদান - স্থানীয় শ্রমিক নেয়ার ব্যবস্থা করা - শ্রমিকদের ক্যাম্পে অবসর সময় কাটানোর সুব্যবস্থা রাখা। - স্থানীয় আইনশৃংখলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় করা - অপরাধের সাথে জড়িত শ্রমিকদের কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান - সম্পদের অপব্যবহার রোধ এবং ব্যবস্থাপনার বিধান রাখা	- স্থানীয় আইনশৃং খলা বাহিনীর সদস্যদের নিযুক্ত রাখা - মাদকের অপব্যবহার এবং চোরাচালানের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ - মাদক পাচারের ক্ষেত্রে পুলিশি পর্যবেক্ষণ - শ্রমিক এবং স্থানীয় জনগণের জন্য বেশি করে ক্যাম্পেইন করে বিষয়গুলি অবহিত করা
স্থানীয় সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন গতিবিধিতে নেতিবাচক প্রভাব	- বহিরাগত শ্রমিকদের জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে শ্রমিক ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা - স্থানীয় জনগণের সৃষ্ট পরিষেবা যেমন ইন্টারনেট এবং খেলাধুলার মতো সুবিধার উপর চাপ কমাতে শ্রমিকদের ক্যাম্পে এ সকল সুবিধার ব্যবস্থা করা। - স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশা কমানোর তাগিদে শ্রমিক ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বিনোদন এবং বিভিন্ন ইভেন্টের ব্যবস্থা রাখা	- স্থানীয় জনগণের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব কমাতে ডি আর পি দের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, যেমন সামাজিক সংগঠন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা , তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
অতিরিক্ত বহিরাগত অনুপ্রবেশ (আগে যারা এসেছে তাঁদের	বেশি সংখ্যায় শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কাজ করতে আগ্রহীদের তাৎক্ষণিক নিয়োগ এড়িয়ে চলতে হবে। এর পরিবর্তে যথাযথ নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ	- যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যকার বিভ্রান্তি কমাতে হবে এবং কাজের খোঁজে অধিক সংখ্যক শ্রমিকদের আগমন নিরুৎসাহিত করতে হবে।

সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব	সম্ভাব্য প্রশমন পদক্ষেপ	
	ঠিকাদার	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এমওডিএমআর, ডিপিএইচই, এলজিইডি, জাতিসংঘ সংস্থা প্রভৃতি)
অনুসরণ করে আসা)	করতে হবে।	- যথোপযুক্ত বাসস্থানের বিকল্প খুঁজে বের করা যা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারিতে থাকবে।
জনসাধারণের জন্য সৃষ্ট পরিষেবার উপর অতিরিক্ত চাপ	শ্রমিক ক্যাম্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সেপ্টিক সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা; পানি ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত উৎস চিহ্নিত করা এবং যত্র-তত্র উৎস থেকে পানি সংগ্রহ নিরুৎসাহিত করা।; - কমিউনিটি ও শ্রমিকদের ক্যাম্প / নির্মাণ সাইটের জন্য পৃথক পরিষেবা দল নিয়োগ; পানি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর শ্রমিকদের জন্য পৃথক আচরণবিধি তৈরী করা; - শ্রমিক এবং স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা সভা করা	ইউটিলিটি এবং পরিষেবার উপর তাৎক্ষণিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তা নিরসনে তাৎক্ষণিক জনরুরি পরিকল্পনা প্রণয়ন।
সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি (এসটিডি এবং এইচআইভি/ এইডসসহ)	শ্রমিকরা রোহিংগাদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে না! - ডিআরপি এবং স্থানীয় জনগণের সাথে নিয়মিত পরামর্শ সভা - সাধারণ অসুস্থতা এবং স্থানীয় ভাবে পরিচিত রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণে টিকা দেওয়া; - এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদানকারীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া; - এইচআইভি / এইডস শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন; - কর্মীদের এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে এসটিডি উপর তথ্য প্রচারণা; - রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে তথ্য প্রচার, - কনডম ব্যবহারের বিধান	- ঠিকাদারকে দায়িত্ব না দেয়া হলে সেক্ষেত্রে ক্যাম্প এবং নির্মাণস্থলের পাশে স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা অথবা কেন্দ্র থাকলে তার মানোন্নয়ন করা।; - বিনামূল্যে রোগ নির্ণয় পরীক্ষা সুবিধা; - কনডম প্রদান - স্থানীয় জনসংখ্যার স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, পর্যবেক্ষণ, বিশেষত সংক্রামক রোগের উপর নজরদারি। - জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংবেদনশীলতা প্রচারণা - শ্রমিক আগমন হেতু জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, শিশু নির্যাতন এবং প্রতারণা	- আশ্রয়দানকারী জনগণের সাথে আইনানুগ আচরণ মেনে চলার জন্য এবং আইন মেনে চলার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনি প্রয়োগ কী হবে তার উপর শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং নিয়মিত প্রশিক্ষন; -জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকার/নীতিমালা তৈরী।; - শ্রমিকদের তাদের পরিবারের কাছে নিয়মিত আসা যাওয়ার সুযোগ প্রদান; - স্থানীয় জনগন থেকে দূরে শ্রমিকদের জন্য বিনোদন সুযোগ সুবিধা প্রদান।	- স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের নির্দেশনা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান। ; - স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের জন্য তথ্য ও সচেতনতা প্রচারণা; - ঠিকাদারের কাজকর্ম এবং শ্রমিকদের আচরণবিধি (যেখানে প্রযোজ্য) সম্বন্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তথ্য সরবরাহ। - আশেপাশের জনগণের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; - যৌন সহিংসতা এবং মানব পাচারের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ। - এসব সমস্যা মোকাবেলার দীর্ঘমেয়াদী কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতির বিধান;
শিশু শ্রম এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু	প্রকল্পের কোন কাজে শিশুদের সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত না করা নিশ্চিত করা	নিয়োগের মানদণ্ড, ন্যূনতম বয়স, এবং প্রযোজ্য শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম আইন ২০১৫, বাংলাদেশ সম্বন্ধে অবহিতকরণ
স্থানীয়ভাবে মুদ্রাস্ফীতি এবং স্থানীয়দের চেয়ে বহিরাগত ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি	স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত পণ্য ও এলাকার বাইরে থেকে আশা পণ্য সামগ্রীর আনুপাতিক হার বজায় রাখা যাতে এসব ভোগ্য পণ্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।	স্থানীয় পণ্যের দাম এবং সাপ্লাই নিশ্চিত করার কাজ পর্যবেক্ষণ করা

সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব	সম্ভাব্য প্রশমন পদক্ষেপ	
	ঠিকাদার	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এমওডিএমআর, ডিপিএইচই, এলজিইডি, জাতিসংঘ সংস্থা প্রভৃতি)
বাসস্থান এবং বাসা ভাড়ার উপর বর্ধিত চাপ	যদি বাসস্থানের সংকট থাকে তবে শ্রমিকদের জন্য এবং অন্যান্য সহায়ক স্টাফদের জন্য ক্যাম্প সুযোগ সুবিধা সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	চুক্তিতে শ্রমিকদের জন্য ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য তহবিলের বিধান রাখা।
যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনা বৃদ্ধি	- সুপারভিশন প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত একটি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা - শ্রমিকদের ক্যাম্পে ও সাইটে যাবার জন্য অতিরিক্ত/ বিকল্প রাস্তার বিধান রাখা - ক্যাম্প থেকে সাইটে যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা - স্টাফদের জন্য রোড সেফটি প্রশিক্ষণ এবং রক্ষণাত্মক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের বিধান - এলোপাতাড়ি গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান	- স্থানীয় প্রশাসন ঠিকাদার এবং জনগণের সাথে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলি সনাক্ত করবে এবং সম্ভাব্য সমাধান দিবে
পরিবেশগত		
অপর্যাপ্ত বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং অবৈধ বর্জ্য নিষ্পত্তি সাইট নির্মাণ	- বর্জ্য উৎপাদন যতটা সম্ভব হ্রাস করা - বর্জ্য নিষ্কাশনের ভাল পদ্ধতির প্রবর্তন	- বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ
দূষিত পানি নিষ্কাশন	- শ্রমিক সংখ্যা এবং স্থানীয় সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখে শ্রমিকদের ক্যাম্প এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সেপ্টিক পদ্ধতির সাথে যথাযথভাবে যুক্ত আছে তা নিশ্চিত করা	- পুরো পদ্ধতি যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
ক্যাম্পে ভূমির ব্যবহার, প্রবেশ পথ, শব্দ দূষণ এবং আলোর ব্যবস্থাপনা	-বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যেন কোনোপ্রকার প্রভাব না পড়ে সে জন্য শ্রমিকদের ক্যাম্প পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা থেকে দূরে স্থাপন; - ক্যাম্পের প্রবেশ পথগুলি পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল এলাকা এড়িয়ে তৈরী করা	- ক্যাম্পের অবস্থান নির্ধারণের জন্য চুক্তিতে নির্দেশনা প্রদান

৮.৬ বিড ডকুমেন্টের জন্য নির্দেশিকা

আগ্রহী ঠিকাদারদের প্রস্তুত করা বিড ডকুমেন্টগুলিতে (নথিগুলি) ইএসএমপির পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই দরপত্র নথি প্রস্তুত করার সময় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইইউ) নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করবেঃ

- ঠিকাদারদের জন্য প্রাসঙ্গিক সকল প্রাসঙ্গিক ইএসএমপি আইটেম দরপত্র নথি (স্পেসিফিকেশন্স এবং বিওকিউ)তে উল্লেখ করা থাকবে
- নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিত চুক্তিগুলিতে পরিবেশগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছে স্পষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে হবে
- পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং ইএসএমপি বাস্তবায়নের পূর্বেকার রেকর্ড দেখানোর জন্য সহায়ক নথি/ উপকরণ দরদাতাদের জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশাবলীতে থাকবে
- জমা দেওয়া বিড মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ইএসএমপি মেনে চলার জন্য কী প্রতিক্রিয়া এবং তার জন্য কেমন খরচ রাখা হয়েছে সেটার একটা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

৮.৭ ভবিষ্যৎ গবেষণা

এই প্রকল্প এবং ইএসএমএফ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গবেষণা সারণী ৮-৫ এ উল্লেখ করা হলঃ

সারণী ৮.৫ - ইএসএমএফ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ গবেষণা/ পরিকল্পনা

নং	গবেষণা/ পরিকল্পনার বিষয়	সময়সূচী	দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান
১	সম্ভাব্য পয়ঃবর্জ্য এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং নকশা প্রণয়ন	মার্চ ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০	ডিপিএইচই
২	পানি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি	মার্চ ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০	ডিপিএইচই
৩	সামগ্রিকভাবে পানি সম্পদের মূল্যায়ন	মার্চ ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০	ডিপিএইচই
৪	সামষ্টিক প্রভাব মূল্যায়ন	মার্চ ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০	এমওডিএমআর, এলজিইডি ও ডিপিএইচই

এর সাথে, সকল ঠিকাদার ও উপ-ঠিকাদারগণ অবশ্যই বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধি ২০১৫ অনুযায়ী একটি নিরাপত্তা বিঁধিমালা (১ বা ২ পৃষ্ঠা) প্রস্তুত করবে।

৮.৮ ইএসএমপি খরচ (প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন)

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ১ এবং ২ এর জন্য ইএসএমপি সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলির আনুমানিক খরচ সারণী ৮.৬তে দেওয়া হলঃ

সারণী ৮.৬ - ইএসএমপির প্রাক্কলিত ব্যয়

নং	উপাদান	দায়িত্ব/ উদ্দেশ্য	ইউএসডি
কম্পোনেন্ট ১			২,৬০০,০০০

১	পরিবেশ বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক, পূর্ণ সময়)	• প্রতিটি নির্মাণ কাজের জন্য পরিবেশগত স্ক্রীনিং পর্যালোচনা/ ফিল্ড যাচাইকরণ
		• পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমনের প্রাথমিক অনুমোদন
		• পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ এবং খসড়া প্রতিবেদন
		  • প্রশিক্ষণ বিধান এবং পরিচালনায় সহযোগিতা
		  • ডিজাইন এবং সুপারভিশন সংস্থার অধীনে পরিবেশগত সুরক্ষা সহযোগিতায় জড়িতদের সাথে পরামর্শক্রমে খসড়া পরামর্শ সভার পরিকল্পনা
		• প্রকল্পের অন্যান্য কম্পোনেন্ট এর পরিবেশগত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সমন্বয়
			৬০,০০০

২	সামাজিক বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক, পূর্ণ সময়)	মাঠ পর্যায়ে উপপ্রকল্পের 'স্ক্রীনিং, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং, মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা	৬০,০০০
৩	জেন্ডার বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক)	মাঠ পর্যায়ে উপপ্রকল্পের 'স্ক্রীনিং, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং, মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা	৬০,০০০
৪	সিনিয়র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক, পূর্ণ সময়)	• পরিবেশগত নিরাপত্তার সামগ্রিক সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান • পরিবেশগত স্ক্রীনিং পর্যালোচনা এবং অনুমোদন • ইএমপি বাস্তবায়ন সমর্থন ও তত্ত্বাবধান • পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং • পরিবেশগত নিরাপত্তার জন্য চুক্তির মাধ্যমে বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থাপনা • প্রশিক্ষণ বিধান • সিআইএ এর টার্ম অব রেফারেন্স চূড়ান্তকরণ • পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধিমালা সমর্থনে ফার্মকে নির্দেশনা দেয়া • পরিবেশগত নিরাপত্তার উপর প্রকল্প পরিচালককে প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান	৯০,০০০
৫	সিনিয়র সামাজিক বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক,	সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার উপর নজর রাখা এবং সমন্বয় করা, তথ্য সংহত	৯০,০০০

নং	উপাদান	দায়িত্ব/ উদ্দেশ্য	ইউএসডি
	পূর্ণ সময়)	করা এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রতিবেদন তুলে ধরা, সামাজিক সুরক্ষার উপর চুক্তিমূলক বাধ্যবাধকতা পরিচালনা করা	
৬	পরিবেশগত সুরক্ষা সহায়তায় নিযুক্ত সংস্থা (ফার্ম)	• পরিবেশগত স্ক্রীনিং এবং পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রস্তুতি • প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে উদ্ভূত প্রভাব সনাক্তকরণ • সাইট এবং কার্যকলাপ নির্দিষ্ট ইএমপি প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন • তথ্য একীভূতকরণ এবং পিআইইউ রিপোর্ট • পরিবেশগত নিরাপত্তার জন্য চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা ব্যবস্থাপনা সমপর্কে পিআইইউর পরিবেশ বিশেষজ্ঞকে সহায়তা করা • প্রশিক্ষণ বিধান • ডিআরপি ক্যাম্পগুলিতে/ আশেপাশের সমস্ত কার্যক্রমের কারণে সম্ভাব্য যৌথ প্রভাবগুলির তথ্য সংগ্রহে সহায়তা • পিআইইউ এর মাঠ পর্যায়ের পরিবেশ বিশেষজ্ঞের সাথে কাজ করা • জনগণের সাথে সভা ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা • বন্য জীবন এবং বনজ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান	৬০০,০০০
৭	সামাজিক নিরাপত্তা সমর্থনে নিযুক্ত সংস্থা (ফার্ম)	সামাজিক স্ক্রীনিং এবং পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা, এসএমপি প্রস্তুতি, সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার প্রশিক্ষণ	৬০০,০০০
৮	সামষ্টিক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন	ক্যাম্পগুলিতে / আশেপাশের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কারণে ক্রমবর্ধমান প্রভাবগুলি মূল্যায়ন	৫০০,০০০
৯	ইএমপি বাস্তবায়ন	বাতাস, পানি, শব্দ দূষণ পরিমাপ, পিপিই ক্রয়, শ্রমিক ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা	৩০,০০০
১০	বৃক্ষ রোপণ	রাস্তার পাশে, আশ্রয়কেন্দ্রের চারপাশ দিয়ে এবং ক্যাম্পের বাহিরে	১০,০০০
১১	বিপজ্জনক অগ্নি সরঞ্জাম	প্রকল্পের কম্পোনেন্টের অংশ হিসেবে কিন্তু কাজগুলি পরিবেশগত উন্নতির অংশ হিসাবে প্রতিফলিত করতে হবে	-
১২	অধিগ্রহণ ব্যতীত ফসল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জীবিকার ক্ষতির ক্ষেত্রে খরচ প্রদানের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ		৫০০,০০০
কম্পোনেন্ট ২			৯০০,০০০

১	পরিবেশ বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক)	• পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) পর্যালোচনা করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সাথে সমন্বয়ে পরিবেশগত কাজগুলির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা
		• ইএসএমএফ এর উপর প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত পিআইইউ এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মৌলিক অভিযোজন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
		• পরিবেশগত স্ক্রীনিংয়ের মান নিশ্চিত করা যা এলজিইডি কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থা (ফার্ম) / জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক ফোকাল পারসনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে;
		• বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত নিরাপত্তা নীতিগুলির সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুগত্য নিশ্চিত করা
		    • প্রতি সাইটের জন্য এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (ইএমপি) প্রস্তুতি এবং ইএমপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
		• বিশেষ সংস্থা এবং তাদের উপ-ঠিকাদারদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং তত্ত্বাবধানে থাকা, পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়গুলি প্রকল্পটির জন্য নির্ধারিত নীতিমালা মেনে চলে কিনা তা নিশ্চিত করা
		• পরিবেশগত নিরাপত্তা মেনে চলতে প্রকল্পের পরিচালককে প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা এবং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা;
		    • এই প্রকল্পের অধীনে এলজিইডি দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা;
		• বিশ্বব্যাংকের জন্য তথ্য সংহত এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করা;
			১৫০,০০০

নং	উপাদান	দায়িত্ব/ উদ্দেশ্য	ইউএসডি
		• সমঝোতা সংস্থাগুলির সাথে নীতি নির্ধারণী সংলাপে সহায়তা করা	
২	সামাজিক বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক)	মাঠ পর্যায়ের উপ-প্রকল্প 'স্ক্রীনিং, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং	৬০,০০০
৩	জেন্ডার বিশেষজ্ঞ (মাঠভিত্তিক)	মাঠ পর্যায়ের উপ-প্রকল্প 'স্ক্রীনিং, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং, প্রকল্প জুড়ে জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে নিয়োগকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা	৩০,০০০
৪	সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তায় বিশেষজ্ঞ জাতিসংঘ সংস্থা	সামাজিক স্ক্রীনিং এবং পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা, এসএমপি প্রস্তুতি, সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার উপর প্রশিক্ষণ	৩০০,০০০
৫	ইএমপি বাস্তবায়ন	বাতাস, পানি, শব্দের মান পরিমাপ, পিপিই ক্রয়, ওয়াচটাওয়ার এবং হাতির গতিবিধি থেকে সুরক্ষার জন্য সৌরবিদ্যুৎ চালিত বেষ্টনী এবং হাতির উপস্থিতিতে যে সকল দল সাড়া দিবে তা প্রতিষ্ঠা করা	৩০,০০০
৬	এসএমপি বাস্তবায়ন	প্রয়োজন সাপেক্ষে পরামর্শের পরে স্থানান্তর কার্যক্রমগুলি নিশ্চিত করা, যথাযথ নথিভুক্ত করা, ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্র বা অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করা, এসএমপি বা আরপি অনুসারে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা, নিয়মিত পরামর্শ সভা পরিচালনা করা এবং নথিভুক্ত করা, জিআরএম পরিচালনা এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করা প্রভৃতি	৩০,০০০
৭	বন বিশেষজ্ঞ	প্রকল্পের কম্পোনেন্টের অংশ হিসেবে কিন্তু কাজগুলি পরিবেশগত উন্নতির অংশ হিসাবে প্রতিফলিত করতে হবে; দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ নিশ্চিত করা; বনায়ন কর্মসূচীর সামগ্রিক প্রযুক্তিগত দিকগুলির উপর লক্ষ্য রাখা; ক্যাম্প এলাকায় বনায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এলজিইডির পরিবেশ বিশেষজ্ঞের সাথে সমন্বয় করা	-
৮	বিকল্প জ্বালানী সরবরাহ	প্রকল্পের কম্পোনেন্টের অংশ হিসেবে কিন্তু কাজগুলি পরিবেশগত উন্নতির অংশ হিসাবে প্রতিফলিত করতে হবে	-

৯ প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণিক ব্যবস্থাপনা

৯.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

এ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য সরকারের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার, সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (এমওএলজিআরডি এবং সি) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমও ডি এমআর)।

প্রকল্পটি তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর - ডিপিএইচই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় - এমও ডি এমআর) বাস্তবায়ন করবে। সমস্ত কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে রেফিউজি, রিলিফ অ্যান্ড রিপ্রেটিশন কমিশনার (আরআরআরসি) দ্বারা সমন্বয় করা হবে। প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন কাঠামোটি সরকারি সংস্থাগুলির ম্যান্ডেট এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সাহায্য ও সমন্বয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সরকারি অভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে, পিআইইউ তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) কাছে রিপোর্ট করবে। একটি পিএসসির সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব / সচিব, এলজিডি, এমওএলজিআরডি এবং সি এবং আরেকটি পিএসসির সভাপতিত্ব করবেন সিনিয়র সচিব / সচিব এমও ডি এমআর। প্রতিটি পিআইইউ প্রতিনিধিরা পিএসসির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

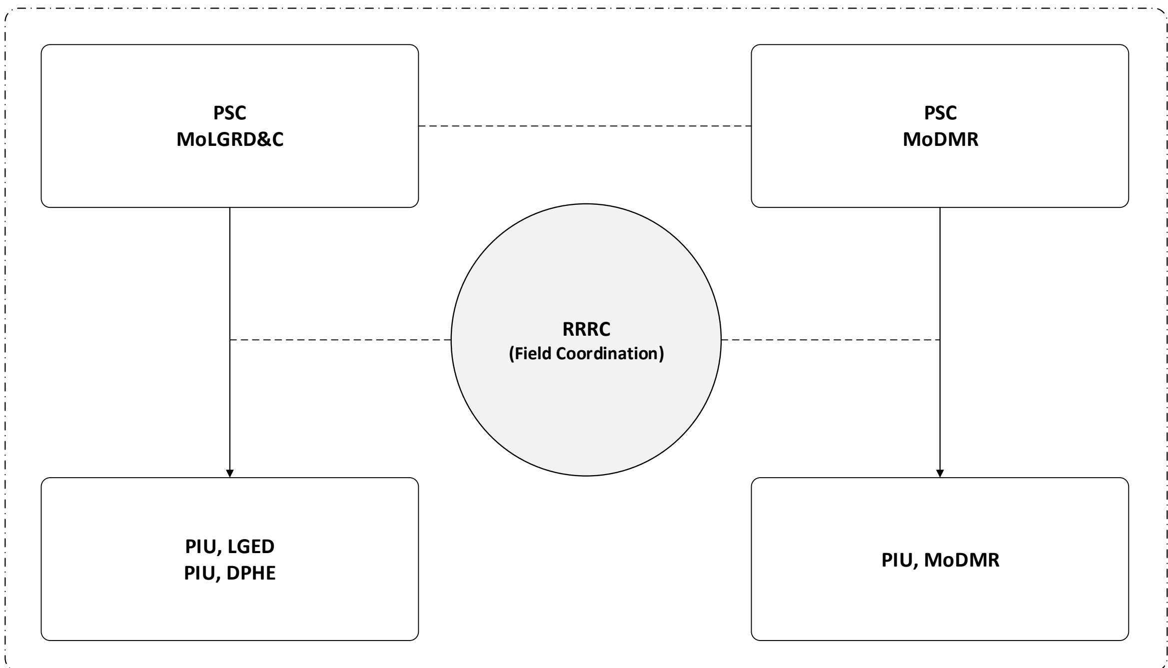

চিত্র ৯.১ - সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

সামগ্রিক বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং কৌশলের অংশ হিসেবে দুটি পিএসসি নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগ/সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করবে। পিএসসি এর দায়িত্ব হবে: (১) বাস্তবায়ন পরামর্শ এবং পরিচালনামূলক নির্দেশনা প্রদান; (২) আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা; (৩) যে কোন বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান করা; (৪) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। প্রতি প্রতি ছয় মাসে অন্তত একটি পিএসসি মিটিং হতে হবে এবং প্রতি বছর অন্তত একবার একটি যৌথ পিএসসি সভা হবে, যার সভাপতিত্বে সিনিয়র সচিব/সচিব এলজিইডি, এমওএলজিআরডি এবং সি এবং এমওডিএমআর উভয়ই থাকবেন।

প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) থাকবে, যার সভাপতিত্বে থাকবেন সংস্থার প্রধান (প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি/ডিপিএইচই, সিডি হেফ অব রিফিউজি সেল), যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কম্পোনেন্টের তত্ত্বাবধানে সহায়তা করবে। পিআইসি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগ/সংস্থা থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করবে। পিআইসি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার এবং ব্যাংক উভয়ের নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করবে। বিশেষত, পাইসি এর জন্য দায়িত্ব হবে: (১) বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান এবং পর্যালোচনা এবং সময়মত ডেলিভারির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; (২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/ সংশোধন সুপারিশ;

(৩) বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যা এবং দ্বন্দ্ব সমাধান করা; (৪) অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এবং বিভাগ/সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয়; এবং (৫) প্রকল্পের সার্বিক কর্মক্ষমতা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে পিএসসিকে অবগত করা ।

ডিপিএইচই কম্পোনেন্ট ১-ক এবং কম্পোনেন্ট ৩-খ অংশের বাস্তবায়নকারী সংস্থা। ডিপিএইচই পিআইইউতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক এবং একজন উপ- প্রকল্প পরিচালক থাকবে।ডিপিএইচই তার পিআইইউতে একজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, পানি সরবরাহ বিশেষজ্ঞ, স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, জল বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, সামাজিক উন্নয়ন ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, এম অ্যান্ড ই বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণ পরামর্শদাতা নিয়োগ করবে। একটি পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধাণ পরামর্শক পাশাপাশি সম্ভাব্যতা গবেষণা পরামর্শক, সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরামর্শক এবং একটি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন পরামর্শকও নিয়োগ করা হবে।

এলজিইডি কম্পোনেন্ট ১-খ এবং কম্পোনেন্ট ৩-খ অংশের বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে, এলজিইডি ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে । এলজিইডি সম্মত হয়েছে যে বিদ্যমান এমডিএসপি প্রকল্প পরিচালক হবে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক। বর্তমান এমডিএসপি পিআইইউ এবং প্রকিউরমেন্ট প্যানেল প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এমডিএসপির সফল বাস্তবায়নে কোনও প্রভাব ফেলবে না।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান এমডিএসপি পিআইইউকে শক্তিশালী করা হবে। এমডিএসপি এবং এই প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য দু'জন পৃথক উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) থাকবে। এলজিইডির একজন সিনিয়র কারিগরি বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, সিনিয়র এনভায়রনমেন্ট বিশেষজ্ঞ, ফিল্ড লেভেল পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ, ফিল্ড লেভেল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, ফিল্ড লেভেল জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ, দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র মনিটরিং এবং মূল্যায়ন (এম অ্যান্ড ই) বিশেষজ্ঞ, এম অ্যান্ড ই বিশেষজ্ঞ, এবং একটি জিআইএস বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেবে। এলজিইডি একটি ডিজাইন এবং সুপারভিশন পরামর্শকও নিয়োগ করবে, যা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য একটি পরিবেশগত এবং একটি সামাজিক সুরক্ষা টিম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নির্দেশিকাগুলি প্রস্তুত করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত আবশ্যিক শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করবে। এলজিইডি যৌথ এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (সিএসইআইএ) ফার্মও নিয়োগ দিবে। জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে এলজিইডি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা নিয়োগ দিবে।

এমওডিএমআর কম্পোনেন্ট ২ এবং ৩ ক জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার জন্য যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার একজন প্রকল্প পরিচালক, এবং দুইজন ডিপিডি নিয়োগ করা হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে পিডিকে সহায়তা করার জন্য উদ্বাস্তু সেল এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে একটি পিআইইউ স্থাপন করা হবে। পিআইইউ একজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ এবং একজন আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ; কর্মসূচি বিশেষজ্ঞ (যাদের মধ্যে একজন লিঙ্গ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হবে); ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট/ডেটাবেস বিশেষজ্ঞ, এবং প্রশিক্ষণ ও এম এন্ড ই বিশেষজ্ঞ, এবং একজন মাঠ ভিত্তিক পরিবেশগত সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং একজন সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিবে। এমওডিএমআর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে জাতিসংঘের এমন একটি বিশেষায়িত সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে; এই সংস্থা পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বিশেষায়িত সংস্থাটিতে একজন বন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হবে, যিনি স্থানীয় প্রজাতির প্রবর্তন এবং বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শুধুমাত্র জৈব সারের ব্যবহার নিশ্চিত করবে্ন।

শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের (রেফিউজি, রিলিফ অ্যান্ড রিপেট্রিয়েশন কমিশন- আরআরআরসি) রেফিউজি সেল এবং তার মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্প-ইন-চার্জদের প্রতিদিনের সমন্বয় ও পরিচালনা করার জন্য বিশেষ সংস্থার মাধম্যে যোগ্য পরিষেবা প্রদানকারী নিয়োগ দেয়া হবে। এই কম্পোনেন্টের অধীনে কার্যক্রম গুলি হচ্ছে সুবিধাভোগীদের সানাক্ত ও বাছাই করা; কমপ্লাইয়েন্স এবং প্রকল্প উপাদান বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ; পেমেন্ট; এবং প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।

কম্পোনেন্ট ২ এর জন্য মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের ফোকাল পয়েন্ট হবে আরআরআরসি অফিস । ক্যাম্পের সাথে সমস্ত কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলির জন্য সিআইসি প্রাথমিকভাবে দায়িত্বশীল থাকবেন। সিআইসিগনকে দুইজন সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবক এবং ১০ থেকে ১২ জনের কর্মীদের একটি দল সহ একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, একজন কম্পিউটার অপারেটর এবং একজন টেকনিসিয়ান সহায়তা করবেন। এই সকল পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিদ্যমান সরকারি কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের অধীনে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। এই কম্পোনেন্টের জন্য উপ-চুক্তি করা যেতে পারে, কিন্তু এটি নিশ্চিত করতে হবে যে এটি ব্যাংকের নীতিমাফিক হচ্ছে, চুক্তির প্রতিটি স্তরে একই রকম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআর যৌথ

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ (সিইএসআইএ) পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। যৌথ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণের টিওআর পরিশিষ্ট ৭ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলজিইডি, ডিপিএইচই, এমওডএমআর পিআইইগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে অতিরিক্ত কর্মীদের দ্বারা শক্তিশালী করা যেতে পারে। এলজিইডি (ডিপিএইচই থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে) এবং এমও ডিএমআর পৃথক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং বিশ্ব ব্যাংককে ত্রৈমাসিক ভাবে প্রদান করবে।

সমন্বয় ব্যবস্থা: প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান বাস্তবায়ন ব্যবস্থা অনুসরণ করবে এবং বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। ইন্টার-সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার/ বহুপাক্ষিক/দ্বি-পাক্ষিক/ইউএন সংস্থা এর মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং কৌশলগত নির্বাহী গ্রুপ (এসইজি) এর দ্বারা দ্বারা ঢাকায়। আরআরআরসি, আইএসসিজি, এবং বাস্তবায়ন সংস্থাগুলির সাথে প্রকল্প কার্যক্রমগুলিতে আন্তঃ সংস্থা পর্যায়ের সমন্বয় থাকবে।

জাতীয় পর্যায়ের সার্বিক নীতি নির্ধারণী সমন্বয় ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ) দ্বারা পরিচালিত হবে। এটি একটি মন্ত্রিসভা অনুমোদিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় পর্যায়ের পর্ষদ যার সাচিবিক পরিষেবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া হয় । জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় হবে এমআরডিএমআর এবং মাঠ পর্যায়ের সমন্বয় হবে আরআরআরসি এর মাধ্যমে। উপরন্তু, সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য কিংবা ওভারল্যাপিং এড়াতে বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করবে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের কাঠামোতে বিভিন্ন কার্যনির্বাহী দল প্রতি ২ সপ্তাহে মিলিত হয়। এলজিইডি ও ডিপিএইচইয়ের পিআইইউ এই সভায় উপস্থিত থাকবে, যা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

স্ক্রীনিং সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভাগ ৬ এ এবং বিভাগ ৯.৪ এ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

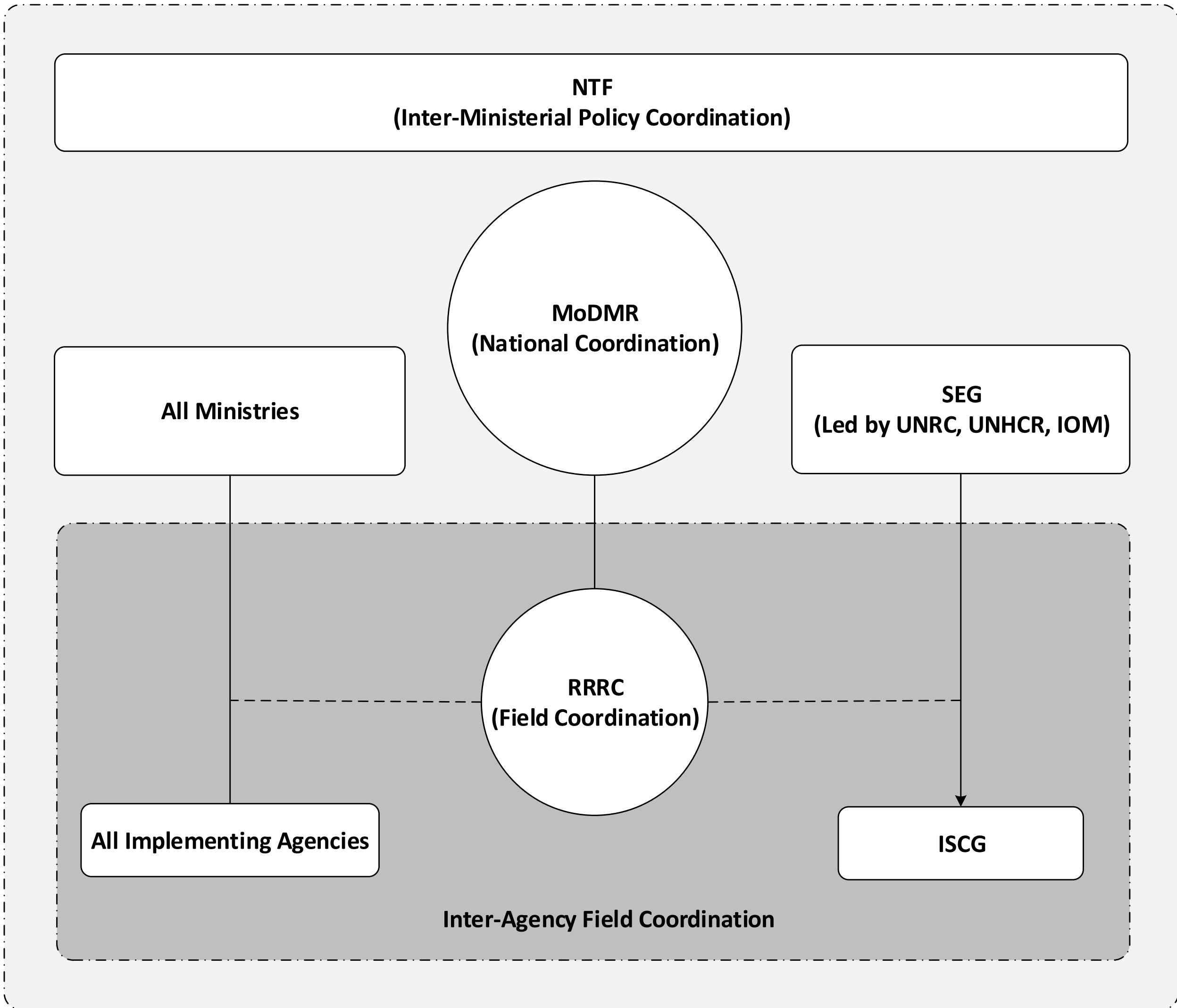

চিত্র ৯.২ - আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় ব্যবস্থা

৯.২ নির্মাণ পর্ব

পিআইইউ এর সিনিয়র পরিবেশ বিশেষজ্ঞঃ ইএসএমপি এবং অন্যান্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য পিআইইউ পরিবেশগত বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করবে। তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্ব ব্যাংকের সেফগার্ডস টিম, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবে। বিশেষজ্ঞরা পরিবেশ দূষণ ব্যবস্থা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে।

পিআইইউ এর বন বিশেষজ্ঞঃ পিআইইউতে একজন ফরেস্ট্রি বিশেষজ্ঞ থাকবে। তার দায়িত্বের মধ্যে থাকবেন বন সংকোচনের প্রভাবগুলি হ্রাস এবং বনায়নের সুবিধাগুলি বৃদ্ধি করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিনি বন বিভাগ, বিশ্ব ব্যাংকের সেফগার্ড টিম, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

পিআইইউ এর সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞগণঃ ইএসএমপি এবং অন্যান্য সামাজিক পরিচালনার দায়িত্বগুলি বাস্তবায়নের জন্য পিআইইউ এর ডেডিকেটেড সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ থাকবে। তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্ব ব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষা দল, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবে। বিশেষজ্ঞরা সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে।

পিআইইউ এর মধ্যে জেন্ডার বিশেষজ্ঞঃ লিঙ্গ ভিত্তিক সকল প্রকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিআইইউ একজন লিঙ্গ ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিবে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিশ্ব ব্যাংকের সেফগার্ডস দল, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। বিশেষজ্ঞরা নির্মাণ কার্যক্রমগুলির সাথে সম্পর্কিত লিঙ্গ সংক্রান্ত দিকগুলিও নিরীক্ষণ করবে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করবে।

ঠিকাদার এর পরিবেশ সুপারভাইজারঃ ঠিকাদার একটি নির্মাণ সাইটে একজন ডেডিকেটেড, যোগ্য এবং অভিজ্ঞ, সাইট ভিত্তিক পরিবেশ সুপারভাইজার নিয়োগ করবে। এই পরিবেশগত সুরক্ষা সুপারভাইজার এর দায়িত্ব হবে ইএসএমপির বিভিন্ন দিকগুলি বাস্তবায়ন যাতে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির পাশাপাশি নির্মাণ কাজগুলির সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলি গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে। পরিবেশ সুপারভাইজার নির্মাণ কর্মীদের জন্য পরিবেশগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে। তাকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান/প্রকৌশলে স্নাতক হতে হবে।

ঠিকাদারের সামাজিক সুরক্ষার কর্মকর্তা: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা সামাজিক নিরাপত্তা, লিঙ্গ ও শ্রম সম্পর্কিত বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করবেন। ইএসএমপি এর অধীনে পিআইইউ সোস্যাল সুরক্ষা ফার্মগুলিকে সাথে নিয়ে নিশ্চিত করবে যে সকল ঠিকাদার এবং যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত রয়েছে তাদের প্রাথমিক এবং চলমান সামাজিক সুরক্ষা এবং লিঙ্গ সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ যথেষ্ট।

পরিবেশগত ও সামাজিক সহায়তা সংস্থা: এই সংস্থাগুলি পিআইইউ (এবং তাদের পরামর্শদাতাদের) মাঠ পর্যায়ের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি স্বাধীনভাবে তত্ত্বাবধান করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ঠিকাদারদের সকল প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

তত্ত্বাবধান পরামর্শক: এই কনসালট্যান্ট নিশ্চিত করবে যে সমস্ত ভৌত কাজের নকশা পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিবেচনার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরামর্শদাতা: এই পরামর্শদাতাকে ধারা ৯ .৪-এ চিহ্নিত নিরীক্ষণের জন্য স্বাধীন পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে। বিশেষত, পরামর্শদাতা প্রশিক্ষণ রেকর্ড, জিআরএম নিবন্ধন এবং ইএসএমপি পর্যবেক্ষণ নথি মূল্যায়ন করবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই): যেখানে প্রাসঙ্গিক, পরিবেশ অধিদপ্তর সাইট ক্লিয়ারেন্স এবং এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (ইসিসি) প্রদান করবে।

৯.৩ পরিচালন পর্ব

এলজিইডি ও ডিপিএইচই অবকাঠামোগুলির পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাসমূহ পরিচালনা করবে। ডেডিকেটেড ইঞ্জিনিয়ার (নির্বাহী প্রকৌশলী গ্রেডে) অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ডের অংশ হবে এবং প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতিকারক পদক্ষেপগুলি নিরসন করবেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) বার্ষিক পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অবস্থার নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯.৪ মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক

৯.৪.১ মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক

পর্যবেক্ষণ কাঠামোর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের পুরোটা সময় জুড়েই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির যেকোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিকূলতা প্রতিরোধ, হ্রাস করা এবং যেখানে সম্ভব সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব নিরসনে কার্যকর সমতাবিধান করার যে সকল উপায়সমূহ নির্দেশিত হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ।

পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ ফলাফল সংরক্ষণের জন্য পিএসসির সহায়তায় পিআইইউ দ্বারা একটি ডাটাবেস তৈরি করা হবে। এটি নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত তালিকাকারে সাপ্তাহিক এবং মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হবে:

- নমুনা সংগ্রহের স্থান;
- নমুনা সংগ্রহে তারিখ এবং সময়;
- পরীক্ষার ফলাফল;
- নিয়ন্ত্রণ সীমা;
- কর্মসীমা- নিয়ন্ত্রণসীমা লজ্ঘন প্রতিরোধে যে পর্যন্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত ; এবং
- নিয়ন্ত্রণসীমার কোনো লজ্ঘন ঘটলে তার ব্যাখ্যা, যদি থাকে। ।

নিরীক্ষণের তথ্য পিআইইউ প্রতিনিয়ত যাচাই করবে, যাতে এটি অযাচাইকৃত তথ্যসংরক্ষণ এড়াতে পারে। প্রশমন ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনাগুলি নিয়মিত এবং কার্যকরীভাবে যাতে প্রয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণ করা হবে (সারণী ৯-১)। পিআইইউর পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা প্রশমন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিয়মিতভাবে মাঠ পরিদর্শন করবে।

সারণী ৯.১ - ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

প্রকল্প পর্যায়	কি	কখন	কে	কিভাবে
প্রস্তুতি	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরীকার্যক্রম	দরপত্র নথি প্রস্তুত করার আগে	পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা করে
প্রস্তুতি	পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলির স্ক্রীনিং নিশ্চিত করা	উপ-প্রকল্পের অবস্থান এবং এ্যালাইনমেন্ট প্রকল্প পরিচালক দ্বারা নিশ্চিত করা পর	পরিবেশ ও সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে পিআইইউ	স্ক্রিনিং শীট (সম্পন্ন)পর্যালোচনা করে
নির্মাণ	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরীকার্যক্রম	মাসিক	পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক	প্রশিক্ষণ রেকর্ড পর্যালোচনা করে
নির্মাণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	পরিবেশ ও সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক	জিআরএম নিবন্ধন পর্যালোচনা করে
নির্মাণ	ইএসএমপি এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রশমন / পরিবর্ধন ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ) এবং দরপত্র দলিল এবং অনুমোদিত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা।	মাসিক	পিআইইউ	ইএসএমপি পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করে
অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ	অভিযোগ রেকর্ড	মাসিক	পিআইইউ	জিআরএম নিবন্ধন পর্যালোচনা করে
অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ	ইএসএমপি এ বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রশমন/পরিবর্ধন ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ)	মাসিক	পিআইইউ	ইএসএমপি পর্যবেক্ষণ নথি পর্যালোচনা করে

সারণী ৯.২ – ইএসএমএফ এর প্রয়োজনীয় রিপোর্টিং

প্রতিবেদন / ডকুমেন্ট	বিবরণ	প্রস্তুতকারক	যার কাছে জমা দিতে হবে	কখন
প্রশিক্ষণ রেকর্ড	প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমস্ত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরীকার্যক্রম নিবন্ধন	পিআইইউ বা কনসালট্যান্টের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	প্রকল্প পরিচালক	প্রশিক্ষনের তিন সপ্তাহের মধ্যে
সম্পূর্ণ সুরক্ষার স্ক্রিনিং ফর্ম	সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা সনাক্ত করণ	পিআইইউ বা কনসালট্যান্টের পরিবেশ ও সামাজিক সেল	প্রকল্প পরিচালক	ফর্ম পূরণ করার পরে
অভিযোগ রেকর্ড	অভিযোগ গ্রহণ এবং কর্ম	নির্মাণের সময়ঃ জিআরসি বা	প্রকল্প পরিচালক	মাসিক

প্রতিবেদন / ডকুমেন্ট	বিবরণ	প্রস্তুতকারক	যার কাছে জমা দিতে হবে	কখন
	গ্রহণ নিবন্ধন	কনসালট্যান্ট এবং তারপরে প্রাসঙ্গিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা		
ইএসএমপি মনিটরিং রেকর্ড	ইএসএমপি সংজ্ঞায়িত হিসাবে তথ্য মনিটরিং	ঠিকাদার, পরিবেশ ও সামাজিক পিআইইউ এবং / অথবা পরামর্শদাতাদের সামাজিক সেল	প্রকল্প পরিচালক	মাসিক অথবা ইএসএমপি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী

পিআইইউ পিএসসিকে জমা দেয়ার জন্য মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তভূক্ত হবে:

- ইএসএমএফ এবং পরবর্তী ইএসআইএ, ইএসএমপি, ইত্যাদি বাস্তবায়নে অগ্রগতি;
- পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল, বিশেষত নিয়ন্ত্রণ মান, কর্মের মাত্রা, বা সাধারণ সাইট পরিচালনার মানমাত্রার বিচ্যুতির উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত ;
- যে কোনো উদ্ভূত বিষয়সমূহ, যেখানে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা উপাত্ত পরিবেশগত/সামাজিক মূল্যায়নের সময় সংগৃহীত তথ্য বা উপাত্ত থেকে যথেষ্টপ্রকারেই ভিন্ন।;
- বহিরাগত সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহীত কোন অভিযোগের সারসংক্ষেপ এবং গৃহীত পদক্ষেপ; এবং
- আইন, প্রবিধান এবং আন্তর্জাতিক অনুশীলনের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন বা সম্ভাব্য পরিবর্তন।

৯.৪.২ লেবার ইনফ্লাক্স এর ক্ষেত্রে নিরীক্ষণ

ইএসএমএফ বা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলির অংশ হিসাবে, এমওডিএমআর, ডিপিএইচই এবং বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণের জন্য ঠিকাদারের কাছ থেকে একটি পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং সিস্টেম প্রয়োজন। নিরীক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল:

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প সম্পর্কিত বিরুপ প্রভাবগুলির উপস্থিতি এবং তাত্পর্য সনাক্ত করতে সহায়তা প্রদান;
- যথাযথ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত (এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা) এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- সংশ্লিষ্ট বিরুপ প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- প্রকল্পের নিকটবর্তী এলাকায় বা এর কাছাকাছি স্থানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী এবং শ্রমিক নিয়োগের জন্য ঠিকাদারকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক ও প্রকল্প কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী, ডাক্তার, হাসপাতালে ভর্তি সুবিধা, অ্যাম্বুলেন্স সেবা ইত্যাদি সরবরাহ করবে।
- ঠিকাদার সকল প্রকার সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং তার কর্মীদের এবং আশেপাশে বসবাসকারীদের মধ্যে মহামারী প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ঠিকাদার তার কর্মীদের জন্য একটি যোগ্যতাসম্পন্ন পরিষেবা সরবরাহকারীর মাধ্যমে নিয়মিত ব্যবধানে যৌন সংক্রামিত রোগ (এসটিডি) যেমন এইচআইভি/এইডস সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করবে।
- ঠিকাদার প্রকল্প সাইট এবং তার আশেপাশের ব্যক্তি এবং সম্পত্তি যেন তার শ্রমিক দ্বারা বিপন্ন না হয় সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সতর্কতা অবলম্বন করবে।
- কর্মক্ষেত্র এবং শ্রমিক আবাস এলাকা যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী দিয়ে ঘেরা থাকতে হবে, যাতে আশেপাশের বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কোন আসুবিধা না হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য প্রকল্পটির উপর নজরদারি এবং রিপোর্ট করা এবং ইএসএমএফ এ প্রস্তাবিত কার্যকর জিআরএম পরস্পরের পরিপূরক। জিআরএম অপ্রত্যাশিত বা পুনঃপুন সংঘটিত সমস্যা সনাক্ত করতে, এবং তাদের সমাধান করতে সাহায্য করবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংস্থা একটি গ্রহণযোগ্য জিআরএম প্রতিষ্ঠা করবে যেন তা অভিযোগ গ্রহণ, পরিচালনা, এবং সঠিক পদ্ধতিতে স্টেকহোল্ডারদের উদ্বেগ নিরসন এবং অভিযোগগুলির সমাধান প্রদান করতে পারে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে জিআরএম শ্রম প্রবাহ সংক্রান্ত বিষয় সহ উদ্ভূত সকল সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতেই ডিজাইন করা হবে। অভিযোগ করার উপায় সহজ করা এবং এ ব্যাপারে সবাইকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে জিআরএম প্রনয়ণ করতে হবে। প্রকল্পের কার্যকর জিআরএম এর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে:

(১) এ সম্পর্কিত প্রচার এবং সকলের জন্য অভিযোগ ও সমাধান প্রক্রিয়া সহজে আয়াসসাধ্য করা, (২) কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, (৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা, (৪) গোপনীয়তা এবং সেইজন্য কোন সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া থেকে সুরক্ষা, এবং (৫) যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকর উপায়ে অভিযোগ সমাধান।

এমওডিএমআর এবং ডিপিএইচই' কে নিশ্চিত করতে হবে যে:

- পিআইইউর একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সহ একটি চুক্তি ব্যবস্থাপনা কাঠামো থাকবে যা সমস্ত ঝুঁকি চিহ্নিত এবং নিরসন করতে সক্ষম এবং ঠিকাদারের কাজ ও আগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত বৈঠক আয়োজনের সক্ষমতা থাকবে ।
- বিশ্বব্যাংক ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ইএসএমএফের সাথে ঠিকাদার এবং প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলি পরিচিত।
- জাতিসংঘের সংস্থা, এমওডএমআর, ডিপিএইচই, স্থানীয় সরকার, এনজিও, ঠিকাদার, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং ডিআরপি এর মধ্যে যোগাযোগ।
- ঠিকাদার এবং পিআইইউ কর্তৃক স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নেতাদের, সুবিধাভোগী এবং অন্যান্য প্রকল্প-প্রভাবিত দলগুলির প্রতিক্রিয়া অনুসরন।
- পূর্বে চিহ্নিত করা হয়নি কিন্তু বাস্তবায়নকালীন সময়ে আবির্ভূত হয়েছে এমন বিষয়গুলির জন্য প্রশমনের ব্যবস্থা, এবং এমন বিষয়ে পরিকল্পিত এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা থাকা।
- পরিকল্পিত সভা-পরামর্শ এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা।
- জিআরএম কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা।

৯.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণগুলি ইএসএমএফ এবং পরবর্তী ইএসআইএ এবং ইএসএমপি এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে বুঝতে এবং প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে সকল প্রকল্প কর্মীদের দ্বারা যেন অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। পিআইইউ পিএসসির সহযোগিতায় প্রকল্পের সকল কর্মীদের এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তা নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের শুরু হওয়ার আগেই পরিবেশ ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে। প্রশিক্ষণটি এলজিইডি, ডিপিএইচই, এমও ডি এমআর কর্মীদের, নির্মাণ ঠিকাদার, এবং প্রকল্পে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মীদের প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্মকর্তা থেকে দক্ষ এবং অদক্ষ সকল শ্রেণীর সকল কর্মীদের প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা এবং ইএসএমএফ, ইএসআইএ (যেখানে প্রাসঙ্গিক) এবং ইএসএমপি এর প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত প্রকল্প কর্মীদের প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং লিঙ্গভিত্তিক বিষয়সমূহের প্রতি সংবেদনশীল করতে বিশেষ জোর দেয়া হবে। সারণী ৯.৩ এ পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিকগুলির সারসংক্ষেপ দ্রষ্টব্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিএসসি/পিআইইউ পরিকল্পনাটি প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করতে পারে।

সারণী ৯.৩ - পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণ

বিষয়	অংশগ্রহণকারীরা	দায়িত্ব	কখন
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ও সামাজিক সংবেদনশীলতা; ই এন্ড এস স্ক্রিনিং; ইএসআইএ এর মূল ফলাফল (যেখানে প্রাসঙ্গিক); প্রশমন ব্যবস্থা; ইএসএমপি; স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।	এলজিইডি ও ডিপিএইচই এবং এমও ডি এমআর এর নির্বাচিত কর্মকর্তা; পিএসসি; পিআইইউ, ঠিকাদার	পিএসসি	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার আগে। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)
সাধারণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতা; প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ও সামাজিক সংবেদনশীলতা; ই & এস স্ক্রিনিং; ইএসআইএ এর মূল ফলাফল (যেখানে প্রাসঙ্গিক); প্রশমন ব্যবস্থা; ইএসএমপি; স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।	পিএসসি; পিআইইউ; নির্বাচিত ঠিকাদারের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী	পিএসসি	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার আগে। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)
ইএসএমপি; আবর্জনা ব্যবস্থাপনা; এইচএসই	ঠিকাদারের নির্মাণ শ্রমিক	পিএসসি	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার আগে। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)

বিষয়	অংশগ্রহণকারীরা	দায়িত্ব	কখন
সড়ক নিরাপত্তা; আত্মরক্ষামূলক ড্রাইভিং; আবর্জনার ব্যবস্থাপনা; সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা।	ড্রাইভার	ঠিকাদার	নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে এবং চলার সময়। (প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে পুনরাবৃত্তি)
পুনরুদ্ধার প্রয়োজনীয়তা; আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	পুনরুদ্ধারকারী দল	ঠিকাদার	পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার আগে।
অপারেশন ফেজের সময় এইচএসই	এলজিইডি ও ডিপিএইচই এবং এমওডিএমআর নির্বাচিত স্টাফ	পিএসসি	প্রজেক্ট অপারেশন শুরু হওয়ার আগে এবং অপারেশন পর্যায়ে যখন প্রয়োজন হয়

পরিশিষ্ট ১: উপ-প্রকল্পের বিবরণী ফরম

উপ-প্রকল্পের নাম:

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ সংস্থাগুলি:

উপ-প্রকল্পের আনুমানিক মোট খরচ (টাকা):

আনুমানিক নির্মাণ সময়কাল:

আনুমানিক কর্মপরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সময়কাল (উপ-প্রকল্পের জীবনকাল):

জেলা: উপজেলা: ইউনিয়ন:

কমিউনিটি / স্থানীয় এলাকার নাম:

প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প কার্যক্রমের বর্ণনা (ক্রিয়াকলাপের ধরন, পদচিহ্ন এলাকা, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সহ):

উপ-প্রকল্পের সাইটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (উদাঃ বর্তমান ভূমি ব্যবহার, সাইটের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি):

সামগ্রিক মন্তব্যসমূহঃ

নির্মাণ ও ক্রিয়াকলাপ পর্যায়ে বর্জ্য উৎপাদনের ধরন:

সাইটের কাছাকাছি সংবেদনশীল পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মীয় সাইটগুলি (১কিলোমিটারের মধ্যে), বন্য হাতি অভিপ্রয়াণ রুট এবং অবশিষ্ট বনভূমি সহ :

প্রস্তুতকরণে (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)

পুনঃপর্যবেক্ষণে (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)

নির্দেশাবলী: এই ফর্মের সাথে সম্পন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফর্ম সংযুক্ত করুন।

পরিশিষ্ট ২: পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং ফরমঃ

এ বিভাগ: উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

উপ-প্রকল্প / অংশের কর্মকান্ডের বর্ণনা:
উপ-প্রকল্পের অবস্থান:
আনুমানিক নির্মাণকাল:
পরিকল্পিত ডায়াগ্রাম সহ প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প প্রভাব এলাকার বর্ণনা (যেখানে প্রাসঙ্গিক, সংবেদনশীল পরিবেশগত এলাকার দূরত্ব নির্দেশ করুন যেমন বন্য হাতি করিডোর, জলাধার ইত্যাদি এবং ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্পদ): এছাড়াও বিকল্প অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়ে থাকলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

বি বিভাগ: পরিবেশগত স্ক্রীনিং

বি ১: উপ-প্রকল্পের অবস্থানের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্প থেকে দূরত্ব সহ):
পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকার অবস্থান: (১) বন্য হাতি মাইগ্রেশন রুটের মধ্যে / কাছাকাছি: হ্যাঁ/না* (২)ক্যাম্পে / আশেপাশের অবশিষ্ট বনভূমিতে সম্ভাব্য প্রভাব: হ্যাঁ / না (৩)অন্যান্য বিষয়: * ইউএনএইচসিআর / আইইউসিএন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বন্য হাতি মাইগ্রেশন রুট মানচিত্রটি পরীক্ষা করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে
বেসলাইন অনুসারে বায়ুর গুনাগুণ এবং শব্দমাত্রা:
বেসলাইন অনুসারে মাটির গুনাগুণ: ভূমিধস সম্ভাব্যতা (উচ্চ / মাঝারি / কম, ব্যাখ্যা সহ):
বেসলাইন অনুসারে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির গুনাগুণ (এফ ই, টিডিএস, ফেকাল কলিফর্ম, পিএইচ):
বন্যপ্রাণী চলাচলের অবস্থা:
বনায়নের অবস্থা:
জল ভারসাম্য বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ (শুধুমাত্র পানি সরবরাহের জন্য): অনুগ্রহ করে বিবেচনা করুন (১) গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার জন্য নতুন বনাঞ্চলীয় এলাকার পানির প্রয়োজনীয়তা (২) খাবার পানি, পরিবারের ব্যবহার, স্নান এবং স্যানিটেশনের জন্য নতুন বসতিগুলিতে পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা (৩) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ইত্যাদি থেকে পরিপূরণ হার।

বি ২: প্রাক নির্মাণ ধাপ

আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সম্পর্কিত তথ্য (উদাঃ প্রবেশ পথের অবস্থান বা উপ-প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও সুবিধা কার্যকর হতে হবে):

নির্মাণের সময় কর্মীদের জন্য বাসস্থান বা পরিষেবা সুবিধার (টয়লেট, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ) প্রয়োজনীয়তাঃ
শ্রম শিবিরের সম্ভাব্য অবস্থান:
কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা এবং ধরন (উদাঃ বালি, পাথর, কাঠ ইত্যাদি):
পরিবহণের জন্য প্রবেশ পথের সনাক্তকরণ (হ্যাঁ / না):
কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য স্থান সনাক্তকরণ:
বর্জ্যের সম্ভাব্য গঠন এবং পরিমাণ (কঠিন বর্জ্য, ধ্বংস সামগ্রী, পুরাতন ল্যাট্রিনগুলি থেকে স্লাজ ইত্যাদি):

বি ৩: নির্মাণ ধাপ

উৎপাদিত বর্জ্যের ধরণ এবং পরিমাণ: (উদাঃ কঠিন বর্জ্য, তরল বর্জ্য, ইত্যাদি)
ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন এবং পরিমাণ: (কাঠ, ইট, সিমেন্ট, পানি, ইত্যাদি)
চলার পথে, গর্ত ধারে, ডাস্টবিন এবং সরঞ্জাম প্রাঙ্গনে গাছপালা এবং মাটির আনুমানিক বিস্তৃতি: (বর্গমিটারে)
গর্ত ধারে বা খাদে মশার প্রজনন এবং অন্যান্য রোগের ভেক্টরগুলির জন্য দায়ী স্থির জলাশয় থাকার সম্ভাবনা: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন ব্যাখ্যাসহ)
বিদ্যমান নিষ্কাশন চ্যানেল (নদী, খাল) বা ভূপৃষ্ঠস্থ জলশয় গুলির (জলাভূমি, বিল) ব্যাঘাত বা পরিবর্তন: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
সরাসরি অথবা প্রণোদিত উন্নয়নের দ্বারা স্থলজগত বা জলীয় বাস্তুতন্ত্র বা বিপন্ন প্রজাতির ধ্বংস বা ক্ষতি: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
রাস্তা কাটার সময় যেসব ক্রিয়াকলাপ ভূমিধস, আকস্মিক পতন কিংবা মাটির স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে:
ড্রেনের ঘন ঘন নির্গত বহির্মুখী প্রবাহের দরুন পেভমেন্ট বেডের নিচের ভূমিক্ষয়: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
আলো, শব্দ এবং বায়ু দূষণের উপর সম্ভাব্য ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব বর্ণনা:

উচ্চ = দীর্ঘমেয়াদী বা বৃহত্তর এলাকায় (> ১বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;
মধ্যম = সাময়িক ক্ষতি বা মাঝারি এলাকায় (0.৫ থেকে ১বর্গ কিঃমিঃ)) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;
কম = সামান্য এবং স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি বা ছোট এলাকাতে (<০.৫ বর্গ কিঃমিঃ)প্রভাব ফেলতে পারে এমন;

বি ৪: ক্রিয়াকলাপ ধাপ

ধুলোবালির কারণে স্বাস্থ্য বিপত্তি এবং সড়কের পার্শ্বে উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ:
মৃত্তিকার গুনাগুন দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী নষ্ট হবার সম্ভাবনা: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
গৃহস্থালি বা অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে দুর্গন্ধ হবার সম্ভাবনা এবং পানি ও মাটির গুনাগুনে প্রভাব: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
গর্তধারে বা খাদে মশার প্রজনন এবং অন্যান্য রোগের ভেক্টরগুলির জন্য দায়ী স্থির জলাধার থাকার সম্ভাবনা: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন ব্যাখ্যাসহ)
প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য সরাসরি এবং পরোক্ষ প্রভাব:
বিদ্যমান নিষ্কাশন চ্যানেল (নদী, খাল) বা ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয় গুলির (জলাভূমি, বিল) ব্যঘাত বা পরিবর্তন: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
সরাসরি অথবা পরোক্ষ উন্নয়নের দ্বারা স্থলজগত বা জলীয় বাস্তুতন্ত্র বা বিপন্ন প্রজাতির ধ্বংস বা ক্ষতি: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
রাস্তা কাটার সময় যেসব ক্রিয়াকলাপ ভূমিধস, আকস্মিক পতন কিংবা মাটির স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে:
ড্রেনের ঘন ঘন নির্গত বহির্মুখী প্রবাহের দরুন পেভমেন্ট বেডের নিচের জমি ক্ষয়: (উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন বর্ণনা সহ)
আলো, শব্দ এবং বায়ু দূষণের উপর সম্ভাব্য ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব বর্ণনা:

উচ্চ = দীর্ঘমেয়াদী বা বৃহত্তর এলাকায় (> ১বর্গ কিঃমিঃ) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;

মধ্যম = সাময়িক ক্ষতি বা মাঝারি এলাকায় (0.৫ থেকে ১বর্গ কিঃমিঃ)) প্রভাব ফেলতে পারে এমন;

কম = সামান্য এবং স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি বা ছোট এলাকাতে (<০.৫ বর্গ কিঃমিঃ)প্রভাব ফেলতে পারে এমন;

সি বিভাগ: সামাজিক স্ক্রিনিং

সি ১: সাধারণ শ্রমিক প্রবাহ স্ক্রিনিং

প্রধান স্ক্রিনিং প্রশ্ন	বিবেচনার ক্ষেত্র
সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পটি কি শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করবে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য তা কি উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হবে?	প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়কালের জন্য কি ধরণের দক্ষতার, কত বিদেশী ও স্থানীয় শ্রমিকের প্রয়োজন হবে? প্রকল্পটি কি স্থানীয় কর্মীদের মাঝ থেকে শ্রমিক নিয়োগ দিতে পারে? বিদ্যমান স্থানীয় কর্মীদের আকার এবং দক্ষতা স্তর কি? যদি স্থানীয় কর্মীদের দক্ষতা স্তর প্রকল্পের প্রয়োজন গুলির সাথে না মেলে, তবে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তাদের কি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে? শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে? তারা কি সাইটে আসা-যাওয়া করবে নাকি ক্যাম্পের ভেতরে বা বাইরে তাদের থাকার ব্যবস্থা থাকবে? যদি তাই হয়, ক্যাম্পের কি আকার প্রয়োজন হবে?
প্রকল্পটি কি গ্রামীণ বা দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত?	প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনসংখ্যার আকার কি? হোস্ট রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আকার কত? প্রকল্পটি কি এমন এলাকার মধ্যে অবস্থিত / বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে বহিরাগতরা ঘন ঘন ভ্রমন করেনা? স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাইরের মধ্যে যোগাযোগের মাত্রা এবং পরিমাণ কি? প্রকল্প এলাকায় কি কোন সংবেদনশীল পরিবেশগত শর্ত আছে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন?
স্থানীয় সম্প্রদায়ের, রোহিঙ্গা জনসংখ্যার এবং বহিরাগত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গুণাবলীর ভিত্তিতে, তাদের উপস্থিতি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিথস্ক্রিয়া কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে?	আগত শ্রমিক এবং স্থানীয় সম্প্রদায় কি একটি সাধারন সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা জনসংখ্যার পটভূমি থেকে আসা? বিদ্যমান সম্পদের স্তর কি এবং আসন্ন কর্মীরা কি এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে নাকি ব্যবহারের জন্য প্রতিযোগিতা তৈরি করবে? স্থানীয় সম্প্রদায়ে আগত কর্মীদের উপস্থিতিকালের সময়সীমা কত? স্থানীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনায় রেখে কোন নির্দিষ্ট নেতিবাচক প্রভাব কি আছে যা প্রত্যাশিত হতে পারে?
স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে পরামর্শ	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদার কি স্থানীয় সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা জনসংখ্যার সঙ্গে কোন আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে? স্থানীয় মানুষ কি শ্রমিক সম্পর্কে সচেতন? প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কি স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রকল্পের সাথে জড়িত করেছে?

সি ২: ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্টেকহোল্ডার স্ক্রীনিং

সম্ভাব্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব	হ্যাঁ	না	জানা নাই	মন্তব্য
অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণ/ ভূমি দান / ভূমি গ্রহণ				
১. কোন জমি অধিগ্রহণ করা হবে?				.
২. ভূমি গ্রহণের জন্য কি সাইট পরিচিত?				
৩. মালিকানার স্থিতি এবং জমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা কি অস্থায়ীভাবে পরিচিত?				
৪. বিদ্যমান চলাচলের পথ অতিক্রম কাজে ব্যবহার করা যাবে?				
৫. জমি অধিগ্রহণের কারণে আশ্রয় ও আবাসিক জমি কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?				
৬. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে কি কৃষি ও অন্যান্য উত্পাদনশীল সম্পদের ক্ষতি হবে?				
৭. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ফসল, গাছ, এবং স্থায়ী সম্পদের ক্ষতি হবে কি?				
৮. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ব্যবসায় বা উদ্যোগের ক্ষতি হবে কি?				
৯. ভূমি অধিগ্রহণের কারণে আয়ের উত্স এবং জীবিকার উপায়ে ক্ষতি হবে কি?				
ভূমি ব্যবহার বা আইনীভাবে চিহ্নিত পার্ক এবং সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত বিধিনিষেধ				
১০. মানুষ কি প্রাকৃতিক সম্পদ, স্থানীয় সুবিধাদি ও সেবার সুযোগ হারিয়ে ফেলবে?				
১১. যদি ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হয়, তাহলে কি এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?				
১২. স্থানীয়ভাবে বা রাষ্ট্র দ্বারা মালিকানাধীন জমি এবং সম্পদে প্রবেশ কি সীমিত করা হবে?				
বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যঃ				
আনুমানিকভাবে সম্ভাব্য কত সংখ্যক মানুষ প্রকল্পের দ্বারা স্থানান্তরিত হতে পারে? [ ] না [ ] হ্যাঁ যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কত সংখ্যক?				
তাদের মধ্যে কেউ কি দরিদ্র, মহিলা প্রধান পরিবার বা দারিদ্র্যের ঝুঁকিগ্রস্ত? [ ] না [ ] হ্যাঁ				
কোন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি কি আদিবাসী বা জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্তর্গত? [ ] না [ ] হ্যাঁ				
স্ক্রীনিংয়ের সময়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ পরিচালনা করবে এবং নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে তাদের পর্যবেক্ষণ সরবরাহ করবে (১৩-১৮)				

সম্ভাব্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব	হ্যাঁ	না	জানা নাই	মন্তব্য
১৩. প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার কারা?				
উত্তরঃ				
১৪. কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি প্রস্তাবিত নীতি বা প্রকল্পের সুফল বা স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ক্ষমতা প্রভাবিত করে?				
উত্তরঃ				
১৫. প্রকল্প উদ্দেশ্যগুলি কি তাদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?				
উত্তরঃ				
১৬. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, বিশেষ করে নারী ও দুর্বল দলের উপর প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের প্রভাব কী হবে?				
উত্তরঃ				
১৭. কি সামাজিক ঝুঁকি প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে?				
উত্তরঃ				
১৮. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সংগঠন কি স্থানীয় সম্প্রদায় এবং জনসংখ্যার সঙ্গে কোন আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে? যদি হ্যাঁ হয়, একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করুন।				
উত্তরঃ				

সি ৩: সামাজিক পুঁজি বিন্যাস

উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পে ও প্রকল্প এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান / সংস্থা তালিকাবদ্ধ করা যাতে পরবর্তীতে তাদেরকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের কাজে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত তথ্য সহ প্রদত্ত শ্রেণীকরণের অধীনে সামাজিক প্রতিষ্ঠান / সংস্থাগুলির নাম তালিকাভুক্ত করুন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান / অংশের প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক শীট ব্যবহার করুন। তথ্যগুলি আরআরসি / জাতিসংঘের সংস্থাগুলি বা রোহিঙ্গা সংকট প্রকল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার উত্সগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান / সংস্থার ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং ঠিকানা এবং ফোন নম্বর	কাজের প্রধান এলাকা	ক্যাম্প এবং কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিধি (জায়গার নাম লিপিবদ্ধ করুন)
সরকারি প্রতিষ্ঠান				
জাতিসংঘ সংস্থাগুলি				
জাতীয় সংগঠন				
কমিউনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলি-যার সদস্যগণ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিউনিটিতে কাজ করেন।				

ডি বিভাগঃ পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং সারসংক্ষেপ

বিভাগ	প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	প্রভাব গুরুত্ব*	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান	পর্যবেক্ষণ পরামর্শ	
					সূচক	সময়সীমা
১। উপ-প্রকল্প ক্রিয়াকলাপ						
২। প্রাক নির্মাণ ধাপ						
৩। নির্মাণ ধাপ						
৪। ক্রিয়াকলাপ ধাপ						

দয়া করে উপরে পরিবেশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।উপ-প্রকল্পের ধরণের সাথে সম্পর্কিত ইএসএমপি নির্দেশিকা অনুসারে প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে হবে (ইএসএমএফ এর ধারা ৮.২ তে প্রস্তাবিত)। এই ছক পরিবেশগত এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞদের উভয় দ্বারা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হিসাবে ছকে সারি যোগ করুন। সামগ্রিক প্রভাব স্কোরঃ

উচ্চ = সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদী ইএন্ডএস প্রভাব হতে পারে, মাঝারি = সাময়িক প্রভাব হতে পারে, কম = সম্ভাবনা কম, স্বল্পমেয়াদী প্রভাব

আরও পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়ন এবং / অথবা সাইট নির্দিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সুপারিশঃ হ্যাঁ / না

* যদি হ্যাঁ হয়, কি ধরনের মূল্যায়ন/পরিকল্পনা প্রয়োজন হবে দয়া করে নির্দিষ্ট করুন।

ফরম পূরণকারী (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)

ফরম পরীক্ষাকারী (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)

ফরম নিরীক্ষাকারী (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ)

প্রকল্প পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)

পরিশিষ্ট ৩: স্বেচ্ছায় জমি দান ফর্ম

প্রদেশ / অঞ্চল	
জেলা	
কমিউন	
গ্রাম	
উপ-প্রকল্প আইডি	

ভূমি মালিকের নাম:	আইডি নম্বর	প্রকল্পের সুবিধাভোগী: হ্যাঁ / না		
লিঙ্গ	বয়স:	পেশা:		
ঠিকানা:				
প্রকল্পের জন্য গৃহীত জমির বিবরণ	প্রভাবিত এলাকা	মোট এলাকা	প্রভাবিত ভূমি বনাম মোট জমি অনুপাত	মানচিত্র কোড, যদি পাওয়া যায়:
ভূমির ক্রমবর্ধমান বার্ষিক ফসলের বর্ণনা এবং প্রকল্পের প্রভাব				
	বিবরণ	সংখ্যা		
গাছ ধ্বংসের পরিমাণ				
ফল গাছ				
অর্থনৈতিক বা গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য গাছ				
পরিপক্ক বনজ গাছ				
অন্যান্য				
যে কোনও সম্পত্তির বর্ণনা দিতে হবে যা হারিয়ে যাবে বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরানো উচিত:				
দানকৃত সম্পদের মূল্য				

ভূমি ব্যবহারকারী বা মালিক যদি স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ অস্থায়ী/ স্থায়ী ভিত্তিতে এই সম্পত্তি ব্যবহারের সুযোগ দান করে উপ-প্রকল্পে অবদান রাখতে সম্মত হন, তবেই এই ফর্মের উপর স্বাক্ষর বা আঙ্গুলি-মুদ্রণ প্রদান করবেন। যদি ভূমি ব্যবহারকারী বা মালিক ঐচ্ছিক ভাবে এই প্রকল্পে অবদান রাখতে না চান, তবে তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করবেন এবং পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন।

তারিখঃ.......................................

জেলা পিএমও প্রতিনিধির স্বাক্ষর

তারিখঃ.......................................

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর (স্বামী এবং স্ত্রী দুজন)